পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 120 Tuesday, 1 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২০ সংখ্যা ❋ ১৮ চৈত্র ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘আপনাদের সঙ্গে গোটা সরকার রয়েছে’

রেড রোড থেকে আশ্বাস মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ ‘আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি শিখ ও দিন শেষে আমি একজন ভারতীয়’, সোমবার ঈদের সকালে রেড রোডে গিয়ে সাফ বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন শহরের প্রাণকেন্দ্রে নমাজ পড়তে আসা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ওঠেন মঞ্চে। গোটা পর্বে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। এদিন রেড রোডের মঞ্চ থেকে রাজ্যের দুই বিরোধী দলের বিরুদ্ধে তির ছোড়েন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর কথায়, ‘‘রাম-বাম আমাকে প্রশ্ন করে, আমি হিন্দু কিনা? আমি উত্তর দিয়েছি, আমি হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও দিনশেষে ভারতীয়। এরা কী চায়? শুধু বিভাজনের রাজনীতি করে। আমি নিজের জীবন দেশের জন্য ত্যাগ করেছি।’’ এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে রামনবমীর আগে শোনা গিয়েছিল, ‘কেউ কেউ অশান্তি চায়, দাঙ্গা চায়। তাদের প্ররোচনায় পা দেবেন না।’ রাজ্যে ইতিমধ্যেই রামনবমীকে কেন্দ্র করে পারদ চড়ছে রাজনীতির। এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতির পারদপতন ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রী হাতিয়ার করলেন ‘সম্প্রীতিকেই’। সোমবার রেড রোডের ভাষণে তিনি বলেন, ‘‘খুশির ঈদে, ঘরে সুখ আনুন। দাঙ্গার প্ররোচনা নয়। এটা ওদের একটা পরিকল্পনা। এই খেলায় পা দেবেন না। যদি কেউ কিছু বলে, মনে রাখবেন আপনাদের সঙ্গে দিদি

আছে, অভিষেক আছে, এই গোটা সরকার আছে। কেউ আপনাদের কিছু করতে পারবে না।’’ বিজেপিকে ইঙ্গিতে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘ওদের কথায় কান দেবেন না। ওদের কথা উত্তর সময় এলে দেবেন। কিন্তু এখন ওদের কোনও ভাবে ছোঁবেন পর্যন্ত না।’’ এরপর রাজ্যের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, ‘‘কে কী পরবে, কে কী খাবে, সবেতেই ওদের নজরদারি চালাতে হয়। নবরাত্রি চলছে, আমি তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু আমি চাই না রাজ্যে কোনও ভাবে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হোক। দাঙ্গা কখনওই সাধারণ মানুষ করে না, রাজনৈতিক দলগুলো করে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম পালন করি, রামকৃষ্ণের ধর্ম পালন করি। কিন্তু ওরা যে ধর্মটা বানিয়েছে ওটা আমি মান্যতা দিই না। ওটা হিন্দু ধর্ম-বিরোধীও।’’

‘খুব তাড়াতাড়ি বুমেরাং হয়ে যাবে’, মমতার ‘গন্দা ধর্ম’ বিতর্কে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ রেড রোডে ঈদের নামাজের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ‘গন্দা ধর্ম। সেই নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সনাতন হিন্দু ধর্ম খারাপ? প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারীর। বিজেপি নেতার এও প্রশ্ন কেন দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে অশান্তির চেষ্টা করা হচ্ছে? ধর্মকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা বুমেরাং হবে বলেও মন্তব্য করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। উল্লেখ্য, সোমবার ঈদের সকালে রেড রোডে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়,

‘‘আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি শিখ ও দিন শেষে আমি একজন ভারতীয়।’’ তাঁকে এও বলতে শোনা যায়, ‘‘আমি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম পালন করি, রামকৃষ্ণের ধর্ম পালন করি। কিন্তু ওরা যে ধর্মটা বানিয়েছে ওটা আমি মান্যতা দিই না। ওটা হিন্দু ধর্ম-বিরোধীও।’’ এরপর এ দিন শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। সেই পোস্টে লেখেন, ‘কোন ধর্মকে খারাপ বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সনাতন হিন্দু ধর্ম খারাপ? এটা কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল নাকি রাজনৈতিক মঞ্চ? কেন দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছেন? এটাই আপনার জন্য বুমেরাং হবে।’

সিবিআই পরিচয়ে ৩৫ লক্ষের সোনা লুটে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ শহরে গোপন অপারেশনে নেমেছে ‘স্পেশাল ২৬’। শুনে কোনও সিনেমার কথা মনে পড়লেও এটাই সত্যি। সিবিআইয়ের নামে শহরে লুঠপাট চালাচ্ছে এই দুষ্কৃতীরা। চিনারপার্কে পর এবার একই রকম কাণ্ড ঘটল পোস্তায়। সিবিআই অফিসার সেজে তল্লাশির নামে ৪০০ গ্রাম সোনা লুটে নিয়ে চলে গিয়েছে এই দুষ্কৃতীরা। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় পোস্তা থানায় দায়ের করা হয়েছে অভিযোগও। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কটন স্ট্রিট এলাকায় দাঁড়িয়ে ওই তিন ভুয়ো সিবিআই রাস্তা আটকে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির ব্যাগে তল্লাশি চালায়। তারা ওই ব্যক্তিকে

তার কাছে থাকা সোনা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করে। যথাযথ তথ্যও দেখতে চায়। ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি নির্দেশ মতোই সোনার গহনাগুলির নথিপত্র তাদের হাতে তুলে দেয়। আর তারপরেই বিপত্তি। সেই তথ্য ভুয়ো বলে দাগিয়ে ওই ব্যক্তির সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করে তারা। তারপরই সেখান থেকে চলে যায়। ঠিক কী ঘটল তা বুঝে উঠতেই মাথায় হাত পড়ে ব্যক্তির। তিনি বুঝতে পারেন, ভরা বাজারে তাঁকে লুঠে নিয়ে চলে গিয়েছে একদল দুষ্কৃতী। তখনই স্থানীয় পোস্তা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে সে। তবে এখনও অধরাই রয়েছেন অভিযুক্তরা। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সেই ব্যক্তিকে আগাম টার্গেট করে রেখেছিল অভিযুক্তরা? গতিবিধিতে রেখেছিল নজর?

মোদি পিতৃতুল্য, ২০২৯-এ তিনিই প্রধানমন্ত্রী, সাফ জবাব মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের

মুম্বই, ৩১ মার্চঃ উদ্ধবপন্থী শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন অবসর নিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঢিল কা বদলা পাটকেলে দিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সঞ্জয় রাউতের দাবি নস্যাৎ করে সোমবার মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গড়ার অন্যতম কারিগর ফড়নবিশ জানিয়ে দেন, ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটেও মোদি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। নেতা বদলের কোনও ভাবনাচিন্তা নেই দলে। মোদিকে দলের পিতৃতুল্য বলে ফড়নবিশ আরও বলেন, ‘‘আমাদের সংস্কৃতিতে যতদিন বাবা বেঁচে থাকেন, ততদিন উত্তরাধিকার তৈরির আলোচনাই ওঠে না। এসব মুঘল সংস্কৃতিতে থাকতে পারে। তাই এখনই এসব নিয়ে কথার কোনও মানে নেই।’’ মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, ‘‘আগামীদিনেও মোদিই দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন। আমরা ২০২৯ সালেও মোদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। তাঁর উত্তরাধিকার খোঁজার কোনও প্রয়োজন নেই,

তিনিই আমাদের নেতা আছেন, থাকবেন।’’ প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবসর নিতে চলেছেন বলে সোমবার প্রথমে বোমা ফাটান উদ্ধব ঠাকরে পন্থী শিবসেনা নেতা তথা এমপি সঞ্জয় রাউত। বিতর্কিত মন্তব্যে দুরন্ত রাউত এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন, রবিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদর দফতরে মোদি এসেছিলেন সেপ্টেম্বরে তাঁর অবসরের কথা ঘোষণা করতে। উদ্ধবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেনা নেতার আরও দাবি, দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন মহারাষ্ট্র থেকে। মুম্বইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাউত বলেন, ‘‘আরএসএসের অফিসে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন তাঁর অবসরের কথা জানাতে। আমার কাছে যত দূর খবর আছে, আমিটা যতটা জানি, ১০-১১ বছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদি কখনও আরএসএস সদর দফতরে আসেননি। আসলে সঙ্ঘ চাইছে, বিজেপি নেতৃত্বে বদল আনতে। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাই এখন ছেড়ে যাচ্ছেন।’’ সঞ্জয় রাউতের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উত্তরসুরী কে হবেন, তা ঠিক করবে আরএসএসই। এবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন মহারাষ্ট্র থেকে। সে কারণেই মোদিকে নাগপুরে সঙ্ঘের কার্যালয়ে বন্ধ দরজা বৈঠকে ডেকে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু সঞ্জয় রাউতই একা নন, কংগ্রেসের এক নেতাও তাঁর কথায় সায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি সঞ্জয় রাউতের কথায় একমত। আমার মনে হয়, তিনি ঠিক বলছেন। বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৭৫ বছর বয়স হলেই তাঁকে অবসর নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদিরও বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই ওরাও নিশ্চই তাঁর অবসরের কথা চিন্তাভাবনা করছে। তাঁকেও সঙ্ঘের সন্তুষ্টি মেনে চলতে হয়।’’ বলেন, কংগ্রেস নেতা হুসেইন ডালোয়াই।

রামনবমী প্রসঙ্গে শওকত মোল্লাকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ তাঁরা চান না রামনবমীর দিন কোনও রাস্তা বন্ধ হোক। বরং চান, সব রাস্তা খোলা থাকুক যাতে মানুষ অবাধে হাঁটতে পারে। মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ। এদিকে রামনবমীর মিছিলে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা থাকতে পারেন, এই প্রশ্নের জবাবে তাঁকে চরম কটাক্ষ করেন তিনি। একই সঙ্গে, বড়সড় চ্যালেঞ্জ করেন তাঁকে। এবারে রামনবমীর মিছিলে সামিল হতে পারেন শওকত মোল্লা। সেই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, ‘‘শওকতের এত দম থাকলে আগে নওদা, মুর্শিদাবাদে যাক। মোথাবাড়ি গিয়ে শান্তি মিছিল করুক। বোঝাক, ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, তোমাদের জন্যও। যে চোর-ডাকাত ছাড়া রাজনীতি করতে পারে না, সে ধর্মের কথা বলে! শওকত মোল্লাকে বলব, ২১-এর নির্বাচনের পর ক্যানিংয়ে যারা ঘরছাড়া হয়ে গেছে, তাদের ডেকে নিয়ে রামনবমীর মিছিল করো। নেতৃত্ব দাও। তাহলে বুঝব তোমার বুকের পাটা আছে।’’ হিন্দুদের যে কোনও অনুষ্ঠানে রাজ্যে অশান্তি হয় বলে দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ। শওকত প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন। ভাঙড়ের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিজেপি নেতা বলেন, ‘‘পঞ্চায়েত ভোটে কাউকে নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি। গাড়ি গাড়ি চোর-ডাকাত নিয়ে এসেছিল গন্ডগোল করার জন্য। তবে সাধারণ মানুষ যখন প্রতিবাদ করে, গাড়ি ঘিরে ধরে তখন নেড়ি কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে দৌড় মেরেছিল ওরা।’’ দিলীপের কথায়, এদের মতো নেতার থেকে বিজেপি রাজনীতি শিখবে না। রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এখনও সে নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এবছরও অস্ত্র নিয়ে মিছিলের ডাক দিয়েছে বিজেপি। সেই বিষয়ে দিলীপ সাফ জানান, ‘‘অস্ত্র নিয়ে মিছিল নতুন নয়। মহরমে অস্ত্র বেরোতে পারে, রামনবমীতে কেন নয়? আমাদের সব দেব-দেবীদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। আর মিছিলের সুরক্ষার জন্যই অস্ত্র নিয়ে বেরনোর দরকার আছে কারণ পুলিশের ওপর ভরসা নেই।’’ বিজেপি নেতার কটাক্ষ, পুলিশের নিজেদেরই সুরক্ষা নেই, তাঁরা কী করে সুরক্ষা দেবে! পুলিশের তরফে অবশ্য আগেই সতর্ক করে বলা হয়েছে, রামনবমীর আগে পোস্টার-প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে হিংসা ছড়ানোর ছক রয়েছে বেশ কিছু সংগঠনের। কেউ যেন কোনও প্ররোচনায় পা না দেন, এই আর্জি জানানো হয়েছে। এও জানানো হয়, আগামী ১০ দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। সব জেলায় সতর্কতামূলক বার্তা পাঠানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্ররোচনামূলক পোস্ট না দিতেও অনুরোধ করা হয়েছে।

আরও চওড়া হবে প্রোমোটারদের থাবা? কলকাতার প্রায় ৩৫০০ বস্তি নিয়ে সিঁদুরে মেঘ, মেয়রের নয়া সিদ্ধান্তে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ এবার বস্তি বা উত্তরণের জমি নিয়ে কলকাতার মেয়রের সিদ্ধান্তে বিতর্ক। শহরের সব বস্তির জমি ঠিকার অধীনে আনার সিদ্ধান্ত পুরসভার। আর এই সিদ্ধান্তের জেরে বস্তির জমিতে প্রোমোটারদের থাবা আরও আগ্রাসী হবে বলে আশঙ্কা প্রশাসনিক মহলের বড় অংশের। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি, কলকাতা পুরসভার ৭২ নম্বর ওয়ার্ডে দু’টি বস্তির বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে সেখানে প্রমোটিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্মাণকারী সংস্থা সেই জমি কিনে নেয়। নিজের বিধানসভা এলাকায় এই ঘটনা ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই বস্তি থেকে যাতে কাউকে উচ্ছেদ না করা হয় তার জন্য কলকাতার মেয়রকে গোটা বিষয়টি দেখতে বলেন। পুরসভার অনেকেই মনে করেছেন, বস্তি থেকে উচ্ছেদ ঠেকাতে গিয়ে, সে ব্যাপারে সক্রিয় হতে গিয়ে ঠিকার আওতায় আনার সিদ্ধান্তে বিতর্ক আরও বাড়ল। বস্তি বিভাগ সূত্রে খবর, শহরে এমন অনেক বস্তি রয়েছে, যেখানে

অনেকেই নিজেদের জমিতে ঘর করে বসবাস করেন। আবার এমন অনেক বস্তি রয়েছে যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার জমিতে তৈরি হয়েছে। সেই জমিগুলি ঠিকার আওতায় আনা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এভাবেই আইন বদল করা যায় না বলেই দাবি খোদ কলকাতা পৌরসভার বস্তি বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের। মেয়র পারিষদের মতে, ব্যক্তিগত জমি বা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার জমি রাজ্য সরকারের ঠিকা কন্ট্রোলারের আওতায় আনা যায় না। সে ক্ষেত্রে একটা উত্তরণের জমিতে দু’রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘর তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে পুরসভার একটা মহলের দাবি, মূলত ঠিকার অধীনে এসে গেলে সেখানে বহুতল নির্মাণ করা অনেকটাই সহজ হয়ে দাঁড়াবে। অনেকেই বলছেন, উত্তরণ বা বস্তির জমিতে বসবাসকারী মানুষদের আবাসন করে দেওয়ার নামে প্রভাবশালী নেতাদের কাছের প্রোমোটাররা সহজে নির্মাণ তৈরির ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। বিরোধীদের দাবি, এই সিদ্ধান্তে সিন্ডিকেট ব্যবসা যেমন বাড়বে, তেমনই অর্থনৈতিকভাবে আরও বেশি ফুলেফেঁপে উঠবে নেতা থেকে প্রোমোটাররা। এদিকে তথ্য বলছে, কলকাতায় রয়েছে প্রায় ৩৫৩৪টি বস্তি বা উত্তরণ। শহরের দক্ষিণ এলাকার তুলনায় উত্তর এবং মধ্য কলকাতায় বস্তির সংখ্যা অনেকটাই বেশি। বিরোধীদের অভিযোগ, বস্তির জমি দীর্ঘদিন ধরেই টার্গেট শাসকদলের নেতাদের একাংশের কাছে। নয়া সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সেই নেতাদের ঘনিষ্ঠ জমি হাঙ্গররা আরও আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ময়দানে নেমে পড়বে বলেই দাবি পুরসভার একাংশের। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

‘উত্তর দেওয়া উচিত ছিল’, তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের নিয়েই প্রশ্ন তুললেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ বিদেশের কলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করল ক’জন? দলের সব সদস্য সমানভাবে সরব হল না কেন? এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তৃণমূলের অন্দরেই। দেবাংশ ভট্টাচার্যের পর মুখ খুলতে শুরু করেছেন দলের একের পর এক নেতা। তৃণমূল নেতা তথা দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন, ‘নেত্রীর অপমানে কেন চুপ থাকেন? লড়াইয়ের সময়ে কেন ঘুমোন? অসময়ে কোথায় হারিয়ে যান? এলাকায় একটা মিছিল বের করেন না কেন?’ কারও নাম না করে এভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এরপরই তাঁর সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ দেবাংশুর পোস্টকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, ‘‘আমি অন্তর থেকে সমর্থন করছি।’’ অক্সফোর্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় গর্জে ওঠা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে, সরাসরি তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের দাবি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন যে ভূমিকা নিতে পারত, সেটা নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ‘‘দল হয়ত সেই ভাবনাটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। আমি দেখছি, আরজি

কর-কাণ্ডের সময় থেকে ছাত্র ও যুবরা খুব একটা কিছু করছে না।’’ তিনি আরও দাবি করেন, তিনি নিজে যুব তৃণমূল করাকালীন অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন। সাংসদ বলেন, ‘‘আমরা যখন যুব করেছি, অনেক রাজনৈতিক কর্মসূচি করতাম। মমতাদির আদেশের অপেক্ষায় থাকতাম না। অক্সফোর্ডে যা হয়েছে, সেই অসভ্যতার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল।’’ এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এটা কোনও দল নয়। একটা কোম্পানি। কর্মীদেরও বিবেক থাকে। বিবেক জাগ্রত হয়েছে। বিবেকবান কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করতে পারছেন না।’’ বাম নেতা শতরূপ ঘোষের বক্তব্য, ‘‘ওরা কেউ মমতার সম্মানের জন্য তৃণমূল করে না। এখনভোটের আগে দেবাংশুর বোধোদয় হয়েছে। টিকিট পাওয়ার জন্য এসব করছে।’’ উল্লেখ্য, এর আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে নিশানা করেছেন কল্যাণ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে একসময় সরাসরি প্রশ্ন তুলে কল্যাণ বলেছিলেন, ‘এমন ছাত্র সভাপতি থেকে লাভ কী?’ তাঁর ওই মন্তব্য ঘিরে বিতর্কও হয় যথেষ্ট।

বিজেপি, আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু ভোটে প্রকাশ কারাত

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চঃ আমরা বিজেপি, আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলি...কিন্তু শুধুমাত্র ভোটের সময়। আরএসএস সাংস্কৃতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। কিন্তু, আমরা কোথায় সেখানে? ২৪-তম পার্টি কংগ্রেসের ঠিক মুখে এক সাক্ষাৎকারে এই ভাষাতেই গেরুয়া বিরোধী আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা ও নিজেরই দলের কার্যকলাপ নিয়ে মুখ খুললেন বর্তমানে সিপিএম পলিটব্যুরোর অন্তর্বর্তী সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। আগামী ২-৬ এপ্রিল তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে হতে চলেছে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসবাদীর সর্বভারতীয় কংগ্রেস। সাক্ষাৎকারে কারাত সাম্প্রতিক অতীতে দলের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেছেন। এমনকী লোকসভা ভোটের আগে গঠিত বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের উপরও আলোকপাত করেছেন। সময়ে সময়ে দলের অবস্থানগত পরিবর্তন ও নির্বাচনী ভবিষ্যও তাঁর পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন, ‘‘পলিটব্যুরোর অনেক সদস্যই বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের দল কার্যভারের থেকে মুক্তি দেবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হবে পার্টি কংগ্রেসে। তবে পলিটব্যুরোতে আসার মতো নতুন ও যোগ্য নেতার অভাব নেই। এমনকী বর্তমানের অনেককে দল অব্যাহতি দিলেও শিক্ষিত-মেধাবী, যোগ্য নেতার খরা দেখা দেবে না। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিপিএমের আন্দোলন কেবলমাত্র ভোটভিত্তিক হয়ে থাকা উচিত নয়।’’ তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সিপিএম স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের গণভিত্তি এবং ভোটশক্তি বৃদ্ধি হয়নি। এ সম্পর্কে আপনার মত কী? জবাবে কারাত বলেন, ‘‘পার্টি কংগ্রেসে এই বিষয়টিই বিস্তারিতে আলোচিত হবে যে কীভাবে সিপিএম নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে পারে। দলের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই জনতা। কিন্তু, আমাদের নিজস্ব শক্তি সেভাবে বিকশিত হতে পারেনি। এর জন্য কিছু কারণ ও বিষয়কে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। তাই আলোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। পার্টি কংগ্রেসের মূল এজেন্ডাই হল রাজনৈতিক প্রস্তাব। মূল বিষয়ই হল আমরা কোন রাজনৈতিক কৌশলগত রূপরেখা গ্রহণ করব ভবিষ্যতে। যে খসড়া প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়েছে তা পরীক্ষা করা হবে। যে যে সংশোধনীর প্রস্তাব এসেছে, তা বিচার করা হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সাংগঠনিক রিপোর্ট। গত তিন বছরের কার্যাবলির ফলাফল নিয়ে আলোচনা হবে কংগ্রেসে।’’ ইন্ডিয়া জোট ও দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সঙ্গে

যাওয়া নিয়ে কারাত বলেন, ‘‘আমাদের বরাবরের লক্ষ্য ছিল আরএসএস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করা। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছিল ভোটের আগে। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী মোদি সরকারকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে না পারলেও আমরা আংশিক সাফল্য পেয়েছি। কারণ এই জোট গড়ে ওঠায় মোদির বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যদি নির্বাচনই হয়, তাহলে বলতে পারি সেটা কোনও লক্ষ্যই নয়। তাই সিপিএমকে নিজের শক্তিতে এই হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।’’ কারাতের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ২০১১-য় বাংলায় বিধানসভা ভোটে সিপিএম ধরাশায়ী হওয়ার পর ভারতীয় রাজনীতিতে বাম রাজনীতি ও সিপিএমের প্রভাব পুরোপুরি মুছে গিয়েছে। আপনার ধারণা কী? উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরায় দলের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করাই কেবলমাত্র সিপিএমের লক্ষ্য নয়। বরং আমরা গোটা দেশে কীভাবে এগিয়ে যেতে পারব তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে চাই। সেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়াই হবে দলীয় কংগ্রেসে। আমাদের লক্ষ্য, দলের ভিত ও নিজস্ব শক্তিকে ফিরে পাওয়া।’’ দলের খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নিরন্তর তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে, যেখানে দ্বিদলীয় রাজনীতির চাপে সিপিএমকে মুছে দিতে চায় তারা। এমনটা কেন হচ্ছে? কারাতের জবাব, ‘‘অন্য রাজ্যের মতো বাংলায় সিপিএম কেবলমাত্র বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে না। সেখানে টিএমসির বিরুদ্ধেও লড়াই চলছে। ওরা কমিউনিস্ট-বিরোধী দল, যারা আমাদের দমিয়ে রাখতে চায়। তৃণমূল চাইছে, বাংলায় শুধু তারা আর বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপি রয়েছে। ওদের লক্ষ্য হল বামদের খতম করা। আমাদের বিশ্লেষণ হল, ওরা একসঙ্গে মিলে বামেদের মুছে দিতে চায় রাজ্য থেকে।’’ কারণ ব্যাখ্যা করে কারাত আরও বলেন, ‘‘ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ওরা কখনও ধারাবাহিকভাবে আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী নয়। ওরা বিজেপির বিরোধিতা করছে বাংলার বিশাল মুসলিম সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্কের জন্য। ওদের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ভোটকেন্দ্রিক। যারা বিজেপিকে ভয় পায়, তারা তৃণমূলের সমর্থক। আর যারা তৃণমূলের উপর বিরক্ত, তারা বিজেপিতে যাচ্ছে। সে কারণে বাংলায় দলকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে।’’

ঈদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, সাফল্য ও সম্প্রীতির জন্য প্রার্থনা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ দেশবাসীকে খুশির ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা। এই উৎসব আমাদের সমাজে আশা, সম্প্রীতি এবং দয়ার চেতনা বৃদ্ধি করুক। আপনাদের সকল প্রচেষ্টায় আনন্দ এবং সাফল্য আসুক। ঈদ মোবারক!পবিত্র রমজান মাসের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে সোমবার দেশজু।ে পালিত হচ্ছে খুশির ঈদ। ছোট থেকে বড় সবাই ঈদের উৎসবে সামিল হয়েছেন। নামাজ পাঠের পর, একে-অপরকে আলিঙ্গন, ঈদের দিন সকালে গোটা দেশেই এই ছবি ধরা পড়েছে।

সব কিছু ভুলে একে অপরকে আলিঙ্গন করার দিন ঈদ ঃ শাহনওয়াজ হুসেন

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ খুশির ঈদ উপলক্ষ্যে নামাজ পাঠ করলেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন। সোমবার সকালে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন। পরে তিনি বলেছেন, সব কিছু ভুলে একে অপরকে আলিঙ্গন করার দিন হল ঈদ।শাহনওয়াজ ঈদের শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছেন, ঈদ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মানুষ সর্বত্র নামাজ পড়েছে। সব কিছু ভুলে একে অপরকে আলিঙ্গন করার দিন হল ঈদ। আমি প্রার্থনা করি, দেশে ঐক্য থাকুক এবং আমাদের দেশ এগিয়ে যাক।

আজ,মঙ্গলবার অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন

কলকাতা, ৩১ মার্চঃ অজিত লক্ষ্মণ ওয়াদেকার। ১ এপ্রিল, ১৯৪১ বোম্বেতে জন্ম। ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ছিলেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছেন। ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন বামহাতি ব্যাটসম্যান। পাশাপাশি বামহাতি মিডিয়াম ও স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলিংয়েও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।১৯৫৮ সালে প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে তার অভিষেক। ১৯৬৬ সালে মুম্বইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তার টেস্ট অভিষেক ঘটে। ওই বছরেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেন।সচরাচর তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামতেন ও তাকে অন্যতম সেরা স্লিপ ফিল্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। তার অধিনায়কত্বে ১৯৭১ সালে ভারতীয় দল তখনকার দুর্ধর্ষ ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথম ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিতেছিল।কেরিয়ারে ৩৭টি টেস্ট খেলে করেছেন ২১১৩ রান। সেঞ্চুরি আছে একটি, অর্ধ সেঞ্চুরি ১৪টি। সর্বোচ্চ রান করেছেন ১৪৩। একদিনের ক্রিকেট খেলেছেন দুটি, করেছেন ৭৩ রান।১৯৭৪ সালে অবসর নিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। ১৯৯০-এর দশকে মোহাম্মদ আজহারউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন ভারত দলের ম্যানেজার ছিলেন তিনি। হয়েছিলেন নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতিও। এক সময় লালা অমরনাথ ও চান্দু বোর্দেও এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।ভারত সরকার ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালে যথাক্রমে অর্জুন পদক ও পদ্মশ্রী পদক দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছিল। এছাড়াও সি. কে নায়ডু আজীবন সম্মাননাও লাভ করেন তিনি।দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৫ আগস্ট, ২০১৮ মুম্বইয়ের জসলোক হাসপাতালে ৭০ বছর বয়সে তার দেহাবসান ঘটে। ১৭ আগস্ট মুম্বইয়ে শিবাজী পার্ক শ্মশানঘাটে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাহ করা হয়।

গ্রীষ্মকালে বাড়ির বাইরে ঠান্ডা জলের পাত্র রাখুন, মনে করালেন প্রধানমন্ত্রী

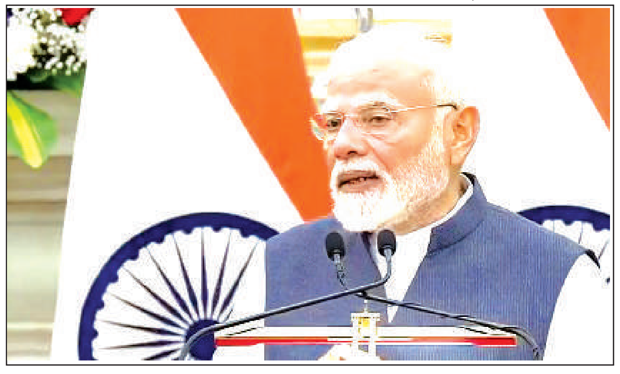

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ গ্রীষ্মকালে বাড়ির বাইরে ঠান্ডা জলের পাত্র রাখুন, দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, একটা কথা মনে রাখবেনঃযদি সম্ভব হয়, গ্রীষ্মকালে আপনাদের বাড়ির বাইরে ঠান্ডা জলের পাত্র রাখুন। এছাড়াও, আপনাদের ছাদে অথবা বারান্দায় পাখিদের জন্য জল রাখুন। আপনি দেখতে পাবেন এই পুণ্যের কাজটি করতে কতটা পরিতৃপ্তিদায়ক লাগছে।গ্রীষ্মকাল শিশুদের নতুন শখ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়, মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২০ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গ্রীষ্মের দিনগুলি দীর্ঘ এবং এই সময়কালে শিশুদের অনেক কিছু করার থাকে। এই সময় নতুন শখ গড়ে তোলার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সময়। এই ছুটির দিনে আপনাদের স্বেচ্ছাসেবক কার্যকলাপ এবং সেবামূলক প্রচেষ্টায় যোগদানের সুযোগও রয়েছে। যদি কোনও সংস্থা, স্কুল অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠান কিংবা বিজ্ঞান কেন্দ্র এই ধরনের গ্রীষ্মকালীন কার্যকলাপ আয়োজন করে, তাহলে তা MyHolidays-এর সঙ্গে শেয়ার করুন।জল সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহর ও গ্রামে জল সংরক্ষণের প্রস্তুতি শুরু হয়। অনেক রাজ্যে জল সংগ্রহের প্রচেষ্টা গতি পেয়েছে। জলশক্তি মন্ত্রক, বিভিন্ন স্বনির্ভর সংস্থার সঙ্গে এই দিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সারা দেশে হাজার হাজার কৃত্রিম পুকুর, চেক ড্যাম, বোরওয়েল রিচার্জ সিস্টেম এবং কমিউনিটি সোক পিট তৈরি করা হচ্ছে। প্রতি বছরের মতো, 'ক্যাচ দ্য রেইন' অভিযান আবারও শুরু হচ্ছে।

অনন্য উদ্যোগ সংস্কার ভারতীর, ৮ এপ্রিল নববর্ষ আবাহন উৎসবের আয়োজন

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃসংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে নববর্ষ আবাহন উৎসব। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জিও হবে প্রকাশিত। আগামী ৮ এপ্রিল বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা ভবন', জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস' আযোজিত 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ' নিবেদিত 'নববর্ষ আবাহন উৎসব '। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গৌড়াধিপতি মহারাজা শশাঙ্কের জীবন অবলম্বনে রচিত নাটক 'মহারাজা শশাঙ্ক' মঞ্চস্থ হবে। এই নাটকটি পশ্চিমবঙ্গের বুকে গত কয়েক দশকে এই প্রথম প্রযোজিত হতে চলেছে। এটি সংস্কার ভারতী আয়োজিত 'আবাহান উৎসব'-এর একটি অন্যতম আকর্ষণ। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন 'এবং আমরা' নাট্যদল, নির্দেশনায় - কল্লোল ভট্টাচার্য।বঙ্গের স্বাধীন রাজা, 'বঙ্গাব্দ'-এর প্রবর্তক, মহারাজ শশাঙ্কের বীরগাথাকে অবলম্বন করে এই প্রথম তাঁর জীবনের ১২টি অধ্যায়কে নিয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন সংস্কার ভারতীর সুদক্ষ শিল্পীরা। সেই ১২টি চিত্র সম্বলিত একটি সাংস্কৃতিক দেয়ালপঞ্জিকাও প্রকাশিত হতে চলেছে ওই দিন। এছাড়াও এই ১২টি চিত্রকে নিয়ে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি চিত্র প্রদর্শনশালার আয়োজন করা হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন- ডঃ সরূপ প্রসাদ ঘোষ (উদ্বোধক), ডঃ রাধারমণ চক্রবর্তী (চেয়ারম্যান), ডঃ আশিস গিরি (প্রধান অতিথি), পন্ডিত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশেষ অতিথি), ডঃ অজয় প্রতাপ সিং (বিশেষ অতিথি), শ্রী রোহিনী নন্দন গোস্বামী (বিশেষ অতিথি), শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় (বিশেষ উপস্থিতি), শ্রী জয়ন্ত পাল (বিশিষ্ট সমাজসেবী)।

কীভাবে সরকার চালাতে হয়, তা জানেই না বিজেপিঃঅতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ দিল্লির বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন আম আদমি পার্টির নেত্রী তথা দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা। তাঁর মতে, কীভাবে সরকার চালাতে হয়, তা জানেই না বিজেপি।সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, গত ১০ বছরে, দিল্লির জনগণের ঘর থেকে ইনভার্টার উধাও হয়ে গেছে। প্রতি বছরের মতো, তাঁরা নতুন ইনভার্টার ব্যাটারি কেনেনি। এখন দিল্লিতে ইনভার্টার ও জেনারেটর ব্যবহার করা হয় না। তবে, দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন এই ধরনের পোস্ট দেখতে পাবেন।অতিশী আরও বলেছেন, দিল্লি সরকারের তথ্য দেখায় যে, ১ মার্চ থেকে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট বেড়েছে... বিজেপি সরকার চালাতে জানে না। তারা যোগ্য নয় সেই কারণেই এখন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে ১ লা এপ্রিল দিনটি "এপ্রিল ফুলস ডে" হিসেবে পালিত হয় -

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃএই দিন সাধারণ মানুষেরা যেমন একে অপরকে বোকা বানানোর খেলায় নেমে পড়েন সেরকম নানান ধরনের জোকস, রসকিতা নিয়ে আসরে নেমে পড়ে সংবাদপত্র থেকে সোশ্যাল মিডিয়া।১ লা এপ্রিল দিনটি কিন্তু ছুটির দিন নয়। কোন মনীষীর জন্ম মৃত্যু বা বিশ্বের কোন বিশেষ ঘটনার সঙ্গেও এর যোগ নেই।তবু সারা বিশ্ব জুড়ে এই দিন পালিত হয়। নানা দেশে নানান রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পালনীয় দিবস ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পালনীয় দিবস আছে। এই দিন নানা দেশে নানান ভাবে বোকা বানানোর খেলা চলে।এপ্রিল ফুল নিয়ে একটি মজাদার ঘটনার পরিচয় জানা যায়। ১৯৭৬ সালের ১ লা এপ্রিল প্যাট্রিক মুর নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টিভি শোয়ে ঘোষণা করেন এই দিন সকাল ৯ টা ৪৭ মিনিটে মহাকাশে প্লুটো ও বৃহস্পতি খুব কাছাকাছি আসবে। আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই মুহূর্তে কিছুটা কমে যাবে। সেই সময় যাঁরা লাফ দেবেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বেশি শূন্যে উঠে যাবেন আর একটু বেশি সময়ের জন্য ভেসে থাকবেন।ফোনে দেখা যায় অনেকেই তা পরীক্ষা করে দেখছেন। প্রায় শতাধিক মানুষ ফোন করে জানান, তাঁরা সেই অনুভূতির স্বাদ পেয়েছেন। প্রশংসা অভিনন্দনে ভেসে যায় বিবিসির দপ্তর।ভারতে পৌরাণিক যুগে 'এপ্রিল ফুল ' চালু ছিল কিনা সঠিক জানা যায় নি।তবে এপ্রিল ফুল প্রসঙ্গে সেই রকম একটি ঘটনার অবতারণা করা যায়।মহাভারতের একটি ঘটনা। খান্ডব দহন থেকে পান্ডবরা রক্ষা পেয়েছেন। তারই আনন্দে তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে এক অসাধারণ রাজসভা করেছেন। একদিন ইন্দ্রপ্রস্থে কৌরবদের আমন্ত্রণ জানানো হয় । তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে এসে এক দারুণ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যায় ।কোথাও দরজা ভেবে এগোতে গিয়ে স্ফটিকের স্বচ্ছ দেওয়ালে মাথা ঠুকে যায়। সকলের সামনে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত হয়। শেষে তো একবার স্ফটিক ভেবে জলে পড়ে যান কৌরবদের অনেক রথী- মহারথী। এইসব দৃশ্য দেখে দ্রৌপদী, সুভদ্রা সহ পাণ্ডবদের পুর ললনারা হেসেই লুটোপুটি। এইসব ঘটনাই পান্ডবদের প্রতি কৌরবদের রাগ বেড়ে যায়। তবে নিশ্চয়ই এপ্রিল ফুলস ডে ছিল এ কথা বলা যায়।আমাদের দেশে ছাত্র- শিক্ষক এবং বন্ধু- বান্ধবের মধ্যে নানা মজার ঘটনা নিয়ে দিনটি পালিত হয়। আবার বেলজিয়ামের কিছু অংশে বাচ্চারা তাদের বাবা-মা বা শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনো উপহারের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের ঘরে আটকে রাখে। সুইডেনে ১ লা এপ্রিল তারিখটি মজার দিন হিসাবে পালিত হয়। এই দিন সুইডেনের সব সংবাদপত্রে নিয়ম করে একটি অন্তত মিথ্যা খবর প্রথম পাতায় ছাপে। যদিও তা কখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ে নয়।

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,৩১ মার্চঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ইমাম খোমেনি হোসাইনিযায়.ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষাৎ করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে- সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসংদেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃতারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিযার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ তাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিযার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্টের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামি ইরানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অবশ্য যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়ার উত্তর বা সিরিযার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সময়মতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিয়ার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদ্যমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেনঃবিপর্যয়ের চাপ এবং সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর ক্ষতি খুব ভারী ছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহর শক্তি এবং মুষ্টি আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে তারা যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়েছে।তিনি ইহুদিবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধাকে জাতিগুলোর জন্য লাল রেখা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ইহুদিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের জানা উচিত ঐশি নিয়ম অনুসারে অপরাধ কখনও বিজয় নিয়ে আসে না। আজ সেই ঐশি নীতি এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে।বহু বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃ একটি বিষয় যা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীই জানে না তা হলো, সিরিয়া সরকারকে আমাদের সাহায্যের আগে, অর্থাৎ পবিত্র প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন সবাই সাদ্দামের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, সিরিয়া সরকার তখন ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সিরিয়া সরকার ওই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় এবং সাদ্দামকে তার আয় থেকে বঞ্চিত করে।তিনি সিরিয়া ও ইরাকে ইরানি যুবকদের উপস্থিতি এবং কিছু ইরানি কমান্ডারের উপস্থিতির কারণ হিসেবে আইএসআইএস মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে বলেনঃআইএসআইএস ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি বোমা। তারা সিরিয়া ও ইরাককে নিরাপত্তাহীন করার পর আমাদের দেশকেও নিরাপত্তাহীন করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ করছিল।আমাদের কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে আইএসআইএসের সন্ত্রাসীযাত্রা বন্ধ করা না হলে নিরাপত্তাহীনতা পুরো ইরানকে ছেয়ে ফেলবে। তাদের সন্ত্রাসী বিপর্যয়ের উদাহরণ আপনারা আমাদের সংসদ, শাহচেরাগ এবং কেরমানের ঘটনাগুলোতে দেখেছেন।সিরিয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেনঃপ্রথম শিক্ষা হল শত্রুকে অবহেলা না করা। সিরিয়ায় শত্রুরা খুব দ্রুত কাজ করেছে কিন্তু তাদেরকে গোয়েন্দা রিপোর্ট আগেই দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা কয়েক মাস আগে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল। আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী আরও বলেনঃইসলামি বিপ্লবের ৪৬ বছরে আমরা ছোট-বড়ো অনেক কঠিন ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি, যেমন সাদ্দামের বিমান তেহরান বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করেছিল এবং জনগণের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সমস্ত তিক্ত ঘটনার মুখোমুখি হবার পরও ইসলামী প্রজাতন্ত্র এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্ক্রিয় হয় নি।সর্বোচ্চ নেতা তাঁর বক্তৃতার শেষে ইরানের জনগণকে সক্রিয় ও সদাপ্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ আল্লাহর রহমতে এ অঞ্চলে ইহুদিবাদ এবং তাদের পশ্চিমা খবিসদের মূল উৎপাটন করা হবে।

দেশজুড়ে পালিত খুশির ঈদ, ছোট থেকে বড় - সবাই সামিল উৎসবে

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ প্রায় এক মাসব্যাপী রমজানের উপবাসের পর সোমবার খুশির ঈদ। সমগ্র দেশজুড়ে সোমবার চিরাচরিত ধর্মীয় মর্যাদায় খুশির ঈদ পালিত হয়েছে। সকালে নামাজ পাঠের পর, একে-অপরকে আলিঙ্গন, ঈদের দিন সকালে গোটা দেশেই এই ছবি ধরা পড়েছে। ছোট থেকে বড় - সবাই ঈদের উৎসবে সামিল হয়েছেন।ঈদ উপলক্ষ্যে দিল্লির জামা মসজিদে নামাজ পাঠ করেন বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। নামাজ পাঠের পর একে-অপরকে আলিঙ্গন করেন। মুম্বইয়ে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মাহিম মসজিদে 'নামাজ' আদায় করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে চিরাচরিত ধর্মীয় মর্যাদায় খুশির ঈদ পালিত হয়েছে।

যারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন করেন তাঁরা মূর্খ, ঈদের নমাজ পড়ে বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ ঈদের নমাজ পড়ে রাজ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববেধ বজায় রাখার আবেদন জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার নমাজ পাঠের পর তিনি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তবে ফিরহাদ নিশ্চিত, জয় হবে উন্নয়নেরই। এদিন ফিরহাদ বলেন, "নমাজ পড়ে আল্লাহের কাছে এই দোয়া চাইলাম, মানুষের মধ্যে যেন শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকে। সবাই যেন আমরা সুস্থ ভাবে থাকতে পারি। পৃথিবীতে যাতে শান্তি থাকে।" এর পরই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অভিযোগ করেন তিনি। ফিরহাদ বলেন, "কিছু মানুষ রাজনৈতিক লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু মানুষ তাদের সমর্থন করে না। যারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন করেন তাঁরা মূর্খ। তার কারণ উন্নয়নের সঙ্গে মানুষ থাকে। সাময়িকভাবে হয়তো ২-৪ জন আপনার পাশে যারা রয়েছেন তারা লাফালাফি করবেন। কিন্তু সত্যিকারের যারা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তারা সাম্প্রদায়িকতাকে আমল দেন না।" ফিরহাদের দাবি, "একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। এটা ঠিক না। আমরা সবাই শান্তিতে থাকব। আনন্দের সাথে থাকব। এই দেশটা শ্রীচৈতন্যের দেশ, এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেশ। এই দেশটা আমাদের সবার শান্তির দেশ। এখানে আমরা সবাই সবাইকে আলিঙ্গন করব। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের দেশ, যেখানে মানুষ বিশ্বাস করেন, যত মত, তত পথ। এখানে সাম্প্রদায়িক উসকানির কোনও স্থান নেই। যারা করছেন, তাঁরা মূর্খতা করছেন। এখানে সবাই মিলে আমরা একসাথে থাকব এবং সবাইকে সবাই ভালোবাসব সাহায্য করব।"

বিজেপি সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালাচ্ছে নাঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ, ৩১ মার্চ ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, বিজেপি সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালাচ্ছে না। ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সোমবার সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব লখনউযের ঈদগাহে যান। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, আজ যখন আমি এখানে আসছিলাম (ঈদ উদযাপনে যোগ দিতে), তখন পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল। আধ ঘণ্টা কথা বলার পর, আমাকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। যখন আমি জানতে চাইলাম কেন এটা করা হচ্ছে, তখন কোনও অফিসারের কাছে কোনও উত্তর ছিল না। এর থেকে আমার কী বোঝা উচিত? এমন চাপ তৈরি করা হচ্ছে যাতে আমরা অন্যদের উৎসবে যোগ না দিই? বিজেপি সংবিধান অনুসারে এই দেশ চালাচ্ছে না।মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমি সমগ্র রাজ্য, দেশ এবং বিশ্বের সকল মানুষকে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সকলেই একে অপরকে আলিঙ্গন করে আনন্দের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করি এবং আশা করি আমরা সকলেই একে অপরকে আলিঙ্গন করে একে অপরকে সম্মান করি। এটাই আমাদের দেশের সৌন্দর্য, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে বাস করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয়করণঃদেবেন্দ্র ফড়নবিস

নাগপুর, ৩১ মার্চ ঃ জাতীয় শিক্ষানীতির পক্ষে সওয়াল করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তাঁর কথায়, জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীযকরণ। নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সাম্প্রতিক বক্তব্য সম্পর্কে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, আমি মনে করি এটি (এনইপি) ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ভারতীযকরণ।সোমবার নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফ।নবিস বলেছেন, ম্যাকলে আমাদের দেশকে দাসত্বের জন্য যে শিক্ষানীতি এনেছিলেন, যদি সেই ব্যবস্থাটি প্রতিস্থাপন করা হয় এবং ভারতীয়করণ করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় এতে কারও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যে কোনও দেশপ্রেমিক এটিকে সমর্থন করবেন। আমার মনে হয় সোনিয়া গান্ধীর এটি সম্পর্কে আরও জানা উচিত এবং ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভারতীয় করণকে সমর্থন করা উচিত।

উজান অসমের তিন জেলায় আরও ছয় মাস বেড়েছে আফসপা-র সময়সীমা

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চঃ উজান অসমকে ফের ' অশান্ত অঞ্চল' ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তঘেঁষা উজান অসমের তিন জেলাকে ' অশান্ত অঞ্চল' ঘোষণা করে ওই জেলাগুলিতে আজ ১ এপ্রিল থেকে বলবযোগ্য আরও ছয় মাসের জন্য সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা-র সময়সীমা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।৩০ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১ এপ্রিল থেকে অসমের তিন জেলায় আরও ছয়মাসের জন্য 'আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট ১৯৫৮' (আফসপা)-এর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। উজান অসমের যে তিন জেলায় আরও ছয়মাসের জন্য আফসপা-র সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে সেগুলি তিনসুকিয়া, চড়াইদেও এবং শিবসাগর জেলা।প্রসঙ্গত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় জেলা থেকে আফসপা প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অসম সরকারের রাজনৈতিক (এ) বিভাগ এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই পদক্ষেপ ডিব্রুগড়কে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য প্রশাসনের বৃহত্তর পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ' অশঅন্ত অঞ্চল বিবেচনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তিন রাজ্য মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশে আরও ছয় (৬) মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে আফসপা ১৯৫৮।

খুশির ঈদ ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত করে, বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ দেশবাসীকে খুশির ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি মুর্মু লিখেছেন, ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে, বিশেষ করে মুসলিম ভাই-বোনদের শুভেচ্ছা। এই উৎসব ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত করে এবং করুণা ও দানশীলতা গ্রহণের বার্তা দেয়।এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও জানান, আমি কামনা করি, এই উৎসব সকলের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখ বয়ে আনুক এবং সকলের হৃদয়ে কল্যাণের পথে এগিয়ে যাওয়ার চেতনাকে শক্তিশালী করুক। উল্লেখ্য, পবিত্র রমজান মাসের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে সোমবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে খুশির ঈদ। ছোট থেকে বড় সবাই ঈদের উৎসবে সামিল হয়েছেন এই খুশির ঈদ উৎসবে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৮চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৭ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে গরম বাড়বে এবং সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। এদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়বে বলে জানা গেছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, উভয়ই ঊর্ধ্বমুখী। রোদের তেজ ও তীব্র গরমে অস্বস্তিকর আবহাওয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তরবঙ্গেও বাড়ছে তাপমাত্রা। এদিন সকাল থেকেই তীব্র রোদের তেজ অনুভূত হয়েছে। গরমের কাহিল হয়ে পড়েছেন মানুষ। যদিও, বৃষ্টির এখন কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৯ টা৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৩৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৮মনিট

নিউটাউনে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ সোমবার ভোররাতে নিউটাউনে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন ভোররাতে নিউটাউনের ১৪ নম্বর ট্যাংক এলাকায় এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ওই এলাকায় গিয়ে পৌঁছোয় পুলিশ। যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, মৃত যুবক সুশান্ত ঘোষ পেশায় টোটোচালক। রবিবার বাড়ি থেকে টোটো নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে।

হাওড়াতেও সর্বত্র পালিত হলো খুশির ঈদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ হাওড়াতেও সর্বত্র পালিত হলো খুশির ঈদ। এই উপলক্ষে এদিন নামাজে অংশ নেন বহু মানুষ। দেওয়া হয় শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা। এক মাস ধরে রোজা পালনের পর এদিন খুশির ঈদ পালিত হয় সর্বত্রই। সোমবার সকালে হয় নামাজ পাঠ। অসংখ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন এই নামাজে। হাওড়ার জেলার সর্বত্র এদিন সুষ্ঠুভাবেই উদযাপিত হয় পবিত্র ঈদ উল ফিতর। এদিন সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মসজিদেও নামাজ আদায় করতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় চোখে পড়ে। নামাজ শেষে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

১২ টি নাগরিক পরিষেবা অনলাইনে দেওয়া আজ থেকে বাধ্যতামূলক হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন শংসাপত্র প্রদান, বিল্ডিং প্ল্যানের ছাড়পত্র দেওয়ার মতো ১২ টি নাগরিক পরিষেবা অনলাইনে দেওয়া আগামীকাল থেকে বাধ্যতামূলক হচ্ছে। স্মার্ট পঞ্চায়েত কর্মসূচির গত দুবছরে এরকমের ৩২ টি পরিষেবা অনলাইন মাধ্যমে আনা হলেও এতদিন তা বাধ্যতামূলত ছিলনা। কাল, ১ লা এপ্রিল থেকে তা আবশ্যিক হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর জেলাগুলিকে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়েছ। কোনও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট জেলা এবং আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কুকুরে কামড়ানোর থেকে রক্ষা পেতে পুরসভা ও বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের কুকুরে কামড়ানোর ঘটনা থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার পুরসভা ও বিদ্যালয়গুলিকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে প্রকাশিত এক নির্দেশিকায় পুরসভা ও সব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল দেওয়ার সময় বিদ্যালয় চত্বরে কুকুর যেন প্রবেশ না করতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয় চত্বরে নোংরা আবর্জনা পরিস্কার রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুকুরদের প্রজননের সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সব ধরনের সর্তকতা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুকুরদের জন্ম নিয়ন্ত্রণে পুরসভাগুলিকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

গড়িয়া বোয়ালিয়া'র তেত্রিশ তম বাণী বন্দনা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, গড়িয়া, ৩১ মার্চ ঃ গড়িয়া বোয়ালিয়া'র আমরা সবাই ক্লাবের তেত্রিশ তম বাণী বন্দনা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শনিবার ক্লাব প্রাঙ্গনে। দু'দিন ব্যাপী চলবে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান। শনিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু এবং রবিবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শনিবার অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় সংগীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নারায়ণ মিত্র, অ্যাপেলো হাসপাতাল, ডিজিএম, মৃদুল কান্তি ব্যানার্জি, ইন্ডিয়ান কোচ, অনিরুদ্ধ ঘোষ, সাইবার ক্রাইম, দেবাশীষ বাগ, বিক্রম পান্ডা অভিনেত্রী পৃথা এলা দাস এবং আমরা সবাই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কিংশুক নস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ বিষয় শরীর চর্চা মূল মন্ত্র। অতিথিদের এদিন সম্মানিত করা হয় উত্তরীয়, ব্যাচ এবং স্মারক দিয়ে। এই ক্লাব প্রতি বছর নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে থাকেন যেমন বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প ও দুস্থ মানুষদের বস্ত্র দান। ছবি রাজেন বিশ্বাস

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন রাজ্যের মন্ত্রী

প্রসেজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩১ মার্চ ঃ একমাস রোজা পালনের পর মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষদের জন্য আনঃদের বার্তা নিয়ে আসে খুশির ঈদ। এবছরও ঈদ-উল-ফিতর যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ উদযাপনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। সোমবার সকালে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দারোগাতলা এলাকায় ঈদ উপলক্ষে মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ঈদের এই আনন্দঘন মুহূর্তে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপন কুমার ঘোষ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিমল দেবনাথসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকলে একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, কোলাকুলি করেন এবং সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদিন বলেন, প্রতিবছরই আমরা আসি, ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি এবং সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানাই। এই উৎসব শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, এটি আমাদের সকলের উৎসব, যেখানে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের বার্তা প্রতিফলিত হয়।এদিন দারোগাতলা এলাকায় মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষের মধ্যে ঈদের বিশেষ আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছোট-বড় সকলেই নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে নামাজ আদায় করেন এবং একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কুলতলির মৈপীঠে মুদির দোকানে মদ বিক্রি বন্ধ করে দিলো এলাকার মহিলা বাহিনী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৩১ মার্চ ঃ মুদিখানার দোকানে মুদিখানার জিনিসপত্রের সাথে বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি চলছিল বহুদিন ধরে সু ন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার দেবীপুর শনির মোড়ে।এখানে বিশ্বজিত সাউ নামে এক মুদিখানার দোকানদার মুদিখানার জিনিসপত্রের সাথে বেআইনি ভাবে দেশী ও বিদেশি মদ বিক্রি করছিল।বারংবার এলাকার মানুষ মদ বিক্রি বন্ধ করতে বললে ও বন্ধ হয়নি।আর তাই মদ দোকান বন্ধ করতে এবারে এগিয়ে এলো গ্রামের মহিলারা। মূলত তাদের মিলিত উদ্যোগে রবিবার রাতে ঐ মুদিখানা দোকান থেকে পেটি পেটি মদের বোতল বাইরে বার করে ভেঙে নস্ট করে দেয় গ্রামের নারী শক্তি।আর সেই সময়ে ঐ দোকানদারের সাথে বাগ বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে মহিলারা। উওজেনা চরম জায়গায় পৌছে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আসতে পুলিশের সাথে বাগ বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে নারী শক্তি। তাঁরা প্রথমদিকে ঐ দোকানের মালিক বিশ্বজিত সাউকে থানায় নিয়ে যেতে পথ আটকায়। পরে পুলিশের সাথে দীর্ঘ সময় কথা কাটাকাটির পরে পুলিশ বিশ্বজিত সাউকে গ্রেফতার করে মৈপীঠ উপকূল থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের দোকান থেকে পুলিশ বেশ কয়েক পেটি বেআইনি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় মহিলারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ঐ মুদিখানার দোকান থেকে মদ বিক্রি

চলছিল। আর সেই মদ খেয়ে প্রতিদিন এলাকার পুরুষেরা রোজগারের সর্বস্ব দিয়ে পেটভরে মদ খেয়ে বানি ফিরে বাড়ির মহিলাদের ওপর অত্যাচার করছিল। প্রশাসনের সাপোর্ট ছাড়া ওই মুদি খানার দোকানদার কিভাবে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি করতে পারে। আমরা চাই মদ মুক্ত থাকুক এলাকা। নিরপেক্ষতা বজায় রাখুক প্রশাসন। আর ঐ দোকানদারের উপযুক্ত শাস্তি হোক এটাই আমরা চাই। পুলিশ ধৃত বিশ্বজিত সাউকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। এব্যাপারে বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস বলেন, মৈপীঠের শনির মোড়ে একটি মুদিখানার দোকানে গোপনে বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি চলছিল। স্থানীয় মহিলারা এসে প্রতিবাদ জানানোর পরে পুলিশ গিয়ে ঐ দোকানদার কে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বেআইনি মদের বোতল ও বেশ কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। অপরদিকে দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ধৃত বিশ্বজিত সাউ এর পরিবারের তরফে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।

ফের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের উপর জোর হাওড়া পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ ফের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের উপর জোর হাওড়া পুরসভার, ঈদের ছুটিতে পুরসভার মুখ্য কার্য্যালয়ে জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে জরুরি বৈঠক। এবার ফের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের উপর জোর দিচ্ছে হাওড়া পুরসভা। মঙ্গলবার থেকে হাওড়া শহরের চারটি বিধানসভা এলাকার (উত্তর হাওড়া, মধ্য হাওড়া, শিবপুর ও দক্ষিণ হাওড়া) আরও নতুন ১৪টি ওয়ার্ডে এই কাজ করবেন পুরকর্মীরা। সোমবার ঈদের ছুটির দিন পুরসভার মুখ্য কার্য্যালয়ে হাওড়া শহরের জঞ্জাল অপসারণ সংক্রান্ত এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা) এর ডিরেক্টর জলি চৌধুরী, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পুরসভা সূত্রের খবর, আগে ১১টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ময়লা সংগ্রহ করা হতো। মঙ্গলবার থেকে আরও ১৪টি ওয়ার্ডে এই কাজ শুরু হচ্ছে। হাওড়া পুরসভার কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন হাওড়ার একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন। এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, যাতে মানুষের অসুবিধা না হয় সেই কারণে বেশিরভাগ ভ্যাট পরিস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেটা যতটা সম্ভব পরিস্কার করা গিয়েছে। এই কাজের ফলোআপের জন্য 'সুডা'র ডিরেক্টরের সঙ্গে এদিন বৈঠক হলো। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় মঙ্গলবার থেকে ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের আরও ১৪টা ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহ করার কাজ শুরু হবে। এর আগে ১১টা ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল। কিভাবে কাজ শুরু করা যায়, কোথায় কি লোক প্রয়োজন, কোথায় কি গাড়ি দিতে হবে সেটা নিয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পালিত হলো সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের ৫০ বছরে সুবর্ন জয়ন্তী বর্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ গুরু শিষ্য পরম্পরা আর আধুনিকতা এই সবটা মিলে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ। এই সংস্থার পথচলা শুরু হয়ে ছিলো ১৯৭৬ সালে। এই পরিষদ এর এই বছর অর্থাৎ ২০২৫ এ সুবর্নজয়ন্তী বর্ষ। (১৯৭৬ - ২০২৫).উত্তর কলকাতার এই সর্বভারতীয় পরিষদে সারা ভারতের বিখ্যাত শিল্প সংস্কৃতি জগতের শিল্পীরা সংস্কৃতির সব ধারার শিক্ষা প্রদান করেন অগুণিত ছাত্রছাত্রীদের। সারা পৃথিবীতে তাদের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে ৫ হাজারের ওপর। প্রতি বছরে তাদের সমাবর্তন উসবে পাঁচ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রসংশাপত্র ও মেডেল প্রদান করা হয়। নাচ, গান, অভিনয, আবৃত্তি, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, যোগোব্যায়াম সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতি বছর পুরস্কৃত করা হয় সমাবর্তন উৎসবে প্রতি বছর। সম্প্রতি ভারতীয় ডাক বিভাগ সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর ৫০ বছর উপলক্ষে প্রকাশ করেছে একটি পোস্টাল স্ট্যাম্প। এই সর্ব ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের এত দিন বা এত বছরের পথ চলা সার্থক হয়েছে। সদ্য পয়াত এই পরিষদের সম্পাদক এবং সঙ্গীত শিল্পী কাজল সেনগুপ্তর জন্য। গত ২৯ মার্চ শনিবার ২০২৫ কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বেলা ১২ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর ৪৭ তম সমাবর্তন উৎসব এবং সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলো প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট এর পরিচালনায় ১০০০

জন শিল্পীর কন্ঠে সমবেত সঙ্গীত। শুভদীপ চক্রবর্তী র পরিচালনায় ৫০০ জন শিল্পীর কন্ঠে সমবেত আবৃত্তি। পরিবেশিত হয় জনপ্রিয় নৃত্য শিল্পী অমিতা দত্ত ও গুরু সড়ধীপ মল্লিক এর পরিচালনায় ২০০ জন শিল্পীর সমবেত কথক নৃত্য, বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী থ্যাংকুমনি কুটটি র নির্দেশনায় ২০০ জন শিল্পীর সমবেত ভরত নাট্যম এবং কোহিনুর সেন বরাট ও দ্রাবিন চট্টোপাধ্যায় এর নির্দেশনায় সৃজনশীল নৃত্য। সেই সঙ্গে পরিষদের ১০০০ হাজার শিল্পী ছাত্র ছাত্রীরা গ্যালারীতে বসে চিত্র অঙ্কন করে। এই উসবে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শুভ সূচনা করেন এডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও অধ্যাপক সমিত রায়, এডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সুরঞ্জন দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেত্রী মিতা চ্যাটার্জী, নৃত্য শিল্পী অমিতা দত্ত ও মহুয়া মুখোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর বর্তমান সম্পাদক ডঃ শান্তনু সেনগুপ্ত সহ আরো অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব। এই বছর কলামনি পুরস্কার পেলেন প্রখ্যাত চিত্রকর যোগেন চৌধুরী, জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রানী সেন, বিখ্যাত তবলা বাদক বিক্রম ঘোষ। প্রয়াত কাজল সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড পেলেন বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত। সকলেই তাঁদের মূল্যবান ভাষণে এই সর্বভারতীয় পরিষদের পঞ্চাশ বছরের পথ চলা ও তাদের সারা বিশ্বব্যাপী এই বৃহ কর্মকান্ডর কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও ছিলো জীবনকৃতি সম্মান, সর্বভারতীয় পুরস্কার , রত্নমণি , ট্যালেন্ট ও মেরিট পুরস্কার এবং বিশারদ ও রত্ন ডিপ্লোমা প্রদান অনুষ্ঠান। এই পরিষদের অনুষ্ঠানের শুরুতে স্তোত্র পাঠ করেন পন্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে নৃত্য গুরু সঙ্গীতা চাকির পরিচালনায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং ছাত্র ছাত্রীরা পরিবেশন করেন নানা ধরনের বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান। ছিলো বই প্রকাশ অনুষ্ঠান ও আলোচনা। সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন এই সময়ের জনপ্রিয় ঘোষক সুজয়নিল ভট্টাচার্য্য। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা, পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ এর সম্পাদক ড ঃ শান্তনু সেনগুপ্ত।

মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম শান্তি সম্প্রীতিময় বার্তা বাউল স্বপনের

বনস্পতি দে হুগলী, ৩১ মার্চ ঃ স্বপন দত্ত বাউল উদাস কন্ঠে গাইছে, মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহার উপরে কিছুই নাই ওরে বুঝিস না কেনো অবুঝ মন। ধর্মাধর্ম ভেদাভেদ ভুলে ভেবে দেখ না মন সবাই আমার আপন জন। তখনই দেখবি অবুঝ মন কোনো অশান্তি নাই , মানুষের মাঝেই খুঁজে পাবি মানুষ রতন।। আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার ও বেতার দূরদর্শন শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল নিজের লেখা ও বাউল সুরে পথে পথে ঘুরে ঘুরে পবিত্র ঈদ উৎসবে গেয়ে চলেছেন শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় গান এক মহতী সচেতনের বার্তা দিয়ে, যা আজকের সমাজে , নিজেকে নিয়ে মানুষের ব্যস্ততার দিনে খুবই দুর্লভ । রাষ্ট্রপতির দেওয়া একতারা কোল ডুগির তালে তালে বাউল নাচছে পথে পথে শুনে অনেকেই দরজা খুলে বেড়িয়ে এসে বলছেন কে এই বাউল? কেউ বলছে ও একটা ভিখারী বাউল, কেউবা বলছে নাগো ও হচ্ছে রাজ্যের দেশের বিনা পয়সার বাউল , আবার কেউ বলছে ওতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। মানুষের নানা মন্তব্য শুনে জনগণের ঘুমন্ত মনকে জাগতে স্বপন দত্ত বাউল বলেন আমার সকল মা বাবারা, শত জনমের পর এই ধরাধামে এসেছি বাউল রূপে , আমি যে এক উদাস বাউল। আমার জীবনের একটাই লক্ষ্য আমাদের সমাজ জেগে ঘুমোচ্ছে, সেই ঘুমন্ত সমাজের মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলাই আমার কাজ। বিজ্ঞানের যুগেও আজও কুসংস্কার কুপ্রথা আচ্ছন্ন আমাদের সমাজ , কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এটাও মনে করি আমার দায়িত্ব আর একজন বাউল হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল গানে মানুষকে সচেতন করি।

ঈদের দুপুরে ভয়াবহ আগুন মগরাহাট স্টেশনে,পুড়ে ছাই দোকানপাট

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩১ মার্চ ঃ ইদের দুপুরে মগরাহাট স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই হয়ে গেল স্টেশনের একাধিক দোকান। আগুনের লেলিহান শিখার জেরে বন্ধ হয়ে যায় শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল।সোমবার দুপুর তিনটা নাগাদ,ইদের দিন স্বাভাবিকভাবেই ভিড় ছিল মগরাহাট স্টেশনে। সেই সময় আচমকা ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের অবৈধ একটি মোবাইল দোকানে আগুন ধরে যায়। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আশপাশের দোকানে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভস্মীভূত হয়ে যায় সেগুলি। আগুনের ভয়াবহতা এতোটাই ছিল যে দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা চোখে পড়ছিল। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এদিকে খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে এখনও পকেট ফায়ার রয়েছে। এদিকে আগুনের তাপ এতোটাই মারাত্মক ছিল যে আপ এবং ডাউন লাইনের তারে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।বিকাল চারটা পর্যন্ত তারে বিদ্যু সংযোগ ছিল না। ফলে শিয়ালদহের দক্ষিণ লাইনের ডায়মন্ড হারবার শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান, আতশবাজি ফাটানোর সময় কোনওভাবে আগুনের ফুলকি গিয়ে কোনও একটি দোকানের ওই প্লাস্টিকের ছাউনিতে গিয়ে পড়ে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া দোকান ঘরগুলিতে। রেল সূত্রে দাবি,স্টেশনে একাধিক অবৈধ দোকান রয়েছে। বারবার সেগুলি সরানোর কথা বললেও তা করা হচ্ছে না। এবার রেল উদ্যোগ নিয়ে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে অবৈধ দোকানগুলি সরিয়ে দেবে বলেও খবর।তবে এই পুড়ে যাওয়া দোকানগুলি থেকে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায় নি।

ইন্টারলকিং-র নিয়মিত আধুনিকায়ন করা হচ্ছে

গোরক্ষপুর, ৩১ মার্চ ঃ সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং সুগম ট্রেন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত আধুনিকায়ন করা হচ্ছে , একইভাবে স্টেশনে আধুনিক ইন্টারনেট ইন্টারলকিং সিস্টেম ইনস্টল করার কাজ করা হচ্ছে। পূর্বোত্তর রেলওয়েতে এখনও পর্যন্ত ১০২ স্টেশনে ইন্টারনেট ইন্টারলকিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে। ডিজিটালাইজেশনের দিক দিয়ে ইন্টারনেট ইন্টারলকিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ট্রেনের নিরাপত্তা এবং সুগম তৈরি করে। ইন্টারলক্কিং মানবিক ত্রুটির সম্ভাব্যতা কম করে সংরক্ষন করা হয়, এটি সিস্টেম দ্রুত কাজ করে, বার্তাগুলিকে কম করে, ভবিষ্যতের পর্যালোচনার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। সিস্টেমকে আপডেট করা সহজ করার জন্য এবং এটি কম স্থানে ইনস্টল করা যায়।

ঈদের শুভেচ্ছা জানান কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, বোদাই, ৩১ মার্চ ঃ পবিত্র রমজান মাসের শেষে আসে খুশির ঈদ। সোমবার বিকেলে ঈদ মোবারক উপলক্ষে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বোদাই তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেখ রাজার বাড়িতে এসে সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান খড়দহ বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন সুযোগ্য পুত্র রাজ্যের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়, বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর দাস, সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। মন্ত্রী বলেন ঈদ খুশির দিন। আনন্দের দিন। প্রীতি ও ভালোবাসার দিন। আমরা সকলে বোদাই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেখ রাজার বাড়ি বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম। সবাই মিলে আনন্দ করলাম। সকলের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। কিছু কিছু মানুষ ধর্মীয় আচরন নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তের যে বানী যে ঐতিহ্য সেটা ধর্ম ও বটে তার বিরোধীতা করছেন তারা। মানুষের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন আছে সেটা নষ্ট করার চেষ্টা করছেন তারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ গ্রহন করবে না। পবিত্র ঈদের খুশির দিনে সকলে মিলে আনন্দ ভাগ করলাম। ঈদ উল ফিতর সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। দৃঢ়তর হোক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন। এরপর মন্ত্রী সেখ রাজার বাড়ি থেকে বোদাই তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু ভাই দের ঈদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ঢাব সেবন করেন মন্ত্রী। এরপর বোদাই ইদগারে জনাব সেখ আলমগীর আলি র বাড়িতে ঈদ মোবারক করেন। তারপর বন্দীপুর এলাকায় ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও জনসংযোগ সারলেন। উপস্থিত ছিলেন বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর দাস, সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

ভরা কোটলের জের ফের সুন্দরবনের নদী বাঁধ বসলো

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩১ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জের পর সন্দেশখালি দু নম্বর ব্লকের মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কলাগাছি ও বড় কলা গাছি নদী ও রায়মঙ্গল তিন নদীর মোহনায় হঠাই আজ ১০০ ফুট নদী বাধ বসে যায় এই খবর জানাজানি হতে ঘটনাস্থলে ব্লক প্রশাসন সন্দেশখালি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি সেচ সমবায় কর্মদক্ষ দিলীপ মল্লিক ঘটনাস্থলে যান গিয়ে সেখানে নিজের হাতে তদারকি করেন শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে জেসিপিকে কাজে লাগিয়ে যাতে বড় বিপর্যয় না হয় তার জন্য বাশ ও সাল বললা মাটির বস্তা দিয়ে কাজে লাগিয়েছে দ্রুত যাতে পাদ মেরামতি করা হয় তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে ব্লক প্রশাসন গতকাল রবিবার বিকেল বেলা হিঙ্গলগঞ্জের দুল্লুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুললী ফেরিঘাটের রায়মঙ্গল নদীর প্রায় ১০০ ফুট বাঁধ বসে গিয়েছিল সেখানেও কাজ শুরু হয়েছে। অনুমান নদীর ভরা কটলের জন্যই শক্ত মাটি স্খলন শুরু হয়েছে, যার ফলে নদী-বাধ বসে যাচ্ছে প্রশাসনিক কর্তারা গিয়ে সেখানে বাস ছাড়াই ব্যবস্থা করেছেন।

উলুবেড়িয়ায় জোয়ারের সময় গঙ্গার মাঝখানে একটি স্পিড বোট ডুবে যায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় জোয়ারের সময় গঙ্গার মাঝখানে একটি স্পিড বোট ডুবে যায়। সোমবার দক্ষিণ জগদীশপুর জেলার উলুবেড়িয়া এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অমাবস্যার কারণে গঙ্গায় কয়েকদিন ধরে জোয়ার থাকে যা দেখতে মানুষ আসে। সোমবার সকাল ১০,৩০ টায় গঙ্গায় জোয়ারের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই সময়, গঙ্গার মাঝখানে একটি স্পিড বোর্ড ছিল যা জোয়ারের সময় ওঠা ঢেউয়ের কারণে হঠা উল্টে যায়। সেই সময়, গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকা এবং স্টিমারগুলি গঙ্গার মাঝখানে পৌঁছানো লোকদের রক্ষা করেছিল। বলা হচ্ছে যে এই স্পিড বোর্ডে মোট চারজন ছিলেন এবং চারজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে।

ঈদে তারকেশ্বরে সম্প্রীতির ছবি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মার্চ ঃ একদিকে পালিত হচ্ছে ইদ উৎসব। অন্যদিকে চৈত্রের গাজন উসবও চলছে। সোমবার হওয়ায় তারকেশ্বর মন্দিরে ছিল ভক্তদের ভিড়। শিবের মাথায় জল দিতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসেছিলেন এদিন। সেখানেই দেখা গেল এক অনন্য সম্প্রীতির ছবি। এদিন মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের জন্য শরবত নিয়ে আসেন একদল মুসলমান যুবক। সোমবার সকাল থেকেই তারকেশ্বর-আরামবাগ এলাকার মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নামাজ পড়া শুরু হয়। নামাজের পর তারকেশ্বর মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের শরবত দিয়ে তৃষ্ণা মেটান তারকেশ্বরের বাগবাড়ি এলাকার একদল মুসলমান যুবক। এদিন সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী তারকেশ্বরে যান। এসময় ভক্তদের শরবত দেন একদল মুসলমান যুবক। তারকেশ্বরে তাঁদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ভক্তরা।

মামলায় সরকারি আধিকারিকদের আর সশরীরে আদালতে যেতে হবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ বিভিন্ন মামলায় সাক্ষী দিতে সরকারি দফতরের আধিকারিকদের আর সশরীরে আদালতে যেতে হবে না। সময় এবং অর্থ বাঁচাতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওযার জন্য জেলায় জেলায় স্থায়ী ভার্চুয়াল কক্ষ তৈরি করছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে এমন ৩৯২টি ভার্চুয়াল সাক্ষ্য দান কক্ষ তৈরি করা হয়েছে বলে রাজ্যের আইন ও বিচার দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর শিক্ষা দফতর এবং পুরসভা গুলির দেওয়া জায়গা ও পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে .এই কক্ষগুলি তৈরি করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, প্রায়শই বিভিন্ন মামলায় সরকারি দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের আদালতে সাক্ষ্যদানের জন্য হাজীরা দিতে হয়। দূরবর্তী এলাকা বা জেলা থেকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বহু অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয়।করোনা অতিমারি উত্তর সময় থেকে সর্বোচ্চ আদালত ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের ওপর জোর দেওয়ায় এ ধরণের পরিকাঠামো তৈরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই কক্ষ গুলি তৈরি করা হয়েছে। আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার পাশাপাশি জেলা ও রাজ্যস্তরের নানা প্রশাসনিক বৈঠকেও যোগ দেওয়া যাবে ওই ভার্চুয়াল কক্ষগুলি থেকে।

আজ থেকে জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স এর হার বৃদ্ধি পেতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ নতুন অর্থবছরের শুরুতে আগামীকাল থেকে জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স এর হার বৃদ্ধি পেতে চলেছে। পাঁচ শতাংশ হারে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হবে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে রাজ্যে থাকা ৫২ টি জাতীয় সড়কে এই ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি পাবে। ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে সেই হার ১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। এইদিকে গত আট বছরে রাজ্য সরকার বেসরকারি পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি না করায় তাদের ব্যবসা মার খাচ্ছে বলে জানিয়ে বর্ধিত হারে টোল ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি বাস সংগঠন পরিবহন দপ্তরকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যকে অবিলম্বে কেন্দ্রের সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে জাতীয় সড়কে প্রতি কিলোমিটারে ২ টাকা ১৯ পয়সা হারে টোল ট্যাক্স নেওয়া হয়।

সীমান্ত থেকে সুন্দর-বনে পবিত্র ইদের নামাজ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ৩১ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়া সাদির দরগা জামে মসজিদে নামাজে অনুষ্ঠিত হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র উসব ঈদ ঈদের নামাজ অন্যদিকে সীমান্ত শহর বসিরহাটের শাহী মসজিদ আমিনিয়া মাদ্রাসা সহ একাধিক ধর্ম স্থানে মুসলিম ধর্মাম্বলি মানুষজন একটি মাস রোজা রাখার শেষে অনুষ্ঠিত হলো ঈদ আরে এই পবিত্র ঈদ উপলক্ষে হিন্দু মুসলিম মিলনক্ষেত্রে পরিণত হলো একে অপরকে কোলাকুলি সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পালন করল এই উৎসব দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ঐতিহ্যবাহী ঈদের নামাজ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৮ চৈত্র , ১৪৩১

লোভে মানুষ যুগে যুগে দুর্নীতির দিকে এগিয়ে চলেছে

সম্পাদকীয়

বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে দুর্নীতির নানান চেহারা। ঠিক কি কারণে মানুষের এই রূপ বেড়িয়ে আসছে, তা উপলব্দি করার সময় বোধ হয় এখনই। লোভে মানুষ যুগে যুগে দুর্নীতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সঠিক কারণটা যদি বিশ্লেষন করা যায়, তবে বলা যেতে পারে তাড়াতাড়ি ধনী ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার লোভ। সে পথেও অর্থ ও ক্ষমতা অর্জন সম্ভব। কিন্তু সৎ পথে থেকে সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছতে লাগে যে জিনিস গুলো তা হল শ্রম, সাধনা, প্রতিভা এবং সর্বপরি সৎ বোধবুদ্ধি। সেই সঙ্গে লাগে সাহস ও আত্মবিশ্বাস।
অর্থ ও ক্ষমতার জোরে সহজেই দুর্নীতির পথে সমাজের কেউকেটা হয়ে ওঠা সম্ভব, আমাদের চারধারে তাকালে এই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে বলা যেতে পৃথিবীর সেরা তিন ক্ষমতাবান ও অর্থবান মানুষের কথা। ৪২,০০০ কোটি ডলারের মালিক ইলন মাস্ক বিশ্বের এক নম্বর ধনী ব্যক্তি। এবং বিপুল ক্ষমতার আসনে তিনি বসে রয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে অ্যামাজনের এগ্‌জিকিউটিভ চেয়ারম্যান, ২৬,৬০০ কোটি ডলারের অধীশ্বর জেফ বেজোস। আর তৃতীয় স্থানে ২৪,২০০ কোটি ডলারের লাগাম হাতে মেটা-র কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ। তবে এরা সকলে সঠিক পথেই হেঁটে তবে এত এগিয়েছেন। তারা কখনই অর্থ উপার্জনের জন্য হাসতে-হাসতে বিক্রি নষ্ট বেবিফুড, নকল মিনারেল ওয়াটার, স্যান্ডউইচে মেশাবেন মরা কুকুরের মাংস বিক্রি করেননি। যেমন ধরা পড়েছিল কলকাতায়। অর্থ ও ক্ষমতার লোভ আমাদের নীচতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জাল ওষুধে ভরে গিয়েছে আমাদের ওষুধের বাজার। ডাক্তার 'প্রয়োজনীয় ওষুধ লিখছেন। আমরা ওষুধের দোকান থেকে ওষুধই কিনে আনছি। কিন্তু সেই ওষুধ আসলে ভুসি মাল। ভিতরের মালমশলা নকল। কারণ কিছু মানুষ প্রতিদিন বেছে নিচ্ছে নকল ওষুধ বিক্রি করে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছেটাকে বানিযে তুলছেন। এটাকে কি বলা যেতে পারে, শয়তানি। অন্যের ক্ষতি করে নিজের আখের গোছানো। এভাবে কি আর কেউ রাতারাতি বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিছুদিন আগের কথা- বড়বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে জাল ওষুধের দেখা পেয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। এবার দেখা যাচ্ছে কলকাতার অনেকটা জুড়ে নকল ওষুধের কারবার জাঁকিয়ে বসেছে- বাগড়ি মার্কেট, গান্ধী কমপ্লেক্স, মেহেতা বিল্ডিং, যেখানেই ওষুধের আড়ত, সেখানেই নকল ওষুধের ছড়াছড়ি চোখে পড়েছে। অম্বলের ওষুধ, যা বাঙালি চোখ বুজে মুড়িমুড়কির মতো খায়, তারও আসল-নকল চেনার কোন উপায় নেই। বিশ্বের সব দেশেই কিছু না কিছু দুর্নীতি আছে। বিশেষ করে ধনী দেশে। কিন্তু কি করা যাবে। সাধারণ মানুষ কিছুই করতে পারবেন না। কারণ তাদের হাতে অর্থও নেই ক্ষমতাও নেই। পোকার মতো পট পট মরতে হবে তাদের। কিন্তু এই পাপের একটা শেষ রয়েছে। কিন্তু তা যে কোথায় তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কারণ সরষের মধ্যেই যে ভুত ঢুকে থাকে। তাকে খুঁজে বের করার মতো ক্ষমতা বা সাহস কারু রয়েছে বলে মনে হয় না। আমরা সকলেই কমবেশি দোষী। তাই সকলকে নিয়ে পথে নামা ছাড়া আমাদের উপায় নেই বলেই মনে হচ্ছে।

শুধু পড়াশুনা

কোনও একটা সময়ে বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভোর হতে-না-হতে আবার সন্ধ্যে হতে না হতেই পড়তে বসত। তখনও বাঙালির যৌথ পরিবার ছিল। সুতরাং বাড়িতে ছোটদের শাসনে রাখার মতো কাকা-কাকি, জ্যাঠা-জেঠির অভাব ছিল না সেই সময়। কারম তখন সকলেই ছিলেন এক। সকাল-সন্ধে ছোটদের বই নিয়ে বসতে হতো। এখন তা দেখা যায় না। কারণ কি বলতে পারেন। কারণ বেশির ভাগ বাঙালির সংসার বলতে একা একা থাকা। ফ্ল্যাটবাড়িতে বাবা-মা আর দু'-একটি সন্তান। ব্যস এই নিয়ে তাদের জগৎ। আর বাবা-মা দু'জনেই যদি রোজগেরে হন, তাহলে কথাই নেই। পড়া শুনা উচ্ছন্নে দিয়ে মোবালি নিয়ে বসে যাওয়া। যেন পৃথিবীর সমস্ত খবর তার জানা শুধু পড়াশুনা ছাড়া। বারন করতে গেলে তাদের রাগ হয়। হয় বলবে খাব না। নয় তো বলবে চলে যাব। তাই স্পষ্ট করে বলা যায়, ভোরবেলা আর সন্ধেবেলা বইখাতা নিয়ে বসার চল প্রায় উঠেই গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেই মা-বাবা জানাচ্ছেন, ' সবে উঠল। কিছুতেই উঠতে চায় না।' ততক্ষণে ছাত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক বললেন, 'সামনেই সিবিএসসি পরীক্ষা। এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে হবে না। ভোরবেলায় যতটা পারো সময় দাও লেখাপড়ায়। আর আগামী কিছুদিন মোবাইল ঘাঁটা একদম বন্ধ রাখো। তুমি কিন্তু দু'-একটা বিষয়ে অন্যদের থেকে পিছিয়ে আছ! কিন্তু কে কার কথা শোনে। তারা যে কে সেই। মা-বাবা চাইছেন,
রেজাল্ট কিন্তু ভাল করতেই হবে। আর তার জন্য দরকার লেখাপড়াকে আরও অনেক বেশি সময় দেওয়া। ভোরে উঠেই মোবাইল নয়। এই কথাটা মনে রেখো। লেখাপড়ার বেস্ট টাইম ভোরে। অতএব, ভরে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসতেই হবে।' এভাবে পড়া শুনা না করলে কেউ পাশ করতে পারবে না। পাশ না করলে ভবিষ্যতে কিছুই হবে। কিন্তু কেউ কথা শোনে না। স্কুল থেকে বার বার সমন আসে। অভিভাবকরা যান মাথা নিচু করে সব অভিযোগ শুনে চলে আসেন। কি করবেন। তাই এই সমস্ত পড়ায় মন না বসা ছোটো ছেলে মেয়েদের বিষয়ে ভাবতে হবে। তাদের পড়ায় মন বসানোর জন্য কিছু একটা করতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

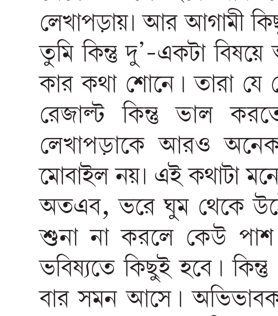

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়,কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না সরল ব্যাক্তি উদ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মত। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুরের কয়েকটি অসাধারণ বাণী। প্রকৃত পক্ষে এত বছর আগে বলে গেলেও, এই বাণীগুলির প্রতিটি কথাও আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রত্যেকের জীবন বদলে দিতে পারে এই সব কথা। জেনে নিন সেগুলি। মন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, ' শান্ত করতে হলে, তোমার কাছে যা আছে তার জন্য ঈশ্বরকে মন থেকে ধন্যবাদ জানাও, তার সঙ্গে প্রেমের বন্ধন তৈরি কর দেখবে মনের অশান্তি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।' ' ব্যক্তি কোন স্বার্থ ছাড়াই অন্যের জন্য কাজ করেন, ঈশ্বর তাঁর সর্বদাই মঙ্গল করে থাকেন।' এমনই বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে? অভিজ্ঞতা একটি কঠিন শিক্ষক, সে প্রথমে তোমার পরীক্ষা নেয় এবং পরে তার পাঠ দেয়। লোভী মানুষের মন অনেকটা নর্দমায় বেড়ে ওঠা কীটের মত, তাকে যতই ভাল যায়গায় রাখো না কেন, সে তো ফিরে নর্দমাতে যাবেই। যদি তুমি মনের মধ্যে অহংকার কালো মেঘ পুষে রাখো, স্বয়ং ঈশ্বরও আলোর পথ দেখাতে পারবে না।

আজকে গোটা বিশ্ব নানা রকম সমস্যার জর্জরিত
ভারতই আগামি দিনে নয়া বিশ্ব রচনা করার পথ তৈরি করতে থাকবে

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখন একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার. তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসেপ্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। জি-২০ সম্মেলন ব্যর্থ হবে যদি এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা না যায়। তাহলে এত টাকা ব্যয় করে সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম াচহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে জি-২০ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব স্টেট সেক্রেটারি. উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করেপ্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনীতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভযাবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে হাতিয়ার করে এখন অস্ত্রের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি । এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে। উস্কানি অস্ত্র বিরোধী আইনপ্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এগিয়ে আসার খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এড়িয়ে

যেভাবে শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারত কাউকে সরাসরি বলতে পারছে না যুদ্ধ থামান। কারণ এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথায় কান দেবে না। তারা নেটোর নেতাদের কথায় কান দেবে। যারা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ করে তাদের কথায় কান দেবে। পৃথিবীতে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে সব অস্ত্র কারখানাগুলি তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। অস্ত্র উৎপাদন তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে বহু রাষ্ট্রকে ভিক্ষার থালা নিয়ে গুরে বেড়াতে হবে দ্বারে দ্বারে। শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করার প্রবণতা একন এই সব শক্তিশালী দেশগুলির মনের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দেশ যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাা করছে। সেই সব শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। এদেরকে থামানো সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নেতারা অস্ত্র সরবরাহ করার আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যুদ্ধ থমবে না। জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোখ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যুদ্ধকে পাশে রেখে শান্তির কথা বলা যায় না। আর্থিক উন্নয়নের কথা বলা যায় না। সমস্যার সমাধানের সূত্র বের করা যায় না। কবে যুদ্ধ থামবে তার কোনও উত্তর কেউ দিতে পারছে না। সবাই মুখ বন্ধ করে রয়েছে। একমাত্র ভারত বলতে পেরেছে, এটা যুদ্ধের সময় নয়। বাংলাদেশেরপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহু দেশ আজকে সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। বহু দেশের বাসিঃদারা আজকে অনাহারে থাকছে। মানবাধিকার. লঙ্ঘিত হতে শুরু করেছে। তার সমাধান করার কোনও পথ তৈরি করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃত্রিম চাহিদার. সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে প্রতি পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনঃদিন জীবনে। বিশ্বের কোনও মানুষ আজকে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারছে না। তারা সবাই আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। খাদ্যে আক্রান্ত হচ্ছে। বসবাসস্থান না পাওয়ার ফলে মানসিক আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। সুস্থ নাগরিক জীবন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে সবাই সচেষ্ট হলেও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি শুধু মাত্র রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে একের পর এক সমস্যার সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করছে। তার সমাধান করা ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তার ফলে আজকে গোটা বিশ্ব নানা রকম সমস্যার জর্জরিত। এর হাত থেকে মুক্তি পেতেই জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন। সেই লক্ষ্য রেখে ভারত এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে সব কিছুর. সমাধান করার পথ তৈরি করা দিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। জি-২০ সম্মেলনে ভারত পথ দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতই আগামি দিনে নয়া বিশ্ব রচনা করার পথ তৈরি করতে থাকবে।

কেদারনাথ ধাম হিমালয়ে অবস্থিত, এই মন্দিরের নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে
শিব এখানে ত্রিকোণ আকৃতি রূপেই ভক্তদের কাছে বিরাজমান

ভারতের বিখ্যাত তীর্থযাত্রাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হল কেদারনাথ। আমরা সকলেই জানি উত্তরাখণ্ড রাজ্যটি দেবরাজ্য হিসেবে পরিচিত। নানান বর্ণময়তার সাক্ষী এই দেবরাজ্যেকে মন্দির রাজ্য হিসেবে ও অভিহিত করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫৮৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত কেদারনাথ মন্দির। এই কেদারনাথ শহরটি মূলত উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত। কেদারনাথ মূলত চার ধাম যাত্রার (বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী) অন্তর্ভূক্ত। মহাভারত অনুসারে জানা যায়, একদা পাণ্ডবরা ভগবান শিবকে তুষ্ট করার জন্য কেদারনাথ মন্দির নির্মাণ করেন। শোনা যায়, ৮ম শতকে হিন্দু দার্শনিক আদি শঙ্করাচার্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো - ২০১৩ সালে বিধ্বংসী বন্যায় কেদারনাথ শহরের প্রচুর ক্ষতি হলেও মন্দিরের কোনও রকম ক্ষতি হয়নি। পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাভারত যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা শিবের আর্শীবাদ প্রাপ্তির জন্য যাত্রা শুরু করেন। যাত্রাপথে বহুবার বাঁধা আসার পর ষাঁড়ের বেশে শিব ভীমকে দর্শন দেন।
এরপর ভীম ষাঁড় বেশধারী শিবকে ধরার জন্য তার গদার সাহায্যে সেই ষাঁড়কে আঘাত করেন। আঘাত হওয়ার পর সেই ষাঁড়ের দেহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । ধার্মিকদের বিশ্বাস এই ষাঁড়ের পশ্চাৎ অংশ রূপেই কেদারনাথ মন্দিরে ভগবান শিব স্থাপিত আছেন । মনে করা হয় ভগবানের এই রূপদর্শনের ফলেই পান্ডবদের পাপ মুক্তি ঘটে । ভগবান শিব সেই সময় পাণ্ডবদের বলেছিলেন তিনি ত্রিকোণ আকৃতি রূপেই ভক্তদের কাছে বিরাজমান থাকবেন। সেই কারণেই আজও কেদারনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহে ত্রিকোণ আকৃতি রূপেই মহাদেব বিরাজিত আছেন । শিব বেশধারী ষাঁড় ভীমের গদার আঘাতে মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত হন । কেদারনাথ ছাড়াও বাকী শিবলিঙ্গ গুলি হল - তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, মদমহেশ্বর, কল্পেশ্বর, যা পঞ্চকেদার নামেও পরিচিত। কেদারনাথ হলেন চারধাম যাত্রার অন্যতম প্রধান যাত্রা । সম্পূর্ণ চারধাম যাত্রা যেমন হিন্দু ধর্মপ্রাণ মানুষকে পুন্য দান করে, একই সাথে প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপ্রিয় মানুষকে পরিতৃপ্তি এনে দেয়। এই মন্দিরটি প্রতি বছর বৈশাখ মাসে দর্শণার্থীদের জন্য খোলা হয় এবং কার্তিক মাসের প্রথম দিনে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শীতকালীন সময়টা ভগবান কেদারনাথকে উখিমঠে স্থাপন করা হয়। তবে তুষারাবৃত হিমালয়ের কোলে এবং মন্দাকিনী নদী তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত এই মন্দির এবং পরিবেশের সান্নিধ্য যে কোনও মানুষকে মুগ্ধ করবেই। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথের দূরত্ব প্রায় ১৬ কিমি। এখানে থেকে আপনি ট্রেকিং করে ঘো।ায় এমনকি হেলিকাপ্টারের সাহায্যে ও মঃিদরে পৌঁছে পারেন। কেদারনাথ ভ্রমণের জন্য মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়টাই ভ্রমণের জন্য আদর্শ।
কলকাতা থেকে বিমানে চেপে

প্রথমে পৌঁছে যান দেরাদুনের জলি গ্রান্ট বিমানবন্দর । সেখান থেকে ৫ ঘণ্টার দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছে যান গৌরীকুণ্ড । গৌরীকুণ্ড থেকে পৌঁছে যান কেদারনাথের উদ্দেশ্যে। ট্রেনে - হাওড়া থেকে ট্রেনে ধরে পৌঁছে যান হরিদ্বার। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে যান গুপ্তকাশী । এরপর গুপ্তকাশী থেকে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান সোনপ্রয়াগ অথবা গৌরীকুণ্ড। একদিন গৌরীকুণ্ডে রাত্রিবাস করে পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ুন কেদারনাথ দর্শনে। গত বছর বিপুল পুণ্যার্থী হাজির হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছিল প্রশাসনকে। তাই এ বার রাজ্য পুলিশ এবং পর্যটন দফতর প্রতি দিনের পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে। কেদারনাথ ধামের দরজা খোলার পর সেখানে সস্ত্রীক হাজির হয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামী। প্রথম দিনই কেদারনাথ দর্শনে উপচে পড়ে ভিড়। তাপমাত্রা শূন্য থেকে ৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেই ঠান্ডা উপেক্ষা করেই শয়ে শয়ে পুণ্যার্থী চারধাম দর্শনে ভিড় জমিয়েছেন। মন্দির চত্বরে অনেকে ভিডিয়ো, রিল বানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন। বিকেটিসির বক্তব্য, মন্দির চত্বরে এ ভাবে রিল তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় বহু মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগছে। ইদানিং সময়ের এই অনুশীলন ভাঙতে কঠোর হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। মন্দির চত্বরে কোনও ভিডিয়ো বা রিল বানালেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে সতর্কবার্তা দিল উত্তরাখণ্ড পুলিশ। কেদারনাথ মন্দির চত্বরে রিল বানানোর একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ধর্মীয় স্থানে এই ধরনের কাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছেন বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ (বিকেটিসি)।মন্দির চত্বরে অনেকেই ভিডিয়ো, রিল বানাচ্ছেন এবং তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন। বিকেটিসি-র বক্তব্য, মন্দির চত্বরে এ ভাবে ভিডিয়ো বা রিল তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় বহু মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগছে। তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, এ কথা জানিয়ে রাজ্য পুলিশকে চিঠি দিয়েছে বিকেটিসি। মঃিদর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কেদারনাথ মঃিদর চত্বরে কোনও ভিডিয়ো বা রিল বানানো যাবে না। কড়া নজরদারি চালানো হবে। এই ধরনের কাজ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভিডিয়ো বা রিল বানালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। কয়েক দিন আগে নতুন একটি বিতর্ক তৈরি করা হয়, কেদারনাথের প্রধান পুরোহিত শিব শঙ্কর লিঙ্গের কথায়, 'কেদারনাথ ধাম হিমালয়ে অবস্থিত। এই মন্দিরের নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও দিল্লি গিয়ে কেদারনাথ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। কেদারনাথ মন্দিরের গুরুত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে। এর ধার্মিকতা নষ্ট করা উচিত নয়।' কেদারঘাটির সীতাপুরে কেদারঘাটি হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ব্যবসায়ীরাও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রেম গোস্বামী বলেন, 'দিল্লিতে কেদারনাথের প্রতীকী মন্দির নির্মাণের ঘোষণার কারণে কেদারঘাটির মানুষের মধ্যে় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ধামি সরকারের ভুল নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সরকার কেদারঘাটির জনগণের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

আমেরিকা কোন ভারতীয় পণ্যে শুল্ক চাপাবে? মৌনব্রতে কেন্দ্র
ট্রাম্পের তুঘলকি কার্যকলাপে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে

ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত সমস্ত আমদানি করা গাড়ির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েই দিলেন। ছোট গাড়ি, ছোট ট্রাক ছাড়াও গাড়ির যন্ত্রাংশের উপর এই শুল্ক প্রযোজ্য। আমেরিকায় গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের জোগান আসে মূলত মেক্সিকো, কানাডা, জার্মানি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে এই সবক'টি দেশই প্রবল ক্ষুব্ধ। তারা পাল্টা মার্কিন পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছে। গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ আমদানির উপর আমেরিকার এই বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হবে ৩ এপ্রিল থেকে। ভারতও আমেরিকায় গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ রফতানি করে। কিন্তু আমেরিকার গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের বাজারে ভারতীয় কোম্পানিগুলির অংশীদারিত্ব খুবই কম। কোন-কোন ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক চাপবে তা জানা যাবে ২ এপ্রিল। মার্কিন শুল্কের আশঙ্কায় উদ্বেগে ভারতের বণিকমহল। ভারত বিদেশের বাজারে যেটুকু পণ্য রফতানি করে, তার বড় অংশই যায় আমেরিকায়। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে আমেরিকার ঘাটতি রয়েছে। যে-যে দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে সেইসব দেশের পণ্য আমদানির উপর চড়া হারে শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন বাজারে পণ্য রফতানি উপর যাদের অর্থনীতি কিছুটা হলেও নির্ভরশীল, তারা প্রত্যেকেই ট্রাম্পের তুঘলকি কার্যকলাপে ক্ষতির আশঙ্কা করছে। যেমন- গাড়ির যন্ত্রাংশের উপর ট্রাম্পের ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তে বিপন্ন বোধ করছে কানাডা। কানাডা মনে করছে, মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্তে কানাডায় বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। বহু লোক কাজ হারাবে। কানাডা হুমকি দিচ্ছে, তারাও ছেড়ে কথা বলবে না। একই প্রতিক্রিয়া জাপান ও জার্মান সরকারের। এই দু'-দেশের গাড়ি আমেরিকায় দাপিয়ে বেড়ায়। হঠাৎ তার বিক্রি কমে গেলে জাপান ও জার্মানির বহু গাড়ি কোম্পানি রুগ্‌ণ হয়ে যাবে। একই অবস্থা দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তারাও পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার কেন নিশ্চুপ রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংসদে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। তারা বলছে, ২ এপ্রিল আসতে দেরি নেই, কিন্তু মোদি সরকারের কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বিষয়টি নিয়ে সরকার সংসদকে কিছু অবহিত করেনি। বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনাও করেনি। বিরোধীদের সমালোচনা, তারা জানতে পারছে না, সরকারের হাতে কোনও তাস রয়েছে কি না। সরকার সবাইকে অন্ধকারে রেখেছে। অথচ এই শুল্কের পরিণাম দেশের অর্থনীতির পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। এমনিতেই চাহিদার অভাবে দেশের অর্থনীতি কয়েক বছর ধরে ধুঁকছে। তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাণিজ্য ধাক্কা খেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সব দেশের সরকারই বিরোধীদের বিশ্বাসের জায়গায় নেয়। বিরোধীদের পরামর্শ গ্রহণ করে। পাল্টা কৌশল রচনা করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেন্দ্রের উচিত দ্রুত এ ব্যাপারে যাবতীয় সংশয়ের নিরসন করা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আঘাতে ঘায়েল ভারত। তথাপি ফের নরেন্দ্র মোদি-বন্দনা ট্রাম্পের মুখে। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমার 'ভালো বন্ধু'। তিনি 'খুব স্মার্ট মানুষ'। যদিও ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলে পারস্পারিক কর চাপানোর সিদ্ধান্তে অটল মার্কিন প্রশাসন। পাশাপাশি ভারতকে 'শুল্কের রাজা' বলেও কটাক্ষ করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টে র দাবি, দুই দেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় ইতিবাচক ফল হবে। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্প্রতি (আমেরিকায়) এসেছিলেন, আমরা সব সময়ই খুব ভালো বন্ধু। এরপরেই খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ভারত বিশ্বের সর্বোচ্চ হারে শুল্ক আদায় করা দেশগুলির মধ্যে একটি। সঙ্গে জোড়েন, তিনি খুব স্মার্ট মানুষ। আমাদের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমি মনে করি, ভারত ও আমাদের দেশের জন্য এর ফলাফল খুব ভালো হবে। উল্লেখ্য, আগামী ২ এপ্রিল থেকে ভারত-সহ একাধিক দেশের রপ্তানিজাত পণ্যের উপর চড়া হারে পারস্পারিক শুল্ক আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ঠিক তার আগে মোদির প্রশংসা করেও নিজের নীতি থেকে সরলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিন ট্রাম্প বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। কিন্তু একমাত্র সমস্যা হল তারা বিশ্বের সর্বোচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা দেশগুলির মধ্যে একটি। আমি মনে করি, তারা শুল্ক কমাবে। তবে ২ এপ্রিল থেকে আমরাও তাদের উপর সেই শুল্ক ধার্য করব, যা তারা আমাদের পণ্যে বসাবে। এখানেই না থেমে, ভারতের বাণিজ্য নীতির নিন্দা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, আপনি ভারতে কিছু বিক্রি করতে পারবেন না, যেন অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে! বিষয়টা তারাও (মোদি সরকার) মেনে নিয়েছে। এখন অবশ্য শুল্ক কমানো শুরু করেছে তারা। কারণ এতদিনে কেউ তাদের (অন্যায়) কাজকে সকলের চোখের সামনে এনে দিয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে প্রতিনিধি স্তরে বাণিজ্য-বৈঠক হয়েছে। দুই দেশ নিজেদের স্বার্থরক্ষা করেও পারস্পারিক এক্যমত্যে পৌঁছানোর বিষয়ে রাজি হয়েছে।

সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে চন্দ্রকোণার নবকুঞ্জ মেলা

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোণা, ৩১ মার্চ ঃ ২৬ -র ভোটের আগে দেওয়ালে দেওয়ালে রাজ্যের যুযুধান দুই দলের কেউ হিন্দু হিন্দু ভাই আবার কেউ হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই স্লোগান তুলে ধর্মযুদ্ধে নেমেছে। অপরদিকে দেশে মাঝে মধ্যেই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বিভাজনের ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে। এসবের ঊর্ধ্বে উঠে বছরের পর বছর এক অনন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে চন্দ্রকোণার নবকুঞ্জ মেলা। ১৩৫৭ সালে গোপেশ্বর গোস্বামীর হাত ধরে মেলার স্থাপনা। ৯টি বেদি সম্বলিত নবকুঞ্জ স্বীকৃত। এটিই চন্দ্রকোণার পুরনো ঐতিহ্যর মেলা। কথিত আছে, তৎকালীন সময়ে চন্দ্রকোণায় চন্দ্রকেতু রাজার রাজত্ব ছিল, এই চন্দ্রকেতু রাজার গুরুদেব ছিলেন প্রেম সখী গোস্বামী। রাজার গুরুদেব প্রেমসখী গোস্বামীর আদেশানুসারে বর্তমান নবকুঞ্জতলায় একটি বটগাছের নীচে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছিল প্রেম সখী গোস্বামীকে। তারই বংশধরেরা ওই সমাধীস্থলকে ঘিরে মুর্তি স্থাপনা করেন এবং পুজো অর্জনাও শুরু করেন। গোঁসাই অর্থাৎ গোস্বামী পরিবারের বংশধর গোপেশ্বর গোস্বামী ওই সমাধিস্থলকে ঘিরে হরিনাম সংকীর্তন সহ ৯ টি বেদি করে প্রথম নবকুঞ্জ মেলার আয়োজন করেছিলেন। বর্তমানে এই মেলা প্রায় ৭৫ বছরে পদার্পন করেছে। চন্দ্রকোণা পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড নবকুঞ্জতলায় ন'দিন ব্যাপী চলে এই মেলা। মেলার বাঁধাধরা দিনক্ষন প্রতিবছর চৈত্র মাসের ১৩ তারিখ। ন'দিনই চলে হরিনাম সংকীর্তন। নানান দোকানের পসরা, নাগরদোলা সহ জমজমাট হয়ে উঠে মেলা। আর এই মেলা পরিচালনার জন্য ৪৫ জনের কমিটি রয়েছে, এই কমিটির সহ সম্পাদকের পদে রয়েছেন একজন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক সেখ জুম্মন আলি। সভাপতি পদে রয়েছেন মেলা প্রতিষ্টাতার বর্তমান পি ড়ি মনোরঞ্জন গোস্বামী, যদিও উনি বাইরে থাকেন, মেলা কদিন আসেন। সম্পাদকের পদে রয়েছেন প্রদীপ মাল। মূলতঃ মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যদের মতো জুম্মনবাবুকেও মুখ্য ভূমিকায় দেখে আসছেন এলাকার মানুষ। শুধু জুম্মনবাবুই নন মেলাতলা সংলগ্ন এলাকায় বসবাস মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরও, তারাও মেলায় স্বতঃস্ফুত ভাবে অংশগ্রহন করে এবং মেলায় যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্যনজর রাখে বলে জানান কমিটির সকল সদস্য। জুম্মনবাবু বরাবরই মেলা কমিটির সদস্য হিসাবে ছিলেন, প্রায় ১৫ বছর হল তিনি সহ সম্পাদকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলে আসছেন। মেলাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও, দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সুষ্ঠভাবে মেলা পরিচালনার জন্য অংশগ্রহন করে। জাতপাত ভুলে একেঅপরের পরামর্শ,উপদেশ, সম্প্রীতির চিন্তাভাবনায় এক একটা বছর ঐতিহ্যর এই মেলা জমজমাট হয়ে উঠে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে মেলা, সোমবার মেলার পঞ্চম দিন। মেলায় তৈরী করা কমিটির অনুসন্ধান অফিসে চোখ পড়লেই দেখা মিলবে মাইক্রোফোন হাতে সেখ জুম্মন আলি কমিটির বাকি সদস্যদের সাথে বসে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের সুষ্ঠ, শান্তিপুর্নভাবে মেলা দেখার জন্য বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন মাইকের মাধ্যমে। জুম্মন বাবু জানাচ্ছেন, কেবল আমি না আমার বাপ ঠাকুরদাও এই মেলার সাথে যুক্ত ছিলেন আর গোস্বামী তথা গোঁসাইদের শিষ্যের মতোই আমি। এই মেলায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ ভিড় জমান, দোকানের স্টলও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের থাকে। এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমার ভালো লাগে আমার উপর বর্তমানে মেলার সিংহভাগ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনটা যদি সর্বত্র হয়,এককথায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির চন্দ্রকোনার নবকুঞ্জ মেলা।

আরোপিত বেশ কয়েকটি শর্ত, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে গঠিত নয়া কমিটি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ মার্চ ঃ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে দাসপুরে নতুন করে আবারও কমিটি গঠন হল। কমিটির নাম ঘাটাল জল নিকাশী ও কৃষি-কৃষক স্বার্থরক্ষা কমিটি। এই কমিটি গঠন করলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তবে এর আগে মাস্টার প্ল্যান নিয়ে একটি কমিটি গঠন হয়েছে চন্দনেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটি। দাসপুরের বৈকুন্ঠপুর এলাকায় সভা করে গঠিত হয়েছে এই কমিটি। কমিটির কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন, বর্তমান ডিপিআর জন সমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অবিলম্বে সর্বদলীয় সভা করতে হবে। মাস্টার প্ল্যান বৈজ্ঞানিক ভাবে কার্যকরী করতে রূপনারায়ণ নদীর ড্রেসিং-সহ আরও বেশ কিছু দাবি রয়েছে তাঁদের। নতুন করে এই কমিটি গঠনে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক দল তৃণমূল। নতুন কমিটির দাবিতে সহমত এলাকার বিজেপির নেতৃত্বরা। এলাকার বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরা বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বহু আকাঙ্খিত একটা প্রজেক্টের জন্য আমরা বহু আন্দোলন করেছি। আমরা চাই মাস্টার প্ল্যান হোক, পরিকল্পনা কী আছে সেটা জানানো হলো না, অনেক এমন গণসংগঠন আছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন মাষ্টার প্ল্যানের জন্য। অন্যদিকে এই কমিটির অন্যতম সদস্য রঞ্জিত পাল বলেন, আমরা মাস্টার প্ল্যানের বিরোধিতা করছি না, বৈজ্ঞানিকভাবে মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত করতে হবে, প্রস্তাবিত যা ছিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার একার পক্ষে করা তা সম্ভব নয় কেন্দ্র সরকারের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়, জনসামক্ষে প্রকাশ করতে হবে ডিপিআর, কোন অফিসার সঠিকভাবে বলতে পারছেন না কীভাবে কাজ হবে। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি আশিস হুদাইত বলেন, দাসপুরের কেউ কেউ মান অভিমান করছেন, আমরা বোঝাচ্ছি তাঁদের।

যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত ঈদ, মহিলাদের পৃথক ঈদের নামাজ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চ ঃ আজ ঈদ। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকে ঈদের বিশেষ প্রার্থনায় সামিল হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। জেলার গ্রাম, শহর ও শহরতলিতে উৎসবের আমেজ। সেজে উঠেছে মসজিদ, ঈদ ময়দান প্রভৃতি এলাকাগুলি। ইতিমধ্যেই জেলায় ফিরেছেন প্রবাসে কর্মরতরা, ভিন রাজ্য ও ভিন দেশ থেকে ঘরে ফিরেছেন পরিযায়ী শ্রমিকেরাও। টানা একমাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস শেষে আজ থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ফিরবেন স্বাভাবিক জীবন যাপনে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রধান ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর একটি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও মর্যদা ও সম্ভ্রমের সাথে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে বিশেষ এই দিন। সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান থেকে শুরু করে জেলার বিশিষ্টরা। ঈদ বয়ে নিয়ে আসে সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বার্তা। অন্যদিকে, সোমবার মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতর। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে সব থেকে বড় দুই উৎসবের মধ্যে ইদ উল ফিতর অন্যতম। এই ঈদে পুরুষদের বাইরে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার রেওয়াজ থাকলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে তা বিরল। তবে মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে ৫০ বছর ধরে আলাদাভাবে জমায়েত করে ঈদের বিশেষ নামাজ পড়ে আসছেন এলাকার মহিলারা। গোরাবাজার বাগানপাড়ায় এবছরও শতাধিক মুসলমান মহিলা একত্রিত হন। সামিল হন ঈদের বিশেষ নামাজে। অন্যদিকে জেলার ইসলামপুর, ডোমকল, জঙ্গীপুর, কান্দি প্রভৃতি এলাকাতেও মহিলারা পৃথক ভাবে ঈদের নামাজের আয়োজন করেছিলেন।

'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬ বিজেপিকে চাই', পোস্টার দুর্গাপুরে! তুঙ্গে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩১ মার্চ ঃ 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬ বিজেপিকে চাই', রাতের অন্ধকারে এমনই ব্যানার পড়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের চন্ডীদাস বাজারে। সোমবার থেকে এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। ক্ষমতা থাকলে দিনের আলোয় এই পোস্টার লাগিয়ে দেখাক বলে বিজেপিকে পাল্টা হুঁশিয়ারি তৃণমূলের। ওদিকে বিজেপির পালটা তোপ, অশান্তি লাগানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল, তারই প্রতিবাদে এই আন্দোলনে নেমেছে সাধারণ মানুষ। দুর্গাপুরের চন্ডীদাস বাজারে 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬ বিজেপিকে চাই' লেখা একাধিক ব্যানার দেখা যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির তরফ থেকে এইরকমই পোস্টার এবং ব্যানার লাগাতে দেখা গেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমনই স্লোগান উঠেছে বিজেপির মিছিলে। যাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড় তৈরি হয়েছে। তবে দুর্গাপুরে চন্ডীদাস বাজারে কে বা কারা এই ব্যানার লাগালো তা এখনও যদিও ধোঁয়াশার মধ্যেই রযেছে। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সুজিত মুখোপাধ্যায় বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে থামানো যায় না। ওরা যতই বলুক হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই ২৬ বিজেপিকে চায়, যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে দিনের আলোয় এইসব ব্যানার দিয়ে দেখাক। তৃণমূল হিন্দু মুসলিম সহ সমস্ত জাতিকে সম্মান দেয়। আর বিজেপি ২৬ হারবে জেনে এইসব কাজ করছে। পাল্টা বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে অশান্তি লাগানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। তারই প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে নেমেছে। আর সুজিতবাবুরা যে বলছেন প্রকাশ্য দিবালোকের কথা, ওনার যদি মনে হয় তাহলে আমরা কালকেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ওনার এলাকাতে গিয়ে এই পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে আসব। সারা রাজ্যজুড়ে এই পোস্টার পড়ছে। মানুষ চাইছে ২০২৬-এ তৃণমূলকে বিদায় করতে। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অভিজিত দত্ত বলেন, বাংলায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেজন্যই হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। তাই হিন্দু হিন্দু ভাই - ভাই ২৬ বিজেপিকে চাই লেখা পোস্টার পড়ছে বাংলার সর্বত্রে। আর এখানেও সেই রকমই পোস্টার পড়েছে। তবে কে বা কারা দিয়েছে সেটা আমার জানা নেই।

১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে ১৭ তলা সরকারি বিল্ডিং

আগরতলা, ৩১ মার্চ ঃ ১৩৩ কোটি টাকা খরচ করে রাজধানী আগরতলার গুর্খাবস্তি এলাকায় ১৭তলা উঁচু দালান নির্মাণের কাজ চলছে। সরকারি এই দালান ভবনটির নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ছিলন। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাদের অফিসগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আবার কিছু কিছু অফিসের বিল্ডিংগুলি বেশ পুরনো হয়ে গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন অফিসের কর্ম পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে যে অফিস বিল্ডিং বরাদ্দ করা হয়েছে এগুলিতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করে রাজ্য সরকার রাজধানীর গুর্খাবস্তি এলাকায় ১৭ তলা বিশিষ্ট দালান নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এই বিল্ডিংটি নির্মাণ হলে এক ছাদের তলায় চলে আসবে প্রায় প্রতিটি দপ্তরের অধিকর্তাদের অফিস। এর ফলে একদিকে যেমন কাজে গতি আসবে, সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা নির্মীয়মান এই বিল্ডিংটি পরিদর্শন করেন। এই সময় বিভিন্ন আধিকারিকরা সরেজমিনে এবং মানচিত্রের মধ্যে অত্যাধুনিক দালানের কোথায় কি থাকবে তা বুঝিয়ে দেখান মুখ্যমন্ত্রীকে। পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা রাজ্য সর্বোচ্চ ভূমিকম্প প্রবন এলাকাগুলির মধ্যে একটি। তাই নতুন যে ১৭ তলা উঁচু দালান নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে তাতে ভূমিকম্পরোধক ও নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা গুরুত্ব সহকারে রাখা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া শহরের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভবনটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ভবনের নির্মাণ খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটি ত্রিপুরার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রথম দালান হবে। এই দালানটিতে চারটি লিফ্‌ট, ৪০০ আসন বিশিষ্ট সভাকক্ষ সহ আরো অনেক সুবিধা থাকবে। পরিবেশ রক্ষার বিষযটি চিন্তা করে এই বিল্ডিং এর বিভিন্ন তলায় নানা কাজে যে জল ব্যবহার করা হবে তা রিসাইকেল করে বাগান পরিচর্যার কাজে লাগানো হবে। সব মিলিয়ে এটি ত্রিপুরার জন্য নতুন এক মাইলফলক হবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আইপিএলে বেটিং চক্রের হদিশ, ফারাক্কায় বাড়িতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার ৯

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ৩১ মার্চ ঃ চলছে আইপিএল। তারই মাঝে দেশজুড়ে সক্রিয় বেটিং চক্র। এবার দুর্নীতির বড়সড় পর্দাফাঁস করল ফারাক্কা থানার পুলিশ। অভিযোগ, ফারাক্কাতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছত্তিশগড়ের ৯ জন বাসিন্দা বেটিং অনলাইন বেটিং চালাত। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৩২ টি মোবাইল, ৫টি ল্যাপটপ, একাধিক সিমকার্ড। অনলাইন লেনদেনের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতরা সকলেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। ফারাক্কা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, বল্লালপুর এলাকায় মুস্তাকিম শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেই রমরমিয়ে চলছিল আইপিএল বেটিং চক্র। সেখানে হানা দেয় ফারাক্কা থানার পুলিশ। হাতেনাতে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সনৎ জাঙ্গেল, ফারহাজ সেখ, ওয়াসিম, রাহুল দেওয়ানগন, দিকেশ কুমার, লালতা প্রজাপতি, রোহন অ্যান্টনি, চন্দন সোনয়ানি, অমিত লোটারে। ধৃতরা ছত্তিশগড় এলাকার বাসিন্দা বলেই জানা গেছে। যার বাড়িতে বসে বেটিং চক্র চলছিল, সেই মুস্তাকিম শেখের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সে কিষাণ সেলের সভাপতি বলেই খবর। তার খোঁজে চলছে জোর তল্লাশি। এদিকে, ধৃতদের কাছ থেকে ৩২ টি মোবাইল, ৫ টি ল্যাপটপ এবং প্রচুর সংখ্যক সিমকার্ড পাওয়া গেছে। একাধিকবার অনলাইনে লেনদেনে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই সংক্রান্ত নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত ৯ জনকেই জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদেই নানা তথ্য পাওয়া যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের।

বেলুনে চেপে সোজা আকাশে, সেখান থেকেই মিলবে পাহাড় দর্শন

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং, ৩১ মার্চ ঃ এবার আপনার ভ্রমণকে আরও বেশি দর্শনীয় এবং অ্যাডভেঞ্চার করে তুলবে হট এয়ার বেলুন রাইড। শুধু প্রাপ্তবয়স্করা নয়, শিশুরাও এই অ্যাডভেঞ্চার রাইডের মজা নিতে পারবে। আকাশে পাখির মতো উড়তে উড়তে হট এয়ার বেলুন থেকে সবুজ ঘেরা পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য দেখার মজাটাই আলাদা। তবে এবার এর জন্য আর

দূরে যেতে হবে না ভ্রমণপ্রেমীদের সব থেকে পছন্দের জায়গা কালিম্পংয়ের রেল্লি- তে শুরু হতে চলেছে এই হট এয়ার বেলুন রাইড। সারাবছর জুড়েই রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং, জিপ লাইন, মাউন্টেন বাইকিং, ট্রেকিং সহ আরো বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার এক্টিভিটিসের মজা নিতে পাহাড়ে ছুটে আসে অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীরা। বর্তমানে আরামপ্রিয় ভ্রমণের পাশাপাশি এই অ্যাডভেঞ্চারাস ভ্রমণ করতে সকলেই বেশ পছন্দ করে। সে অর্থেই বাকি সব অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস এর থেকে একদম আলাদা ভিন্ন স্বাদের এই হট এয়ার বেলুন রাইডের কথা তো সবাই শুনেছেন।

কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের জেরে ফাটল পরপর বাড়িতে, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩১ মার্চ ঃ ইসিএলের কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের জেরে ধসে পড়ল বাড়ির সীমানার পাঁচিল। এমনই অভিযোগ তুললেন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সদস্যরা। জামুরিয়ায় ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার নর্থ সিয়ারশোল খোলামুখ খনির ঘটনা। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, নর্থ সিয়ারশোল খোলামুখ খনিতে কয়লা উত্তোলন হচ্ছিল। যার জন্য বিস্ফোরণের জেরে কম্পন অনুভূত হয় বাড়িতে। এমনকী, বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। তবে এবারেরও বিস্ফোরণের জেরে বাড়ির সীমানার পাঁচিল ধসে পড়ে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ইসিএলের আধিকারিকরা। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকদের দাবি, পুনরায় যাতে এই ধরনের না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমনকী, কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা। এলাকাবাসী বিশ্বজিত দাস বলেন, ওরা ওইখানে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। যার কারণে ঘর-বাড়িতে কম্পন হচ্ছে। এই বিষয়ে বহুবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে লিখিত দিয়েছি। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। তারপর আবার যে কে সেই একই কাজ করছে। বেশি-বেশি বারুদ ফাটানো হচ্ছে। এই এলাকার প্রায় পঞ্চাশটি ঘরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ্রামের খেলা নিয়েই দু'দলের সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মার্চ ঃ গ্রামে খেলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। একে অপরকে লক্ষ্য করে ব্যাপক ইট বৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ। বাঁশ দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। একে অপরের সঙ্গে মারধর করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ি থানার কেন্দুয়া পঞ্চায়েতের গোপালপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার খেলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় শেখ জালালউদ্দিন গোষ্ঠীর লোকজনের সাথে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রওসানাড়া বিবির লোকজনের অশান্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই রওসানাড়া বিবি সিউড়ি ২ ব্লকেল সভাপতি নুরুল ইসলামের অনুগামী। জানা গিয়েছে, এক পক্ষের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের লোকজন রওসানাড়া বিবির লোকজন অন্য গোষ্ঠীর উপর চড়াও হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, পঞ্চায়েত সদস্য এলাকায় যে কোন সরকারি কাজে টাকা নিচ্ছে। তাই অপরগোষ্ঠী প্রতিবাদ করায় এই বুথ পরিচলনার জন্য কমিটি তৈরি করা হয়। তার জন্যই পঞ্চায়েত সদস্যার লোকজন এসে অশান্তি করেছে। মারধর করেছে। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যার লোকজনের পাল্টা দাবি, ওই পক্ষের লোকজন ইচ্ছা করে অশান্তি পাকাচ্ছে। ওই পক্ষের লোকজনই বরং এসে মারধর ভাঙচুর করেছে। নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছড়িয়ে পড়ে সে কারণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিউড়ি থানার বিশাল বাহিনী। ঘটনাই ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি আহত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককেই সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, যদিও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

টিয়া বনে দাবানল, ছুটোছুটি হাতির পালের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ সোমবার দুপুরে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের টিয়া বনের জঙ্গলে ঝড়া পাতায় আগুন লক্ষ্য করে স্থানীয়রা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান চালসা পরিবেশ কর্মী সুমন চৌধুরী সহ অন্যান্য পরিবেশ কর্মী এবং বন বিভাগের খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা , বিকেলে হওয়ার গতি বাড়তেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পরতে থাকে টিয়া বনের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পরিবেশ কর্মী সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন শুকনো পাতা ভরে থাকে এই সময় জঙ্গল এবং জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অবাধ যাতায়াত করার সুবিধে থাকায় অনেকেই সজাগ থাকেন না এই বিষয়টি নিয়ে। জ্বলন্ত সিগারেট - বিড়ি থেকেই মূলতঃ প্রতিবছর এই আগুনের উৎপত্তি হচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে সচেতনতা মূলক প্রচার করার পরেও নিষ্ঠার নেই এই সমস্যা থেকে। অপরদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত চাপরামারি বন্য প্রাণ শাখার জঙ্গলে গতকাল রাতে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল পথচলতি মানুষ, এদিকে সোমবার দুপুরে সেই চাপরামারি জঙ্গল ছেড়ে এক পাল জংলী হাতি খুনিয়া মোড় সংলগ্ন এলাকা দিয়ে পানঝোড়া জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেখা গেছে।

সোনার চেন ছিনতাইয়ের চেষ্টা, ধৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, মেখলিগঞ্জ, ৩১ মার্চ ঃ বাসন পালিশ করতে এসে এক মহিলার সোনার গয়না ছিনতাইয়ের চেষ্টা। ধৃত দুজন। ঘটনাটি মেখলিগঞ্জ এর জামালদহে। জানা গিয়েছে, বাসন পালিশ করে দেবে, এই বলে সোমবার সকালে সাতঘরিয়া গ্রামের এক গৃহবধূর বাড়িতে দুই অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করে। তারপরে সুকৌশলে গৃহবধূর কাছে সোনার গয়নাও পালিশের জন্য চাওয়া হয়। প্রথমে গৃহবধূ কিছুটা ইতস্ততবোধ করলেও পরে গলার সোনার চেন পালিশ করতে দেন তিনি। এরপরই সুযোগ বুঝে এক ব্যক্তি বাড়ির পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয়দের কাছে দুই ব্যক্তিই ধরা পরে যায়। দুজনকেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দেরাদূনে খাবারে বিষক্রিয়া, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দেরাদূন, ৩১ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদূনে কুট্টুর আটা খাওয়ার পর, খাবারে বিষক্রিয়ায় বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিনিয়র পুলিশ সুপার অজয় সিং নিশ্চিত করেছেন, কুট্টুর আটা বিভিন্ন দোকান এবং গুদাম থেকে কেনা হয়েছিল। বিকাশ নগর, প্যাটেল নগর এবং কোতোয়ালির মতো এলাকায় যারা আটা কিনেছিলেন তাদের আপাতত এই আটা না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ ধন সিং রাওয়াত করোনেশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন, আটা সরবরাহকারীর দোকানটি সিল করে দেওয়া হযেছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্থানে নোটিশ জারি করা হযেছে। তিনি বলেছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আটা সাহারানপুর থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল। ডিলারের দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে। বাকি সব জায়গায় যেখানে আটা সরবরাহ করা হয়েছিল সেখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পে কাঁপল পাকিস্তান

করাচি, ৩১ মার্চ ঃ মায়ানমার, টোঙ্গার পর এ বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। সোমবার বিকেলে কম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানে। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৭। জানা গিয়েছে, এ দিনের কম্পনের উৎসস্থল ছিল বালুচিস্তান থেকে ৬৫ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত উথাল শহর। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের উৎসস্থল। যদিও এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি। হতাহতেরও কোনও খবর নেই। করাচির বহু বাসিন্দাই এদিন কম্পন টের পেয়েছেন। পাকিস্তানে এখন ঈদের উৎসব চলছে। তার মধ্যেই কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা।

বিয়ের প্রস্তাবে না, প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুড়ল প্রেমিক!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মার্চ ঃ বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার শাস্তি! তরুণীর উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল বীরভূমের পাইকর থানার ধানগড়া গ্রামে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত তরুণী। জানা গিয়েছে, বীরভূমের পাইকর থানার ধানগড়া গ্রামের বাসিন্দা ওই তরুণী। এলাকারই বাসিন্দা আবির শেখ নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল তাঁর। এদিন বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছিলেন তরুণী। সেই সময় প্রেমিক আবির তাঁর পথ আটকায়। ফের প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সে। কিন্তু এবারেও রাজি হননি প্রেমিকা। তাতেই খেপে যায় যুবক। স্থানীয়দের দাবি, ওই যুবকের কাছেই ছিল অ্যাসিড। বিয়েতে রাজি না হতেই প্রেমিকের মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ে গুণধর যুবক। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তরুণী। এদিকে তৎক্ষণে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। তরুণীকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে চিকিৎসা। জানা গেছে, তরুণীর মুখ-সহ দেহের একাধিক অংশ পুড়ে গেছে। এদিকে ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঠিক কেন এই ঘটনা, তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

নমঃশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব শান্তিপুরে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩১ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নমঃশূদ্র ওয়েফারার বোর্ডের উদ্যোগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর অনুষ্ঠিত হল 'নমঃশূদ্র লোক-সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫ । প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা

করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ ভোলানাথ বিশ্বাস, মতুয়া গবেষক বিরাট বৈরাগ্য সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এছাড়া নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের একাধিক সদস্য ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগন। এদিনের অনুষ্ঠানে মতুয়াদের উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ আলোচলা এবং শান্তিপুর নৃসিংহপুর হরি গুরু আশ্রমের সার্বিক উন্নতির আশ্বাস ও দেওয়া হয় মঞ্চ থেকে। তবে বারুনি মেলার সময় কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন লাগবো করেছে সেখানে তিন কোটি মতুয়া ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে সেই বিষয়েও সুর চরিয়েছে নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য। আগামীতে ২০২৬ এর নির্বাচনের আগে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকও দিয়েছেন তিনি। অপরদিকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নমঃশূদ্র এবং মতুয়াদের পাশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের জন্য কি কি উন্নতি সাধন করে চলেছেন তারও আলোচনা করা হয়। সর্বোপরি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামীতে মতুয়া সমাজ এবং নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের কিভাবে উন্নতি সাধন করা যায় তার বার্তা দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও বলা হয় অনুষ্ঠানে।

৬ মাসের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার তরুণীর ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩১ মার্চ ঃ শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁথি ১ব্লকের দাউনপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সিয়া সাহা (২২)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালদার মিরদাদপুর থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতার দমদম এলাকায় এসেছিলেন সিয়া। সিয়ার বাবা রণজিত সাহা পেশায় গাড়িচালক। কলেজের প্রথম বর্ষ পার করে দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতেই সিয়ার এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সৌরভ নামে ওই যুবক দমদমেই একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সৌরভ কাঁথি ১ ব্লকের দাউনপুরের বাসিন্দা। ফোনে দুজনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথা হত। বিষয়টি জানতে পারে সিয়ার মামা ও দিদা। পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেয়ে তারপরই এই পথে এগনোর পরামর্শ দেন তাঁরা।

সিয়ারা দুই বোন, সিয়াই বড়। বাড়ির অমতে গত সেপ্টেম্বর মাসে পালিয়ে বিয়ে করেন সিয়া ও সৌরভ। কলকাতা থেকে এসে ওঠে কাঁথির দাউদপুরে। কিছুদিন যেতে না যেতেই মোহ ভঙ্গ হয়। পরিবারের দাবি, লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন করে মা কে জানতো যে শ্বশুর বাড়ির পরিস্থিতি। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর ওপর অত্যাচার চালাত বলে অভিযোগ। শনিবার থেকে সিয়ার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না তাঁর বোন-মা। তখন সিয়ার স্বামী সৌরভকে ফোন করেন তাঁরা। পরিবারের দাবি, সৌরভ তখন তাঁদের জানান, সিয়া গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে রয়েছেন বলে জানান তাঁরা। এরপর পরিবারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে মেয়ের দেহ দেখতে পান। অভিযোগ, দেহ হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। দেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আসানসোল পুরনিগমের কালীপাহাড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩১ মার্চ ঃ আসানসোলের ১৯ নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া আসানসোল পুরনিগমের কালীপাহাড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সোমবার সাতসকালে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। সেই আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। গোটা এলাকা ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ধোঁয়ার কারণে শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। তারা এখন যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রযেছেন। সকাল সকাল আসানসোল দমকল বিভাগের আধিকারিকরা দমকলের ইঞ্জিন

নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা আগুন নিযন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু নেভানোর কিছুক্ষণ পর আগুন আবারও জ্বলে উঠে। আসানসোল পুরনিগমের জলের ট্যাঙ্কারও ডাম্পিং গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছায়। তবে এখনও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। আসানসোল পুরনিগম কতৃপক্ষ ও প্রশাসন আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। এই ঘটনার জেরে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। বিশেষ করে, এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড ১৯ নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া হওয়ায় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে চালকেরা জানিয়ে। প্রসঙ্গতঃ, কয়েক দিন আগে হাওড়া পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ধসের ঘটনার পরে আসানসোল পুরনিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ড খবরের শিরোনামে চলে আসে। এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ৪ দশকেরও বেশি পুরনো। বর্তমানে এখানে পাহাড় প্রমাণ আবর্জনা জমে রয়েছে।

বিজ্ঞান

গবেষকদের আরও কাজের পরিকল্পনা ভয়েজার নিয়ে

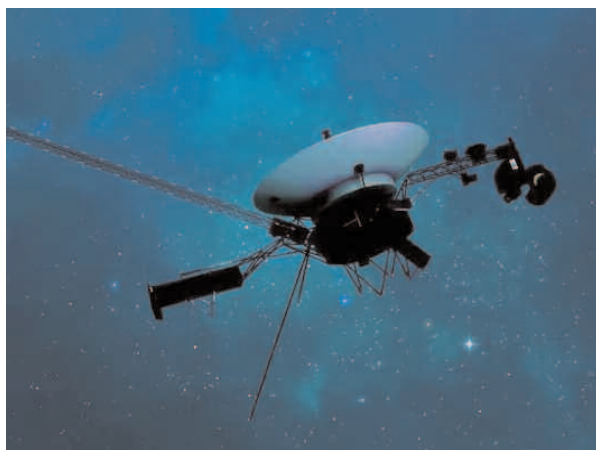

পৃথিবী থেকে ২ হাজার কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে খেয়াযান ভয়েজার। ভয়েজার ১ পৃথিবী থেকে ২ হাজার ৪১৪ কোটি কিলোমিটারের বেশি দূরে আর ভয়েজার ২ এখন ২ হাজার ৯২০ কোটি কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থান করছে। শক্তি-সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে দূরবর্তী মানব-নির্মিত বস্তু হিসেবে ভয়েজার ১ ও ২ অনন্য সব রেকর্ড করছে। মহাকাশ সংস্থা নাসার ভাষ্যে, ভয়েজারের চার্জযুক্ত কণা ও মহাজাগতিক রশ্মি পরিমাপ করার যন্ত্র এই মাসের শেষের দিকে বন্ধ হয়ে যাবে। নাসা মহাজাগতিক রশ্মি অধ্যয়নের জন্য ডিজাইন করা ভয়েজার ১ যানে একটি যন্ত্র চালু করেছে। ভয়েজার ২ যানের কম-শক্তির চার্জযুক্ত কণা পরীক্ষার যন্ত্র আমাদের সৌরজগৎ ও ছায়াপথ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন আয়ন, ইলেকট্রন ও মহাজাগতিক রশ্মি পরিমাপ করে। এই মাসের শেষের দিকে তা নিষ্ক্রিয় করা হবে। নাসা জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির ভয়েজার প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুজান ডড বলেন, মিশন সম্প্রসারণের জন্য শক্তি-সংরক্ষণকারী এমন পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় ছিল। ১৯৭৭ সালে উৎক্ষেপণ করা যমজ মহাকাশযান বর্তমানে আন্তনাক্ষত্রিক মহাকাশে তারার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। ভয়েজার ১ বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বেশ কয়েকটি চাঁদের চারপাশে পাতলা বলয় আবিষ্কার করেছে। ভয়েজার ২ যান একমাত্র মহাকাশযান, যা ইউরেনাস ও নেপচুন পরিদর্শন করেছে। প্রতিটি মহাকাশযানের কাছে এখনো সূর্যের প্রতিরক্ষামূলক ঢাল ও মহাকাশের বিস্তৃতি অধ্যয়ন করার জন্য তিনটি করে যন্ত্র রয়েছে।

উৎক্ষেপণের পর থেকে ভয়েজাররা গভীর মহাকাশ রক স্টার হিসেবে কাজ করে আসছে। এই যন্ত্র যত দিন টিকবে, আমরা ততটা সম্ভব তা নিয়ে কাজ করে যেতে চাই। যদিও এসব যন্ত্রের বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষমতা কমছে। আমরা যদি দুই ভয়েজারের একটি যন্ত্র বন্ধ না করি, তাহলে আরও কয়েক মাস বিদ্যুৎ থাকবে। তখন আমাদের মিশনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে। দুটি মহাকাশযান ১০টি বিজ্ঞান যন্ত্র বহন করছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত কিছু যন্ত্র সৌরজগতের অনুসন্ধান শেষ করার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা এই যানের মাধ্যমে সৌরজগতের হেলিওস্ফিয়ার নিয়ে গবেষণা করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন। সৌর বায়ু ও চৌম্বক ক্ষেত্রের একটি প্রতিরক্ষামূলক ঢাল হেলিওস্ফিয়ার ও তার বাইরের অঞ্চলের আন্তনাক্ষত্রিক স্থান অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে ভয়েজার পাঠানো হয়েছিল। গত অক্টোবরে শক্তি সংরক্ষণের জন্য ভয়েজার ২ যানের প্লাজমা যন্ত্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই যন্ত্র প্লাজমার চার্জযুক্ত পরমাণুর পরিমাণ ও প্রবাহিত পরিমাপ করে। বিজ্ঞানী প্যাট্রিক কোহেন বলেন, ভয়েজার মহাকাশযান বাইরের গ্রহ অধ্যয়ন করার চেয়ে অনেক বেশি দূরে চলে গেছে। আমরা যে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা কেবল হেলিওফিজিকসের জন্য মূল্যবান ও বোনাস। প্রায় ৫০ বছর আগে থেকে চালু হওয়া যন্ত্র আজও সক্রিয়।

‘রাস্তাঘাটের গাড়ির অতিরিক্ত শব্দের কারণে পাখিরা বিরক্ত হয়’

সাতসকালে বারান্দায় এক কাপ চা নিয়ে দাঁড়ালে দারুণ এক শহরের দেখা মেলে। একটু সময় বাড়লেই দূর থেকে বাড়তে থাকে ট্রাফিকের শব্দ আর গাড়ির হর্ন। কখনো কখনো গাড়ির শব্দে আমাদের মেজাজ বিগড়ে যায়। এমন মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার ঘটনা পাখিদের মধ্যেও দেখা যায় বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিশ্বের নানা প্রান্তে পাখিরা শহরায়ণের কারণে বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ছে। নতুন এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, রাস্তাঘাটের গাড়ির অতিরিক্ত শব্দের কারণে পাখিরা বিরক্ত হয়। বিজ্ঞানীরা গ্যালাপাগোসের কিছু পাখির ওপর এই পরীক্ষা চালিয়ে গাড়ির শব্দের প্রভাব জানার চেষ্টা করেছেন। রাস্তাঘাটের গাড়ির শব্দের কারণে অনেক পাখিকে আগ্রাসী আচরণ করতে দেখা যায়। এই রাগের কারণে প্রায়ই কিছু পাখি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। গাড়ির শব্দে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় পাখিদের। যুক্তরাজ্যের অ্যাঙ্গেলিয়া রাস্কিন ইউনিভার্সিটি (এআরইউ) ও অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনরাড লরেঞ্জ রিসার্চ সেন্টারের গবেষকেরা পাখির এই অদ্ভুত রাগের আচরণ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেছেন। পাখিদের আচরণের তথ্য অ্যানিমাল বিহেভিয়ার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকেরা গান গাওয়া পাখি ইয়েলো ওয়ার্বলারদের ওপর দৃষ্টি দেন। গ্যালাপাগোসে এদের বাস অনেক। এই প্রজাতির উপস্থিতির কারণে গ্যালাপাগোসকে একটি প্রাকৃতিক জীবন্ত পরীক্ষাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গবেষণার জন্য ফ্লোরিয়ানা ও সান্তা ক্রুজ দ্বীপের ওয়ার্বলারদের আবাসের আশপাশে নজর রাখেন। এসব পাখি বাস করে এমন ৩৮টি স্থানে একটি স্পিকার থেকে রেকর্ড করা গাড়ির শব্দ অনবরত বাড়াতে থাকেন। এসব পাখির বাস নিকটতম রাস্তার সংলগ্ন ছিল বা রাস্তা থেকে কমপক্ষে ১০০ মিটার দূরে ছিল। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, রাস্তাসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী পাখিরা নিজেদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। গাড়ির শব্দ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আগ্রাসন স্তর বেড়ে যায়। আবার দেখা যায়, যেসব পাখি রাস্তা থেকে দূরে থাকে, তাদের রাগের মাত্রা কম। বিজ্ঞানী কাগলার আকচে বলেন, পাখিরা নিজের প্রতিরক্ষা হিসেবে গানকে সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে। গাড়ির শব্দ পাখির সংকেতকে হস্তক্ষেপ করে। পাখিরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় গাড়ির শব্দে, আর এতেই রেগে যায় পাখিরা।

গাড়ি শব্দ শুনে রাস্তার ধারের পাখিরা তাদের গানের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে দেয়। গাড়ির শব্দের চেয়ে নিজেদের শব্দ বেশি জোরে শোনাতে চায় পাখিরা। গাড়ির বিকট শব্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না বলেই শারীরিকভাবে আক্রমণাত্মক ভাব প্রদর্শন করে পাখিরা।

মিসরের গিজার পিরামিডের উচ্চতা ৪৪৯ ফুট গ্রহাণু পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চলে গেল

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোটি কোটি বছর আগে এক গ্রহাণুর আক্রমণে পৃথিবী থেকে ডাইনোসরসহ অনেক প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই গ্রহাণু সৌরজগতের কোন এলাকা থেকে এসেছিল, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। সেই রহস্যের সমাধান না হলেও মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন গ্রহাণু পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। বুধবার ‘২০২৪ টিএন১৭’ নামের এমনই এক গ্রহাণু পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে চলে গেল। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ২০২৪ টিএন১৭ নামের গ্রহাণুটি প্রায় ৩০ লাখ মাইল দূর থেকে পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে গেছে। গ্রহাণুটির ব্যাস প্রায় ৫৪০ ফুট, যেখানে মিসরের গিজার পিরামিডের উচ্চতা ৪৪৯ ফুট। পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় গ্রহাণুটির গতি ছিল ঘণ্টায় ৪৮ হাজার মাইলের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মানদণ্ড অনুযায়ী, যদি কোনো গ্রহাণু পৃথিবীর ৪৬ লাখ ৫০ হাজার মাইলের মধ্যে চলে আসে ও ব্যাস ১৪০ মিটারের বেশি হয়, তখন সেটিকে সম্ভাব্য বিপজ্জনক আখ্যা দেওয়া হয়। ২০২৪ টিএন১৭ গ্রহাণুটি নাসার বিপজ্জনক তালিকায় আসার দুটি শর্তই পূরণ করেছিল। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জেমস ও’ডোনোগু জানিয়েছেন, ২০২৪ টিএন১৭ বেশ বড় গ্রহাণু। একটি বড় শহরকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট বড়। ১১ বছর আগে ২০২৪ টিএন১৭ গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, গ্রহাণুটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে ১ হাজার ২৪০ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নাসা জানিয়েছে, ১৪০ মিটার ব্যাসের চেয়ে বড় প্রায় ১১ হাজারের মতো গ্রহাণু রয়েছে, যেগুলো মাঝেমধ্যেই পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে।

বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলদেশে একটি বিশাল কিলোনোভার খোঁজ পেয়েছেন

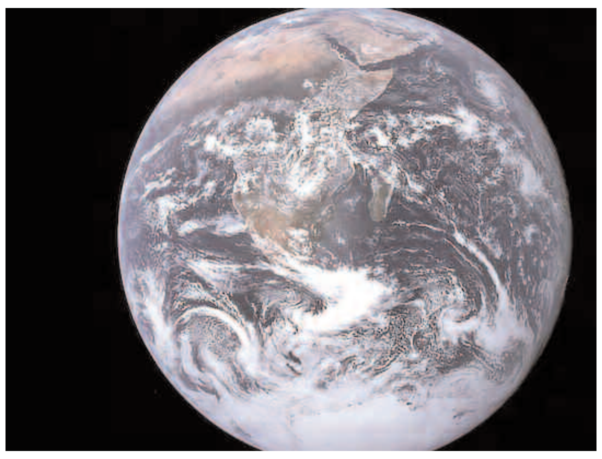

বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলদেশে একটি বিশাল কিলোনোভার খোঁজ পেয়েছেন। এই কিলোনোভার বয়স প্রায় ১০ লাখ বছরের পুরোনো বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। কিলোনোভা ঘটে যখন, বাইনারি নিউট্রন নক্ষত্র একে অপরের কাছাকাছি এসে সর্পিল আকারে সংঘর্ষের মুখে পতিত হয়। এসব নক্ষত্র থেকে মহাকাশে প্রচুর ভারী উপাদানমুক্ত হয়। আমাদের চন্দ্রপৃষ্ঠে কিলোনোভার অনেক নমুনা দেখা যায়। সুপারম্যাসিভ নক্ষত্রের শেষ সময়কার অবস্থায় সুপারনোভা তৈরি হয়। তখন মহাকাশে প্রচুর ভারী উপাদানমুক্ত হওয়ার কারণে তার কিছু অংশ পৃথিবীতে চলে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় আরবানা-চ্যাম্পেইনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রায়ান ফিল্ডস ও তার দল গভীর সমুদ্র থেকে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম আইসোটোপের চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। এই চিহ্ন আসলে একটি কিলোনোভার অংশ বিশেষ বলে জানা গেছে। দুটি নিউট্রন তারার সংঘর্ষ থেকে আসা এই উপাদানের বয়স অনেক। প্রায় ১০ লাখ বছর পুরোনো বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তখন এমন কোনো বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানী ব্রায়ান ফিল্ডস এ বছরের আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি গ্লোবাল ফিজিকস সামিটের এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। আমরা একটি সুপারনোভা কবরস্থানে বাস করি বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি কয়েক দশক ধরে পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ের মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করার কাজ করছেন। বিজ্ঞানীরা এর আগে ৩০ লাখ ও ৪ লাখ বছর আগের সুপারনোভার বর্জ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখান থেকে প্লুটোনিয়াম আবিষ্কৃত হয়। যেসব তারার জীবন সুপারনোভা বিস্ফোরণে শেষ হয়, সেখান থেকে সব হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয় হিলিয়ামের সঙ্গে। যখন তাদের হিলিয়াম ফুরিয়ে যায়, তখন লোহায় পরিণত না পৌঁছানো পর্যন্ত ভারী উপাদানে মিশ্রিত হতে থাকে। সেই সময় নিউট্রন নক্ষত্র কোনো একটি বাইনারি সিস্টেমে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করলে পরস্পর ঘূর্ণমান অবস্থায় থাকে। এরপর তা আরও ভারী পদার্থ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পৃথিবী সোনা, প্লাটিনাম, থোরিয়াম ও অন্যান্য ভারী উপাদান এসেছিল। সেই একই প্রক্রিয়ায় প্লুটোনিয়াম সাগরের তলদেশে জমা পড়েছে।

৪ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের আকাশে দেখা যাবে চমক

এখন চৈত্র মাস। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হারিয়ে যাওয়া কবিতায় লিখেছেন, আমি ছিলাম ছাতে তারায় ভরা চৈত্র মাসের রাতে। কবিগুরুর রেশেই বলা যায়, চৈত্র মাসের আকাশে এখন সন্ধ্যার পর থেকেই তারার মেলা বসছে।

২৯ মার্চ

রাত ৮:৪৭ মিনিটে এরিস তারকামণ্ডলে মাসালিয়া গ্রহাণু দেখা যাবে বেশ উজ্জ্বলভাবে। রাত ১১:০৭ মিনিট পর্যন্ত আকাশে খালি চোখেই টরাস তারকামণ্ডলে বৃহস্পতি গ্রহ দেখতে পাবেন। রাত ১:৫৩ মিনিট পর্যন্ত খালি চোখেই জেমিনি তারকামণ্ডলে মঙ্গল গ্রহ দেখা যাচ্ছে। রাত ১১:৫১ মিনিট পর্যন্ত অরিগা তারকামণ্ডলে এগরিয়া গ্রহাণু দেখা যাবে। ভোর ৫:২০ পর্যন্ত গ্রহাণু ফ্লোরা দেখা যাবে আকাশের লিও তারকামণ্ডলে।

৩০ মার্চ

এদিন গ্রহ আকাশে সন্ধ্যার পরে বেশ কিছু গ্রহ দেখা যাবে। খালি চোখে দেখা যাবে শুক্র গ্রহ ভোর ৫:২০ মিনিট পর্যন্ত। মঙ্গল গ্রহ দেখা যাবে রাত ১:৫৪ মিনিট পর্যন্ত বুধ গ্রহ, শনি ও ইউরেনাস আকাশে থাকলেও দেখা বেশ কষ্টকর হবে। আর নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে জেমিনিকে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে। মধ্যরাত পর্যন্ত দেখতে পাবেন। ক্যানসার তারকামণ্ডল জেমিনি মিথুন ও সিংহ রাশির মধ্যে অবস্থার করবে। সন্ধ্যার আকাশে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন।

৩১ মার্চ

ভোরে খালি চোখেই আকাশে শুকতারা বা শুক্র গ্রহ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এদিন লিও তারকামণ্ডল বেশ উজ্জ্বলভাবে আকাশে অবস্থান করবে। মধ্যরাতের দিকে সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতায় দেখা যাবে। রাত ৯টার পরে আকাশে ভার্গো তারকামণ্ডল স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

১ এপ্রিল

রাত ১:৪৬ মিনিট পর্যন্ত আকাশে মঙ্গল গ্রহ স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ভার্গো বেশ উজ্জ্বলভাবে আকাশে অবস্থান করবে। এই তারকামণ্ডলের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্পিকা সন্ধ্যায় দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে দৃশ্যমান হবে। এ ছাড়া বুটস তারকামণ্ডলকে রাত ১০টার পর থেকে ভালোভাবে দেখা যাবে। উজ্জ্বল নক্ষত্র আর্কটারাস পূর্ব আকাশে দেখতে পাবেন।

২ এপ্রিল

রাত ১০:৫৮ মিনিট পর্যন্ত আকাশে বৃহস্পতি গ্রহ স্পষ্ট দেখতে পাবে। এদিন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ভার্গো পূর্ব আকাশে মধ্যরাতে উদিত হবে। ভোরের দিকে বেশ উজ্জ্বলতা বাড়বে। আর স্করপিয়াস তারকামণ্ডল লিবরা তারকামণ্ডলকে অনুসরণ করবে। সূর্যোদয়ের আগে উজ্জ্বল নক্ষত্র আন্টারেস দেখা যাবে।

৩ এপ্রিল

শনি গ্রহ ভোর ৫টার পরে কিছুটা পরিশ্রম করে দেখতে পাবেন আকাশে। এ ছাড়া বুধ গ্রহ ও ইউরেনাস আকাশে থাকলেও শনাক্ত করা বেশ কঠিন হবে। ভোরের দুই ঘণ্টা আগে আকশে স্করপিয়াস তারকামণ্ডল দেখতে পাবেন। টলেমির ক্লাস্টার হিসেবে স্করপিয়াসের লেজের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবেন।

দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ফ্রান্সের ডানপন্থী নেতা মারিন লো পেন

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ফ্রান্সের ডানপন্থী নেতা মারিন লো পেন। আদালত তাঁর ওপর সরকারি দায়িত্ব পালনে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড এবং এক লাখ ইউরো জরিমানা করেছেন। সোমবার প্যারিসের একটি আদালত এ রায় দেন। এর ফলে তিনি ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে পারবেন না। তবে আদালতে আপিল করে জিতে গেলে তাঁর জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে। একটি সংবাদ মাধ্যম জানায়, আদালতের এ আদেশ ফ্রান্সের ন্যাশনাল র‍্যালি (আর এন) দলটির প্রধান লো পেনের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা। ২০২৭ সালে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি এগিয়ে ছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ দল ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল র‍্যালিকে (আরএন) দেওয়ার দায়ে লো পেনসহ তাঁর দলের ১২ সংসদীয় সহযোগীকে (পার্লামেন্টারি অ্যাসিস্ট্যান্ট) দোষী সাব্যস্ত করেছেন আদালত। তাঁদের দাবি, অর্থ বৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আদালত বলেছেন, তাঁর দল আরএন এবং তাঁদের দুই ডজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ইইউ পার্লামেন্টের তহবিল থেকে ৪০ লাখ ইউরোর বেশি অর্থ দিয়ে তাঁরা ফ্রান্সে থাকা দলের কর্মীদের বেতনভাতা দিয়েছেন। তবে আরএনের দাবি, তারা বৈধ উপায়েই ওই অর্থ ব্যবহার করেছে এবং অভিযোগগুলোতে সংসদীয় সহযোগীর কাজকে সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিচারক বেনেডিক্ট দ্য পের্তুই বলেন, লো পেন অর্থ আত্মসাৎ পরিকল্পনার মূলে ছিলেন। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এমানুয়েল মাখোঁর কাছে পরাজয়ের পর থেকে লো পেন তাঁর দলকে রাজনৈতিক মূলধারার দিকে নিয়ে গেছেন। তিনি এখন জাতীয় পরিষদের একক বৃহত্তম দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিচারক পের্তুই বলেন, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এরা সবাই মূলত দলের হয়ে কাজ করেছেন, তাদের (ইইউ) আইনপ্রণেতারা তাদের কোনো কাজই দেননি। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলো মোটেই প্রশাসনিক কোনো ত্রুটি নয়, বরং প্রণীত একটি ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে আত্মসাৎ, যা করা হয়েছে দলের খরচ কমানোর জন্য। আদালতের আদেশ দেওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন লো পেন। বেশ কয়েকটি জনমত জরিপে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় এগিয়ে থাকা ৫৬ বছর বয়সী লো পেন আগে বলেছিলেন, ২০২৭-এ তিনি শেষবারের মতো লড়বেন।

বিজ্ঞানীরা নতুন যৌগ আবিষ্কার করেছেন

আমরা পদার্থের তিন অবস্থার কথা জানি। কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার কথা প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়েছি। বিজ্ঞানীরা সেই ধারণার বাইরে গিয়ে নতুন ধরনের পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যানার্জির ব্রুকহ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত এক পদার্থ আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন। অর্ধেক বরফ, অর্ধেক আগুন নামের এই পদার্থের একটি নতুন পর্যায় আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। এই পদার্থে বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের অধীনে ইলেকট্রনের সুশৃঙ্খল ঠান্ডা ও বিশৃঙ্খল গরম অবস্থা দেখা যায়। এই আবিষ্কারটি পর্যায় পরিবর্তনকে বিট হিসেবে ব্যবহার করে কোয়ান্টাম তথ্য সঞ্চয়কে উন্নত করতে পারে। যেমনটা বলা হচ্ছে এটি অর্ধেক বরফ, অর্ধেক আগুন আসলে পদার্থটি তেমন নয়। এই পদার্থের কণার অত্যন্ত সুশৃঙ্খল অবস্থাকে ঠান্ডা বলা হচ্ছে। ইলেকট্রন স্পিনকে বর্ণনা করতে সুশৃঙ্খল অবস্থাকে ঠান্ডা ও বিশৃঙ্খল অবস্থাকে গরম হিসেবে বলছেন বিজ্ঞানীরা। পদার্থের এই পর্যায় আগে কখনো দেখা যায়নি। নতুন এই অবস্থান কোয়ান্টাম তথ্য সঞ্চয়ের প্রযুক্তির জন্য বিশেষভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারে। ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স জার্নালে এই আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণার সহ-লেখক ওয়েইগুও ইয়িন বলেন, বাইরের ভৌত বৈশিষ্ট্যসহ নতুন অবস্থা খুঁজে বের করা ও সেই অবস্থার মধ্যে রূপান্তর বোঝার জন্য কাজ করছি আমরা। সেই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা পদার্থবিদ্যা ও কণাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় সমস্যার একটি। সেই সমস্যা সমাধান করার মাধ্যমে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও স্পিনট্রনিকসের মতো প্রযুক্তিতে বড় অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করছি। এর আগে বিজ্ঞানী উইন ও তার সহকর্মী অ্যালেক্সি স্বেভলিকের এই পদার্থের ছদ্ম-বিপরীত পর্যায় আবিষ্কার করেন। তখন অর্ধেক আগুন ও অর্ধেক বরফ পর্যায় বের করেন তারা। ২০১৫ সালে সেই অবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছিল। নতুন একটি চৌম্বক যৌগ অধ্যয়ন করে এই অবস্থার কথা জানা গেছে। সেই যৌগে স্ট্রনটিয়াম, তামা, ইরিডিয়াম এবং অক্সিজেন রয়েছে। অর্ধেক আগুন ও অর্ধেক বরফ পর্যায়ে যৌগের পারমাণবিক ল্যাটিসে তামা যে অংশ সেখানে ইলেকট্রনের স্পিন গরম ও যেখানে ইরিডিয়াম অংশে ঠান্ডা স্পিন থাকে।

বিজ্ঞানী স্বেভলিক বলেন, ‘আমাদের ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও জানতাম না এই অবস্থা কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই অবস্থা জানতে প্রাথমিক আবিষ্কারের বিপরীত যমজ নিয়ে কাজ করা হয়। যেখানে গরম ও ঠান্ডা স্পিন অবস্থান পরিবর্তন করে।’ বিজ্ঞানীদের ভাষ্যে, এই পরিবর্তন একটি অতিসংক্ষিপ্ত তাপমাত্রা পরিসীমার মধ্যে ঘটে। এই আবিষ্কারের কারণে রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তি থেকে শুরু করে কোয়ান্টাম তথ্য সঞ্চয় প্রযুক্তির মতো কাজে পরিবর্তন আসতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখন কোয়ান্টাম স্পিন ও অতিরিক্ত ল্যাটিস, চার্জ এবং অরবিটাল স্বাধীনতার মাত্রাসহ সিস্টেমে আগুন-বরফ ঘটনাটি অন্বেষণ করতে চেষ্টা করছেন।

নামখানা ব্লকের আলাপন ক্লাবের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বয়স্কদের হাঁটা প্রতিযোগিতা। সোমবার সকালে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় শিবপুর জংশন বাসস্ট্যান্ড থেকে দশ মাইল বাজার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। প্রায় ৩০ জন মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

Name Change

I, Prodyut Kumar Chakraborty (Old Name) S/O–Nripendranath Chakraborty resident of Berhampore, Po- Berhampore, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Prodyut Kumar Chakraborty to Prodyot Kumar Chakraborty and hencefort I shall be known as Prodyot Kumar Chakraborty (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Prodyot Kumar Chakraborty & Prodyut Kumar Chakraborty both are same and one identical person.

Name Change

I, Seth Basiruddin khan s/o Alauddin Khan, residing at Vill.-Andua, P.O.-Pandugram, P.S.-Goghat, Dist.-Hooghly, W.B., Pin.-712122, do hereby solemnly affirm Before the Notary Public at Arambagh, District Hooghly, W.B Dated 28.03.2025 and declare That I am an Indian Citizen by virtue of birth, my actual name is Sekh Baniruddin Khan which has been correctly written and recorded in my Aadhaar card, being no.-3068 6608. -1199. That in my Driving Licence, being no.-15 20050006136, there my name has been written an Basiruddin Khan instead of my actual name Sekh Basiruddin Khan by mistake. Basiruddin Khan and Sekh Basiruddin Khan both are the one and same identical person.

Name Change

I, Tapasi Mondal (Old Name) W/O–Ganapati Mandal resident of Karbala Road, Panchanantala, Hatinagar, Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Tapasi Mondal to Tapasi Mandal and hencefort I shall be known as Tapasi Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Tapasi Mandal & Tapasi Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Bipin Kumar Sarkar S/o Bijan Bandhu Saha Residing at Ratanmani Kundu Lane, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 WB have changed my name and shall henceforth be known as Bipin Kumar Saha as declared before the Notary Public, Nabadwip vide affidavit no 139 Dated 29.03.25. Bipin Kumar Sarkar and Bipin Kumar Saha both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Dhabak Abul Hossain (Old Name) S/O– Late Shakerali Dhabak resident of Vill-Kaya, Po-Momjon, Ps-Taherpur, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammed Dhabak Abul Hossain to Abul Hossain Dhabak and hencefort I shall be known as Abul Hossain Dhabak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Abul Hossain Dhabak & Mohammed Dhabak Abul Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Mimi Saha W/o Bipin Kumar Saha Residing at Ratanmani Kundu Lane, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 WB have changed my name and shall henceforth be known as Mimi Saha Sarkar as declared before the Notary Public, Nabadwip vide affidavit no 138 Dated 29.03.25. Mimi Saha and Mimi Saha Sarkar both are same and identical person.

Name Change

I, Abdul Wajed Mandal (Old Name) S/O– Late Iunus Ali Mandal resident of Piprapuri, Aminabad, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Wajed Mandal to Oyajed Ali Mondal and hencefort I shall be known as Oyajed Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Oyajed Ali Mondal & Abdul Wajed Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sahachowdhury Biplab S/o Late Sudhir Kumar Saha Residing at Woodburn Road, Ward No. 09 of Nabadwip Municipality, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 WB have changed my name and shall henceforth be known as Biplab Kumar Saha Chowdhury as declared before the Notary Public, Nabadwip vide affidavit no 110 Dated 25.03.25. Sahachowdhury Biplab and Biplab Kumar Saha Chowdhury both are same and identical person.

Name Change

I, Bibi Sabina (Old Name) W/O– Sowfet Ali Dhabak resident of Vill-Kaya, Po-Momjon, Ps-Taherpur, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Bibi Sabina to Sabina Bibi Dhabak and hencefort I shall be known as Sabina Bibi Dhabak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Sabina Bibi Dhabak & Bibi Sabina both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Siraj (old name) S/O Abdul Shakur, residing at 8/1 Amartalla Lane, 3rd Floor, Kolkata- 700001, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Siraj Ahmed (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Md Siraj Ahmed (new name) and Md Siraj (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Sawfet Ali Dhabak (Old Name) S/O–Abul Hossain Dhabak resident of Vill-Kaya, Po-Momjon, Ps-Taherpur, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Sawfet Ali Dhabak to Sowfet Ali Dhabak and hencefort I shall be known as Sowfet Ali Dhabak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Sowfet Ali Dhabak & Sawfet Ali Dhabak both are same and one identical person.

Name Change

I, Aruna Rai Limbu (old name) W/O Sunil Rai, residing at Sisabari Road, Champasari, Karaibari Darjeeling - 734003, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Aruna Rai (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Aruna Rai (new name) and Aruna Rai Limbu (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Tinkari Mallik (Old Name) S/O–Fakir Mallick resident of Vill & Po- Diara, Ps-Sagardighi, Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742122 do hereby decrale that I have changed my name from Tinkari Mallik to Tinkari Mallick and hencefort I shall be known as Tinkari Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Tinkari Mallick & Tinkari Mallik both are same and one identical person.

Name Change

I, “Sweta Vijay Jain & Sweta Vijay Sarita Jain” wife of Shailendra Jain, daughter of Vijay Sohan lal Jain, residing at 75A, Bakul Bagan Road, Kolkata – 700025 have changed my name and/or would henceforth be known as “Sweta Jain” as declared before First Class Judicial Magistrate, Calcutta vide affidavit no. 5048 dated 25.03.2025. That “Sweta Vijay Jain” and/or “Sweta Vijay Sarita Jain” and/or “SWETA JAIN” are same and identical person.

Name Change

I, Bibi Suratan (Old Name) W/O– Abul Hossain Dhabak resident of Vill-Kaya, Po-Momjon, Ps-Taherpur, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741121 do hereby decrale that I have changed my name from Bibi Suratan to Suratan Bibi Dhabak and hencefort I shall be known as Suratan Bibi Dhabak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Suratan Bibi Dhabak & Bibi Suratan both are same and one identical person.

Name Change

I, Basudev Kar (old name) S/O Ganesh Chandra Kar, residing at EKCHALI AGAYA PO KAMALPUR, PS CHHATNA, BANKURA-722137, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Basudeb Kar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Basudeb Kar (new name) and Basudev Kar (old name) both are same and identical person.

আগুন বাঁকুড়ার সুতান জঙ্গলে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ মার্চ ঃ বাঁকুড়ায় জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। গত সপ্তাহের পর ফের অগ্নিকাণ্ড সুতান জঙ্গলে। ২৪ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলতে থাকায় জঙ্গলে বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা। জঙ্গলের আগুন নেভাতে সক্রিয় বন দফতর। উল্লেখ্য, বাঁকুড়ায় একের পর এক জঙ্গলে আগুন লাগছে। রবিবার থেকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে সুতানের জঙ্গলে। ঝরা পাতায় দ্রুত ছড়াচ্ছে জঙ্গলের আগুন। যদিও যুদ্ধকালীন গতিতে আগুন নেভানোর কাজ। বাঁকুড়া দক্ষিণের ঝিলিমিলি রেঞ্জের জঙ্গল সুতান। দক্ষিণবঙ্গের সেরা গুণমানের শাল গাছ পাওয়া যায় সুতানে। সুতান জঙ্গলে রয়েছে নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীও। এই অগ্নিকান্ডে তাদের নিয়েও চিন্তা স্থানীয়দের।

সীমান্তে ঈদ উদ্‌যাপন, মিষ্টি বিনিময়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উদ্‌যাপিত হল খুশির ঈদ। নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিনিময় করলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর জওয়ানরা। সোমবার ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়িতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করেছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) জওয়ানরা। বিএসএফ-এর ১৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ড্যান্ট সুনীল কুমার বলেছেন, আমরা প্রতিটি উৎসবে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এবং সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার জন্য এমনটা করি, যাতে আমরা সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের কাজটি ভালোভাবে করতে পারি। সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আমরা চোরাচালান এবং অন্যান্য সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে আরও ভালো ফলাফল পাই।

ময়নাগুড়িতে তীব্র জলকষ্ট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির হাতিরবাড়ি এলাকায় তীব্র জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। জর্দা নদী থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে জল। এলাকাবাসীদের দাবি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের যে কলগুলি রয়েছে সেগুলি থেকে জল পড়ে না। এর আগে ব্লক অফিসে এলাকার লোকজন গিয়ে জানানোর পরেও এখনও পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি বলে অভিযোগ। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের কষ্টও বাড়ছে। পরিস্থিতি এখন এমন যে জর্দা নদী থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে জল।

গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত সদস্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মার্চ ঃ ঘরে ঢুকে মারধর করে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ, এক তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। পালানোর সময় তৃণমূল নেতাকে হাতেনাতে ধরে আটকে রাখে গৃহবধূর আত্মীয়রা। পরে তৃণমূল নেতার পরিবার ও অনুগামীরা গিয়ে পালটা হামলা করে অভিযুক্তকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য মালদার গাজোলে। সোমবার গাজোল থানায় ধর্ষণ এবং মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা মহিলা। পাল্টা নির্যাতিতা মহিলা এবং তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতার পরিবার থানায় অভিযোগ করেছে। উভয়পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

শুরু হলো খাদি মেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ সোমবার রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা উদ্বোধন করেন। স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে এই মেলা চলবে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত। মেলায় তাঁতের শাড়ি বোনা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিশেষ বিশেষ সামগ্রী,যার মধ্যে রয়েছে ডোকরা অলঙ্কার, মধু,ঘি সহ খাদির বিশাল ভান্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বিক্রেতারা। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, দেশ স্বাধীনের ক্ষেত্রে এই খাদির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো, গান্ধীজি এই খাদি কাপড় ব্যবহার করার আবেদন জানিয়েই বিদেশী বস্ত্র বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন।

ভয়ংকর তাপমাত্রা, সুরুলিয়া মিনি জু'তে বন্যপ্রাণদের সুস্থ রাখতে বদলানো হল ডায়েট

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩১ মার্চ ঃ ৪০.৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় তীব্র দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা পুরুলিয়াবাসীর। হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। একই অবস্থা বন্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও। তাদের করুণ অবস্থার কথা ভেবে ব্যবস্থা নেওয়া হল আগেভাগেই। গ্রীষ্মের মরশুমে পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে কংসাবতী উত্তর বনবিভাগের সুরুলিয়া মিনি জু'তে বন্যপ্রাণদের সুস্থসবল রাখতে বদল করা হল ডায়েট চার্ট। এবার থেকে খাবারে দেওয়া হচ্ছে তরমুজ, শশা, কলা, ছোলা এবং অন্যান্য জল-জাতীয় ফল। মাটির পাত্রে হালকা বরফ মিশ্রিত জলের সঙ্গে থাকছে ওআরএস, গ্লুকোজ। হরিণদের বেশি করে খাওয়ানো হচ্ছে শসা, কচি পাতা। ভল্লুককে দেওয়া হচ্ছে লাল তরমুজ। বন্যপ্রাণদের জলকেলির জন্য ওয়াটারপুলও তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মাথার উপর সবুজ আচ্ছাদনে তৈরি করা হয়েছে শীতল

আবহ। সম্বর হরিণ, চিতল হরিণের জন্য তৈরি করা হয়েছে পুল। সম্বর ও চিতল হরিণের জন্য মাথার উপর স্থায়ী আচ্ছাদনও দেওয়া হয়েছে। চৌবাচ্চায় সব সময় ঠান্ডা জল রাখা হচ্ছে, যাতে হরিণের দল তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। ময়ূর, মদনটাক, লাল বনমোরগ, সিলভার ফেজান্ট, ফিশিং ক্যাট, হায়নার মতো বন্যপ্রাণীরা যাতে খাঁচার মধ্যেও এই প্রখর দাবদাহে অবাধে বিচরণ করতে পারে, সেজন্য স্থায়ী শেড তৈরি করা হয়েছে। রয়েছে সবুজ এগ্রো নেট। অজগর এবং বানরের স্থায়ী বাসস্থানে ঘন ঘন জল দিয়ে ঘর ঠান্ডা রাখা হচ্ছে। বানর ও পাখিদের মতো প্রাণীকে স্প্রিংকলারে স্নান করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বন বিভাগের পক্ষ থেকে। গ্রীষ্মের মরশুমেও এই সব বন্যপ্রাণ দেখতে সুরুলিয়া মিনি জু'তে ভিড় জমাচ্ছে পর্যটকেরা।

পয়লা এপ্রিল থেকে বাড়লো চেনা ওষুধের দাম!

৩১ মার্চ ঃ ওষুধে এপ্রিল ফুল আমজনতার! দাম বাড়ছে অপরিহার্য ৭৪৮টি ওষুধের। আগামীকাল থেকে কার্যকর বর্ধিত দাম। অসুখ সারাতে পকেট ফাঁকা হতে চলেছে সাধারণ মানুষের। অপরিহার্য ওষুধের দাম বাড়ালো কেন্দ্র। ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ দাম বৃদ্ধি হবে প্রতিটি ওষুধের। কোন কোন ওষুধের দাম বাড়ছে? রক্তচাপ, সুগার, গ্যাস, জ্বর, বমি, রক্ত পাতলা করার ওষুধ। হাঁপানি, সিজোফ্রেনিয়া সহ মানসিক অসুখ, এইডসের ওষুধ। সর্পাঘাতের ওষুধ, মরফিনের মতো ক্যান্সার রোগীদের ব্যথানাশক ওষুধ। অসংখ্য অপরিহার্য স্টেরয়েড এবং রোগীর জরুরি অ্যান্টিবায়োটিক। হোলসেল রিটেল ইনডেক্স অনুযায়ী ওষুধের দাম বাড়ছে। হার্টে চিকিৎসা ব্যবহৃত স্টেন্টের দাম বাড়ছে। ১. ডোপাপোজ m১০ - সুগারের ট্যাবলেট , ট্যাবলেট ১৩০ - থেকে বেড়ে হবে ১৪৫ টাকা ২.প্যারাসিটামল ১০ পাতা ট্যাবলেট - ২২ থেকে বেড়ে হবে টাকা ৬. ডায়াবেটিস - মেট ফরমিন ট্যাবলেট - ২০ টি ট্যাবলেট এর পাতা - আগে দাম ছিল ৪১ টাকা এখন হল ৫৮।

৩৯ টাকা ৩.অ্যাজিট্রমাইসিন ৫ টি ট্যাবলেট এর পাতা এখন দাম ১৩১.৯৯ বেড়ে দাঁড়াবে - ১৪৯ টাকা ৪.প্যান -৪০- ১৫ পাতার ট্যাবলেট - ১৭০ ছিল - বেড়ে হবে ১৮৫ ৫. অ্যালার্জি ট্যাবলেট - লিভো সেট্রিজিন ১৫ পাতার ট্যাবলেট - ৩৩ টাকা এখন ৫১ ৭. অ্যানিমিয়ার জন্য ব্যবহৃত ভিটামিন বি টুয়েলভ ট্যাবলেট দাম ,৩০ টি ট্যাবলেট এর পাতার পাতার দাম ২৪৫ টাকা বেড়ে হবে ২৯৭ টাকা। ৮. .Holistic Cancer Care Tablets ৬০ টি ট্যাবলেট এর দাম ১৩৫৭ টাকা, বেড়ে হবে ১৪৪০ টাকা। ৯. Benazepril Hydrochloride Tablet হার্টের ট্যাবলেট ১০ পাতার , এখন দাম হল ২২০ টাকা পাতা ,যা বেড়ে হবে ২৪০ টাকা। ১০. ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এবং ইউরিন ইনফেকশন এর জন্য ব্যবহৃত amoxicillin and clavulanic acid সিরাপ এর দাম ৬০ টাকা এবার বেড়ে হবে ৬২ টাকা ১১.চিকেন পক্স এর ওষুধ এক্লোভির ১০ পাতার ট্যাবলেট ১৩৮ টাকা যেটা হবে ১৫০ টাকা। ১২. হাইড্রক্সিক্লোরে কুইন ট্যাবলেট এর ১৫ পাতার ট্যাবলেট এর দাম ১০৬ টাকা ,বেড়ে হল ১২০ টাকা ১৩. বিভিন্ন গ্রুপের পেইন কিলার ট্যাবলেট এর দাম ট্যাবলেট প্রতি দাম বাড়ছে ১ টাকা ৭৪ পয়সা। এই দাম বৃদ্ধির ফলে কতটা সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব পড়বে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ভূগর্ভের নির্মীয়মান আধারে নেমে মারা গেলেন দুই ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩১ মার্চ ঃ ঈদের দিন সকালে মর্মান্তিক ঘটনা। নবনির্মিত বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারে কাজ চলছিল। সেই রিজার্ভারে নেমেই মারা গেলেন দুই ব্যক্তি। আধারের ভিতর বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়েছিল। সুরক্ষাকবচ ছাড়া সেখানে নামার কারণে ওই মৃত্যু। প্রাথমিকভাবে সেই কথাই মনে করছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সোমবার সকালে আসানসোল হিরাপুর থানা এলাকায়। জানা গেছে, হিরাপুর থানার অন্তর্গত ইসমাইল ৬০ ফুট রাস্তার কাছে একটি পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন ইমারত তৈরির কাজ চলছে। সোমবার সকালেও ওই বাড়িতে কাজ চলছিল। সকাল ৯ টা নাগাদ ওই বাড়ির নিচের আধারের ভিতর নেমেছিলেন এক নির্মাণকর্মী। কিছু সময় পরে তাঁর আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর এক সহকারী ডাকডাকি করে সাড়া না পেয়ে তিনিও আধারের ভিতর নামেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনিও অচৈতন্য হয়ে পড়েন। দু'জনের সাড়া না পেয়ে অন্যান্য নির্মাণকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু সংকীর্ণ জায়গার জন্য ভিতরে নামাটাও মুশকিল ছিল। তাছাড়াও বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে। কোনও রক্ষাকবচ ছাড়া ভিতরে নামা ঠিক হবে না। সেই কথাও উঠে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। দ্রুত পুলিশ ও দমকলকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। ওই রিজার্ভারের নিচের কয়েক ফুট অংশে জল জমে ছিল। বাইরে থেকে আধারে জল ঢালা শুরু হয়। বেশ কিছুটা জল ভর্তি হলে তারপর ওই অচৈতন্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন পুলিশ ও দমকলকর্মীরা। তাঁদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দুই ব্যক্তির পরিচয় এদিন বেলা পর্যন্ত জানা যায়নি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সুরক্ষাকবচ সঙ্গে নিয়ে কর্মীদের এই ধরনের জায়গায় কাজে নামার কথা বারবার প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়। অতীতেও এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারানোর ঘটনা দেখা গিয়েছে। কেন সচেতনতা আসে না? কেন সুরক্ষাকবচ পান না শ্রমিক - কর্মীরা? সেই প্রশ্ন ফের উঠেছে। ঈদের সকালে এই ঘটনায় এলাকার শোকের ছায়া নেমেছে।

বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেসে এলএইচবি কোচ চালু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের, ভ্রমণকালে সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৩১ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেসের জন্য এলএইচবি (লিঙ্ক হফমেন বুশ) কোচ চালু করেছে, যা যাত্রীদের সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছে। আপগ্রেডেড ট্রেনটি ৩০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ডঃ সুকান্ত মজুমদার, মাননীয় কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক, শ্রী বুধরাই টুডু, মাননীয় সদস্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের দ্বারা পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা করা হয়। ডঃ মজুমদার তার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গে রেলওয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের নিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন। তিনি এই কথায় জোর দিয়েছিলেন যে বালুরঘাট থেকে রওনা দেওয়া ট্রেনগুলিতে এলএইচবি কোচগুলির প্রবর্তনের ফলে রেল যোগাযোগে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হবে এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। গতানুগতিক আইসিএফ কোচ থেকে এলএইচবি কোচে রূপান্তর রেলওয়ের উন্নয়নে একটি প্রধান সাফল্য। এই আধুনিক কোচগুলিকে উন্নতমানের সুরক্ষা সুবিধা সহ ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে অ্যান্টি- টেলিস্কোপিক কাঠামো রয়েছে যা সংঘর্ষের ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধ করে। উন্নতমানের সাসপেনশন সিস্টেমের জন্য যাত্রীরা আরও অদিক আরাম অনুভব করতে পারে, ফলে যাত্রা

সুগম হয়ে উঠে। অতিরিক্তভাবে, এলএইচবি কোচগুলি উচ্চ গতিতে চলাচল করতে সক্ষম, যার ফলে ভ্রমণের সময় কমে যাওয়ার পাশাপাশি একটি মনোরম ভ্রমণ অভিজ্ঞতার জন্য নান্দনিক ও উন্নত ইন্টেরিওর প্রদান করা হয়েছে। যাত্রীরা এখন অধিক সুরক্ষিত ও আরামদায়ক যাত্রার আশা করতে পারেন, কারণ এলএইচবি কোচগুলি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত এবং দুর্ঘটনার প্রভাব কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ যাত্রীদের সুরক্ষা এবং পরিষেবার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ভারতীয় রেলওয়ের অটল প্রতিশ্রুতিকে স্পষ্ট করে।

শুকিয়ে গেছে কুয়ো,পুকুর জলসংকটে বন বস্তিবাসি থেকে শ্রমিক মহল্লায়

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৩১ মার্চ ঃ অমানবিক দৃশ্য ডুয়ার্সে। চা বাগান কর্তৃপক্ষ আটকে দিয়েছে পাহারিভঝোড়ার জল। শুকিয়ে গেছে কুয়ো, পুকুর জলসংকটে বন বস্তিবাসি থেকে শ্রমিক মহল্লায়, নিরুপায় ক্ষুদ্ধ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। রানিচিরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে কালি খোলার জল। জল আটকে চা বাগানে জল দিচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন। শুকিয়ে গেছে কুয়ো, পুকুর থেকে ঝোড়ার নিম্ন অববাহিকা। তীব্র জল সংকটে পড়েছে মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম বেদগুড়ি সহ বেশ কিছু শ্রমিক মহল্লা ও গ্রামীণ এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এই সমস্যার জন্য রানিচিড়া চা বাগানের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে। বর্তমানে শুকনা মরশুম চলছে। সবুজ পাতায় ভরে গেছে চা গাছ। এই সময় চা বাগান গুলোকে পাম্প মেশিনের সাহায্যে জল তুলে চা গাছে দিতে হয়। জলের জন্যে চা বাগান গুলি এইসব ঝোড়ার গতিপথে বাধ দিয়ে জল আটকে রাখছে। পরবর্তীতে সেই জল পাম্পের সাহায্যে চা বাগানে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঝোড়ার গতিপথ আটক করার ফলে নিচু এলাকার বস্তি এবং গ্রাম অঞ্চলে তৈরি হয় জল সংকট। গত কয়েক বছর ধরে এই সংকট বেড়েছে। এমনটাই অভিযোগ মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগুড়ি চা বাগান সহ পশ্চিম ডামডিম, খাগড়া বস্তি এলাকার মানুষদের। শ্রমিক মহাল্লার বাসিন্দারা ঝোড়ার জলে স্নান থেকে কৃষি কাজ করে। গত দুই বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই ঝোড়ার প্রবাহ পথে রানীচিরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ ঝোড়ায় বাধ দিয়ে জল আটকে চা গাছে দিচ্ছে। এর ফলে নিচু এলাকায় জল সংকট তৈরি হয়েছে। কুয়ো, পুকুর সহ কৃষি জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। একই অভিযোগ মাল ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সৈকত দাসের। তিনি বলেন রানীচিরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে ঝোড়ার জল আটকে দেওয়ার কারণে নিচু এলাকায় জল সংকট হযেছে। সেচ দপ্তর ও ব্লক প্রশাসনের উচিত বিষয়টি দেখার। এই নিয়ে রানীচেরা চা বাগানের ম্যানেজার বলবিন্দার সিং বাজুয়া বলেন, আমরা কোন প্রকার নদীর প্রবাহ নষ্ট করিনি। তাই আমরা অনুমতি নিয়ে মাটি খুঁড়ে জল বের করেছি। সেই জল জাগ আছে দিচ্ছি। এটা কোন অবৈধ কাজ নয়।

বিপুল মাদক-সহ ভিনরাজ্যের দুই কারবারী ধৃত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মার্চ ঃ কয়েক কোটি টাকার ব্রাউন সুগার ও লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ ভিনরাজ্যের দুই কারবারীকে গ্রেফতার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতদের সোমবার ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। রবিবার রাতে জিআরপি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, মালদা টাউন স্টেশনে বিপুল অর্থের মাদক পাচারের চেষ্টা করা হয়। সেই তথ্য অনুযায়ী জিআরপি থানার পুলিশ গোপনে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দুই ও তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনক দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তির হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। অন্য ব্যক্তির ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতার করা হয় দু'জনকেই।

কেন্দ্রের টাকা খরচই করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল, ফেরত গেল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ রাজ্যে স্বাস্থ্যে ফের দুর্দশার ছবি প্রকাশ্যে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বরাদ্দ টাকা খরচই করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। অভিযোগ, হাসপাতালে না পেয়ে ওষুধ, চিকিৎসার সামগ্রী কিনতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ৮৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৪০১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ৩০ টি খাতে এই টাকা মঞ্জুর করেছিল স্বাস্থ্য ভবন। ২০২৪ সালের ২৪ মে নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ হয় সেই টাকা। কিন্তু সেই টাকা খরচই করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল। ফেরত গেল সেই টাকা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বরাদ্দ টাকা দিয়ে জননী সুরক্ষা কার্যক্রমে সদ্যোজাতদের ওষুধ কেনা যেত, যাঁরা হাসপাতালের অন্য বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তাঁদের জন্য ওষুধ কেনা যেত। রোগীর পরিজনরা স্পষ্টই অভিযোগ করছেন, তাঁদের সব কিছুই বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। ওষুধ তো বটেই, ডায়াগনিস্টিক, রক্ত পরীক্ষা, এক্স- রে-সবই বাইরে থেকে করতে হচ্ছে। এক রোগী বললেন, আমি সরকারি হাসপাতালে যখন এসেছি, তখন তো জানি, আমার টাকা পয়সা লাগবে না, সুস্থ হয়ে ফিরে যাব। কিন্তু সবই বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। কী করব! প্রাণসংশয় হয়ে যাবে নাহলে। আরেক রোগীর আত্মীয়র কথায়, মেলা টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা পরীক্ষা ১২০০ টাকা, এরকম অনেকগুলো পরীক্ষা করতে দিচ্ছে। এ তো দেখি বেসরকারি হাসপাতালের মতোই খরচ হয়ে যাচ্ছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি অঞ্জন অধিকারী বলেন, আমাদের ভীষণরকম প্রয়াস ছিল, যাতে কোনও টাকা পয়সা ফেরত না যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের অ্যাকাউন্টসকে বোঝাতে পারিনি, টাকা পুরোটাই খরচ করা উচিত। আমাকে অ্যাকাউন্টস থেকে বোঝানো হয়, এখানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নাকি ট্রেজারিও অবজেকশন দেবে। কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, কিছু ফিনান্সিয়াল প্রসেস রয়েছে। ভেন্ডারকে অর্ডার করতে হয়, নন ক্যাট হলে একটা টেন্ডার করতে হয়। ভেন্ডারকে মেটারিয়াল সাবমিট করতে হবে, বিল সাবমিট করতে হবে, তারপর সেটা অ্যাকাউন্ট সেকশনে যাবে, ট্রেজারিতে যাবে, তারপর পাস হয়। টাকা আসা ইয়ার এন্ডিং, এর মাঝের সময়টা যদি খুব কম হয়, তখন পুরোটা টাকাটা ব্যবহার করা যায় না।

৪৯০ গ্রাম মাদক উদ্ধার বিহারে

পূর্ব চম্পারন, ৩১ মার্চ ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উদ্ধার হলো মাদক। জানা গেছে, বিহারে বারহারওয়া পোস্টের জওয়ানরা টহল দেওয়ার সময় প্রায় ৪৯০ গ্রাম মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়। সঙ্গে এক মাদক পাচারকারীকেও তার বাইকসহ আটক করা হয়। জানা গেছে, ওই মাদক পাচারকারী বাকরিহারি গ্রামের বাসিন্দা মুকেশ কুমার। তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে জওয়ানরা।

আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বৃদ্ধার কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ মার্চ ঃ আবার আবাসে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির। এক বৃদ্ধার কাছ থেকে রাস্তা ও আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ৩৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি মিলন বর্মণের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ উঠায় অস্বস্তিতে শাসকদল। সোমবার অভিযুক্ত তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মিলন বর্মনের বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চিত্র মালা বর্মন ৬০ উর্ধ্ব ওই বৃদ্ধা। তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের কাটমানি না নেওয়ার বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তারপরও কিভাবে তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে কাটমানি তোলেন তৃণমূল নেতারা? তাহলে কি নিচু তলার কর্মী সমর্থকরা নির্দেশ মানছেন না? প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। ৬০ উর্ধ্ব চিত্রমালা বর্মনের অভিযোগ, আবাস যোজনা ঘর ও রাস্তা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বছর দুয়েক আগে ওই বৃদ্ধার কাছ থেকে ৩৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। এরপর টাকা ফেরত দিতে দীর্ঘ তালবাহানা করে বলে অভিযোগ। এরপর প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে অঞ্চল সভাপতির কাছে টাকা ফেরত চাইলে উল্টে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ অঞ্চল সভাপতি মিলন বর্মন। তাঁর বক্তব্য, সবটাই বিজেপির চক্রান্ত। চিত্র মালা বর্মন নামে আমি কাউকে চিনি না? শালবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে তাদের তোলাবাজকে বালি চাপা দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। যদিও টাকা নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, এটা যে ভুল এবং মিথ্যে তা আমি প্রমাণ করে দেখাবো। যদিও এই নিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

মহিলাদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর আপত্তিকর আচরণের অভিযোগ, তাণ্ডব উত্তেজিত জনতার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩১ মার্চ ঃ ফার্মেসির মধ্যে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ব্ল্যাকমেলও করা হতো বলে অভিযোগ মহিলাদের। তাকে কেন্দ্র করে সরগরম শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকা। এলাকাবাসীর নিশানায় খোদ ' সোমবার স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে করে ফার্মেসির মালিককে আটক করে পুলিশ। সোমবার সকালে নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকায় একটি ওষুধের দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, ওই ফার্মেসিতে চেম্বার করা চিকিৎসক অমিয় দাসের সঙ্গে একাধিক মহিলার আপত্তিকর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ওই ফার্মেসিতে আরও অনেক মহিলার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করেছেন তিনি, অভিযোগ স্থানীয়দের। এই অভিযোগে রীতিমতো উত্তাল হয় পরিস্থিতি। ফার্মেসির বাইরে প্রায় শ'খানেক লোক জমা হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ফার্মেসির মালিকও ওই চিকিৎসকের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত। এই উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফুলিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। ইতিমধ্যেই ফার্মেসির মালিককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে।

আরামবাগে গাড়ি থেকে মদের বোতল নিয়ে রাস্তায় ফেলে ভাঙলেন মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৩১ মার্চ ঃ উত্তেজনা আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। খবর পেয়ে যায় পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের জেরে পুলিশ মাথা বাঁচাতে হেলমেট পরে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। গাড়ি থেকে মদের বোতল নিয়ে রাস্তায় আছাড় মারছেন মহিলারা! দেশি- বিদেশি মদের বোতল গাড়ি থেকে তুলছেন আর রাস্তায় আছাড় মেরে ভাঙছেন। গৃহকর্ত্রীদের অভিযোগ, তাঁদের স্বামীরা দিন রাত মদ্যপান করছেন, কাজেও যান না, তাতে চাপ বাড়ছে পরিবারের ওপর। মদবিক্রির রুখতে একযোগে রুখে দাঁড়ান মহিলারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের মইগ্রামে বেআইনিভাবে দীর্ঘদিন ধরে মদ বিক্রি হয়। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির পুরুষই তাতে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, আরামবাগ থানার পুলিশ ও আবগারি দফতর সব জানে, কিন্তু তারপরও গ্রামে মদের ব্যবসা চলছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামের পুরুষরা মদে আসক্ত হয়ে গেছে। তাদের সমস্ত টাকা-পয়সায় মদ খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়ি গিয়ে বউদের ওপর চলছে অত্যাচার। বারবার পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়াতেই এবার রুখে দাঁড়ালেন মহিলারা। যদিও আরামবাগের আবগারি ওসি এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

উদ্বোধন হল ওয়াটার এটিএমের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ মার্চ ঃ জল কষ্টের জঙ্গলমহলে এবার দু'টাকার বিনিময়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল। এখন থেকে মাত্র দু'টাকার বিনিময়ে এক লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল মিলবে। তাও আবার গরমে ঠান্ডা জল। আর খরচ করে কিনতে হবে না ১৫ টাকার বোতল। দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ বাজার। রানিবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রাণীবাঁধের বটতলায় বিরসা বাজারে থেকে চালু হল ওয়াটার এটিএম। এদিন ওয়াটার এটিএম-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানিবাঁধের বিডিও শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রানিবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভীমসেন মন্ডল, রানিবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রমিলা মান্ডি প্রমুখ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানিয়েছেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক সহায়তায় প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করে এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সব সময়ই সতর্ক জওয়ানরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মার্চ ঃ সীমান্তে টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানরা। কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সদা তপর তাঁরা। বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যেই সব সময়ই সতর্ক জওয়ানরা। এবার এরই মধ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তে দু'দিনের সফরে গিয়েছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি)। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য জওয়ানদের প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে শুধু এডিজি নয়। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন বিএসএফ- এর আরও এক কর্তা রবি গান্ধী। এছাড়াও ছিলেন মহাপরিদর্শক শ্রী করণী সিং শেখাওয়াত,মালদা সেক্টর সদর দফতরের উপ-মহাপরিদর্শক শ্রী তরুণ কুমার গৌতম এবং সীমান্ত সদর দপ্তর দক্ষিণবঙ্গ, মালদা সেক্টর সদর দফতর এবং কেন্দ্রীয় গণপূর্ত বিভাগের (সিপিডব্লিউডি) অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। রবি গান্ধী ও করণী সিং হেলিকপ্টারে করে এনটিপিসি ফারাক্কা হেলিপ্যাডে পৌঁছান। সেখান থেকে তাঁরা বৈষ্ণবনগরে ৭১ ব্যাটালিয়নের সদর দফতরে যান। সেখানে এডিজি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। এই দিনের বৈঠকে জওয়ানদের সীমান্তে যে সব স্থানে বেড়া নেই সেই সকল জায়গায় বেড়া নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। কারণ তাঁদের অনুমান এই ধরনের সংবেদনশীল এলাকা নিঃসন্দেহে সুরক্ষার জন্য গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও টহল বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এর পাশাপাশি জওয়ানরা যাতে চোরাচালান নিয়ে আরও সতর্ক থাকেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে আরও কড়া হন সেই ব্যাপারেও নির্দেশ দেন তিনি।

জকোভিচকে শততম শিরোপা থেকে বঞ্চিত করলেন অখ্যাত তরুণ

মায়ামি, ৩১ মার্চঃ এই না হলে কি আর তিনি মহাতারকা! হাঁটুর বয়সী এক ছেলের কাছে হেরে যাওয়ার পর চোখের সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চাননি নোভাক জকোভিচ। এটা সত্য এবং সবাই দেখেছেনও যে জকোভিচ মায়ামিতে আজ এটিপি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে চোখে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ নিয়ে খেলেছেন। কিন্তু সেটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে কৈশোরের প্রান্তে থাকা ইয়াকুব মেনসিকের কীর্তিকে কোনোভাবেই ছোট করতে চাননি জকোভিচ। মেনসিকের কাছে ৭-৬ (৭-৪), ৭-৬ (৭-৪) গেমে হারার পর ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে সার্বিয়ার টেনিস তারকাকে যখন চোখের সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তিনি উল্টো সাংবাদিকদের বলেন, ''আমার জন্য এটা দুর্ভাগ্যের। দুটি টাইব্রেকার, বৃষ্টির কারণে (৬ ঘণ্টা) দেরিতে শুরু হওয়া অদ্ভুত এক ম্যাচ, অদ্ভুত এক দিন। আমিও কোর্টে সেরা ছন্দে ছিলাম না কিন্তু যা হয়েছে তো হয়েছেই। তার জয়টাকে ছোট করার কিছু নেই।'' জকোভিচ এরপর যোগ করেন, ''সত্যি আমি এসব (চোখের সমস্যা) নিয়ে কথা বলতে চাই না। কিছু বিষয় ছিল, কিন্তু তা বলতে চাই না...শুধু তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি এমন কিছু বলতে চাই না, যেটাকে অজুহাত মনে হয়।'' জকোভিচ এটিপি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে নেমেছিলেন একটা মাইলফলক স্বপ্ন নিয়ে। ফাইনাল জিতলেই জিমি কোনর্স (১০৯) ও রজার ফেডেরারের (১০৩) পর তৃতীয় খেলোয়াড় ক্যারিয়ারে শততম শিরোপার স্বাদ পেতেন। সেটি হয়নি বলে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই কষ্ট চেপেই হয়তো সার্বিয়ান তারকা বললেন, ''হারতে কখনোই ভালো লাগে না কিন্তু সত্যি বলতে কি অল্প যে কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছে হেরেও ভালো লাগতে পারে, তাদের মধ্যে সে একজন।'' মেনসিকের কাছে হেরেও 'শান্তি'র কারণটাও জানিয়েছেন জকোভিচ, ''তার যখন ১৫ বা ১৬ বছর বয়স, তখন থেকে তাকে খেলতে দেখছি এবং একবার তাকে আমি আমন্ত্রণও জানিয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে অনুশীলন করেছিলাম।'' সেই দিনগুলো ভোলেননি মেনসিকও। বেলগ্রেডে নিজের ক্লাবে জকোভিচ তাঁকে

অনুশীলনের জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেটা আজও মেনসিকের স্মৃতিতে অমলিন। ম্যাচ শেষে সেসব বিষয়ে কথা বলার এক ফাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, জকোভিচই তাঁর আদর্শ। ম্যাচ শেষে পুরস্কার অনুষ্ঠানে জকোভিচকে বলেছেন, ''আমি ছোটবেলায় আপনাকে দেখেই টেনিস খেলা শুরু করেছি। কোনো টেনিস খেলোয়াড়ের জন্য একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে আপনাকে হারানোর মতো কঠিন কাজ আর নেই।'' কঠিনতম এ কাজটি করার পথে কিছু কীর্তিও গড়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের ১৯ বছর বয়সী খেলোয়াড়। দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন মেনসিক। ২০২২ সালে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে শিরোপাটি জিতেছিলেন স্পেনের কার্লোস আলকারেজ। সে সময় আলকারেজের বয়স ছিল ১৮ বছর। কথা বলতে বলতেই মেনসিক জানিয়েছেন, মায়ামিতে এই যে কীর্তি গড়লেন এর কিছুই না-ও হতে পারত। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচটি না খেলেই যে চলে যেতে চেয়েছিলেন মেনসিক! এটিপির প্রথম শিরোপা জেতা মেনসিক সেটা জানালেন এভাবে, ''(স্পেনে রবার্তো বাউতিস্তা আগুরে বিপক্ষে) আমার প্রথম ম্যাচের এক ঘণ্টা আগে আমি টুর্নামেন্ট থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার কাগজ হাতে নিয়ে বসে ছিলাম। কারণ ছিল আমার প্রচণ্ড হাঁটুর ব্যথা। আমি ভাগ্যবান ছিলাম যে রেফারি সেই সময় লাঞ্চে ছিলেন।'' রেফারি খেতে যাওয়ায় নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার কাগজ জমা দিতে পারেননি মেনসিক। সেই সময় তাঁর ফিজিও চোটের পরিচর্যা করছিলেন। ফিজিও এমন কিছু করেছিলেন, দ্রুতই ব্যথা উধাও হয়ে যায় মেনসিকের। এরপর যা হয়েছে, তা ইতিহাস ছাড়া আর কী!

ভারতীয় ফুটবল কোন পথে? জোড়া মামলার রায়েই নজর

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চঃ ২ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে পারে, এআইএফএফের নয়া সংবিধানকে স্বীকৃতি দিয়ে। সেই দিনই আবার দিল্লি হাই কোর্টে মামলা আছে এআইএফএফের সেক্রেটারি জেনারেল পদে সাজি প্রভাকরণকে সরিয়ে অনিল কুমারকে নিয়োগ করার দেওয়ার বৈধতা নিয়ে। ৭ এপ্রিল আছে এআইএফএফের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা। যার মূল আলোচ্য-আগামী দিনে কোন কোন শর্তে রিলায়েন্সের সঙ্গে মিডিয়া রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) হতে পারে। ভারতীয় ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন অর্থাৎ এআইএফএফের সংবিধান সংশোধন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি টানাপড়েন। একাধিক পার্টি এর সঙ্গে জড়িয়ে। নতুন সংবিধান তৈরি না হওয়ায় ২০২২ সালে নির্বাচন করে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে কমিটিকে এআইএফএফ চালানোর মান্যতা দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। এর মধ্যে সুপ্রিম

কোর্টের নির্দেশেই প্রাক্তন বিচারপতি নাগেশ্বর রাও সংবিধান সংশোধনে নামেন। ফিফা, এএফসির সঙ্গে আলোচনা সারার পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থা-ক্লাব, রাজ্য, স্পনসর সকলের মতামত নেন তিনি। তারপরে তাঁর খসড়া সংবিধান জমা দেন সুপ্রিম কোর্টে। আদালত এ ব্যাপারে একাধিকবার শুনানি করেছে। ২৫ মার্চ শেষ শুনানিতে বিচারপতি পিএস নরসীমা ও জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ জানিয়েছে, তাঁরা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন ২ এপ্রিল। যদি ওই দিন নতুন সংবিধানকে স্বীকৃতি দিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট, তাহলে এআইএফএফের প্রশাসনিক বিভাগে বিরাট অদল বদল ঘটবে। কারণ বর্তমান কমিটি যাদের ভোটে জিতেছে, সেই রাজ্য সংস্থাগুলোরই ক্ষমতা হ্রাস করা হবে। গুরুত্ব পাবেন প্রাক্তন ফুটবলার, রেফারি, কোচ ও আইএসএল, আই লিগ, আইডব্লিউএলের ক্লাবেরা। এরা ভোটাধিকার পাবে। নিয়মানুযায়ী কল্যাণ চৌবের কমিটির মেয়াদ রয়েছে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যদি নির্দেশ দেয়, দ্রুত নতুন সংবিধান চালু করার, তাহলে নির্বাচন হতে পারে আগামী ৬ মাসের মধ্যে। এরই মধ্যে কল্যাণের কমিটি প্রচন্ড চাপে সাজিকে সরিয়ে অনিল কুমারকে সেক্রেটারি জেনারেল পদে বসানোয়। যদি হাই কোর্ট ২ এপ্রিল জানায়, কল্যাণদের এই পদ্ধতি ভুল ছিল, তাহলে কল্যাণের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার জন্য তৈরি একটি গোষ্ঠী। অনাস্থা কমিটি ভাঙলেও নির্বাচনের দামামা। এই দামামা বাজলে বড় ধাক্কা লাগবে আইএসএল নিয়ে রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি রিনিউ নিয়ে। এমনিতে আইএসএল সংগঠন করতে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়ে রিলায়েন্স এই লিগের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে অনেকটাই। তার ওপর এআইএফএফের নানা মামলায় তাদের পার্টি করা হয়েছে। যাতে তারা ভীষণই ক্ষুব্ধ। ভারতীয় ফুটবলের বানিজ্যিক পার্টনার হিসেবে রিলায়েন্স ১৫ বছর ধরে বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে এআইএফএফকে। সেই টাকাতেই এআইএফএফ সারা বছর নানা কর্মসূচি এমনকি অফিস চালানোর খরচ চালিয়েছে। এ বছর নতুন করে চুক্তি রিনিউয়ে রিলায়েন্স এক ঝটকায় বিশাল অঙ্কের টাকাও কমিয়ে দিচ্ছে। এআইএফএফ যা মানতে নারাজ। কিন্তু তাদের হাতে বিকল্পও নেই। ফলে আইএসএল সহ দেশের ফুটবল এখন চরম সঙ্কটে।

বুমরাহর চোট ফ্র্যাকচারের কাছাকাছি পৌঁছে যায় বন্ড

মুম্বই, ৩১ মার্চঃ আইপিএলের প্রথম দু'রাউন্ডের খেলা শেষ। কিন্তু এখনও দেখা নেই জসপ্রীত বুমরাহর। কবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যোগ দেবেন তিনি, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে আঘাত পান বুমরাহ। তারপর মাঠের বাইরে চলে যান। বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বল পর্যন্ত করেননি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলতে পারেননি। আপাতত মে মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা। তখনই শেষ হচ্ছে আইপিএল। এরপর জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলা ইংল্যান্ড সফরে উড়ে যাবেন রোহিতরা। সেখানে কি দেখা যাবে বুমরাহকে? দেখা গেলেও কতটা ফিট থাকবেন তিনি? তা নিয়ে ইতিমধ্যে অনুরাগীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়াতে শুরু করেছে। এই নিয়ে নিজের মত রেখেছেন শেন বন্ড। জসপ্রীতের মতো তাঁর কেরিয়ারও চোট-আঘাতে জর্জরিত ছিল। এখন রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও একসময় মুম্বই

ইন্ডিয়ান্সে বুমরাহকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার। ভারতের পেসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বলতে গিয়ে বন্ড মন্তব্য করেন, ''এখনও ওর বোলিংয়ে কিছু বদলের দরকার নেই। ২০২৩ সালে সার্জারির পর বুমরাহ অস্ট্রেলিয়া সিরিজ পুরোটাই খেলেছে। দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে সাধ্যের বাইরে গিয়ে বল করেছে। কিন্তু এর ফলে ফ্র্যাকচারের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে বুমরাহর চোট।'' আর এই ভুল থেকেই শিক্ষা নেওয়ার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন বন্ড। বলেছেন, ''ভারত যখন পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড যাবে, তখন একই ভুল ফের একবার করতে পারবে না। যদি করে, তাহলে ফল ভাল হবে না। ভারতের প্রয়োজন একঝাঁক বোলার, যাদের থেকে পেসার বেছে নেওয়া যায়।'' এর কারণ ব্যাখ্যায় নিউজিল্যান্ড সিমার জুড়ে দেন, ''আগামী দিনে টিম ইন্ডিয়ার সামনে টি২০ বিশ্বকাপ, ওয়ান ডে বিশ্বকাপ রয়েছে। আর ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই বুমরাহ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অস্ট্রেলিয়ায় ৫ টেস্ট মিলিয়ে ও ১৫১.২ ওভার বল করে। আর এত দীর্ঘ সময় ধরে বল করলে চোট এড়ানো কার্যত অসম্ভব।''

'ওদের জুতো মারা উচিত', বাবর আজমকে কেন্দ্রে রেখে কাদের আক্রমণ শানালেন বাসিত আলি?

করাচি, ৩১ মার্চঃ প্রথমে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরাডুবি। গ্রুপ স্তর থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল আয়োজক টিম পাকিস্তানকে। তারপর দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে নিউজিল্যান্ড এসেছেন মহম্মদ রিজওয়ানরা। কিন্তু সেখানেও ফর্মে ফিরতে পারেনি পাকিস্তান টিম। টি-২০ সিরিজ ৪-১-এ পরাস্ত হওয়ার পর ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচেও পরাস্ত হয়েছে তারা। আর এই নিয়ে ফের বিতর্কের কেন্দ্রে বাবর আজম। ৭৮ রান করলেও তাঁকে ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন-পাল্টা প্রশ্ন। এর আসল কারণ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দুটি ম্যাচেই ওপেনে ব্যাট হাতে নেমেছিলেন বাবর। আর দুটি ম্যাচেই ব্যর্থ হন তিনি। যা নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে বিতর্ক। কেন ওয়ান ডাউনে বরাবর স্বচ্ছন্দ

বাবর আচমকা ওপেনে নামতে গেলেন? কারা এর সিদ্ধান্ত নিল? এই নিয়ে সরব হন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একটা বড় অংশ। এবার এক ধাপ এগিয়ে প্রাক্তন ব্যাটসম্যান বাসিত আলি দাবি করলেন, যে সমস্ত ব্যক্তির নির্দেশে বাবর তিন নম্বরে নেমেছেন, তাঁদের জুতো মারা উচিত। তিনি বলেন, ''বাবর কেন এই জায়গায় খেলতে এল? ও তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ওপেনে নেমেছিল। সেই সমস্ত প্রফেসররা কোথায়, যারা দাবি তুলেছিল, বাবরের ওপেনেই খেলা উচিত? ওদের ক্ষমা চাওয়া উচিত। এখন কেউ বেরিয়ে আসবে না। যারা ক্রিকেটের অধ্যাপক হতে চায় তাদের ধরে জুতো মারা উচিত।'' নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এমনই উত্তেজিত ভঙ্গিতে মন্তব্য করেন বাসিত। আজ নয়। বিগত কয়েক বছর ধরেই পাকিস্তান ক্রিকেট ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য দল ঢেলে সাজানো হয়েছে। আওয়াজ উঠেছে, নির্বাচকমণ্ডলীতেও পরিবর্তন আনা হোক। এই সুরে সুর মিলিয়েছেন বাসিত। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেটের ধারাবাহিক বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ''সেই ব্যক্তি, যিনি বাবর ও রিজওয়ানকে ওপেনার হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তিনিই দলের ক্ষয়ের জন্য দায়ী। এখন পাকিস্তান টিম ফ্র্যাঞ্চাইজি টিমে পরিণত হয়েছে। এই দল এখন স্পষ্টতই পক্ষপাতে চলে।'' আগামি বুধবার হ্যামিলটনে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছেন বাবররা। তিন ম্যাচের সিরিজে টিকে থাকতে হলে পাকিস্তানকে ওই লড়াই জিততেই হবে।

জোফ্রা আর্চারকে কেন পুরো ওভার করানো হল না? কারণ খোলসা করলেন নীতীশ রানা

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে শুরুটা ভালো হয়নি রাজস্থান রয়্যালসের। তেমনই ব্যক্তিগত ভাবেও কঠিন পরিস্থিতিতে ছিলেন নীতীশ রানা। দীর্ঘ সময় কেকেআরে খেলেছেন। ধারাবাহিক পারফর্মও করেছেন। তাঁকে রাখেনি কেকেআর। এর জন্য অভিমানও ঝরে পড়েছিল। নতুন টিম রাজস্থানের জার্সিতে প্রথম দু-ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে তাঁর ৮১ রানের ইনিংসই পার্থক্য গড়ে দেয়। তেমনই বোলিংয়ে পার্থক্য গড়ে দেন পেসার জোফ্রা আর্চার। যদিও কোটার পুরো চার ওভার করানো হয়নি জোফ্রাকে দিয়ে। এর কারণ জানালেন নীতীশ রানা। রাজস্থান রয়্যালস পেস আক্রমণের নেতৃত্বে জোফ্রাই। অতীতেও এই

ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলেছেন। মেগা অকশনে তাঁকে ফেরানো হয়েছে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে উইকেট মেডেন দিয়ে শুরু করেন। ৩ ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ১ উইকেট। এরপরও তাঁর এক ওভার কাজে লাগানো হয়নি। রাজস্থান ৬ রানে জিতলেও এই প্রশ্নটা কিন্তু উঠছে। জোফ্রার বোলিং নিয়ে নীতীশ বলেন, ''পাওয়ার প্লে-তে দুর্দান্ত স্পেল করেছে জোফ্রা। টিমকে শুরুতেই এগিয়ে দিয়েছিল। টানা চার ওভার সাধারণত করানো হয় না। ওরও এক ওভার বাকি রাখা হয়েছিল। পুরনো হওয়ায় স্পিনাররা সুবিধা পেতে থাকে। তাই কার্তিকেয়কেও বোলিং করানো হয়। বল আর পিচের কথা মাথায় রেখেই জোফ্রাকে দিয়ে আর বোলিং করানো হয়নি। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সময় আসবে, জোফ্রাকে দিয়ে ৪ ওভার করানো হবে।'' নীতীশ রানার যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, জোফ্রার বলের গতি বেশি। স্লগ ওভারে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পুরনো বলে গতি বেশি পেলে চেন্নাই ব্যাটারদের শট খেলতে সহজই হত। যেমন শেষ ওভারে সন্দীপ শর্মাকে দিয়ে বোলিং করানো হয়। সন্দীপের গতি কম হলেও লাইন-লেন্থ দুর্দান্ত। আর সেটাতেই বাজিমাত করেন। মাত্র ৬ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। জোফ্রা আর্চার পাওয়ার প্লে-তেই যে নিজের আসল কাজটা করে ফেলেছিলেন, নীতীশ রানার মত সেটাই। মিডল ওভারে লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা দুর্দান্ত বোলিং করেন, ৪ উইকেটও নেন। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে রিয়ান পরাগের একটি দুর্দান্ত ক্যাচের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন ম্যাচের সেরার পুরস্কার জেতা নীতীশ রানা।

'সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া হোক', অশ্বিনের পর বোলারদের হয়ে আওয়াজ তুললেন শার্দুলও

লখনউ, ৩১ মার্চঃ বিনোদনকে আশকারা দিতে গিয়ে বড় রানের পিচ তৈরি হচ্ছে। আনা হয়েছে 'ইম্প্যাক্ট প্লেয়ারে'র নয়া নিয়ম। যার ফায়দা তুলছেন ব্যাটসম্যানরা। আর ভুক্তোভোগী হচ্ছেন সমস্ত বোলার। কিন্তু ক্রিকেটে সবার জন্য সমান সুযোগ থাকা জরুরি। এই বার্তা নিয়ে প্রথমে সরব হন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সিএসকে-র স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এবার একই ইস্যুতে সুর চড়ালেন শার্দুল ঠাকুরও। ব্যাট ও বলের যুদ্ধের ময়দান অসম নয়, তাতে একটা সমতার দাবি রাখলেন লখনউ টিমের অলরাউন্ডার। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে শুভমান গিল দাবি করেন, এবার কোনও না কোনও দল ২০ ওভারে ৩০০ রান তুলে ফেলতে পারে। শুধু

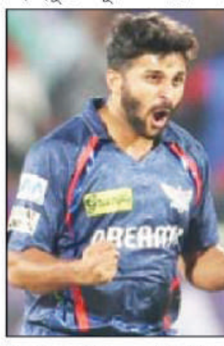

মুখের কথা নয়, পরিসংখ্যানও বলছে, শুভমানের অনুমানে খুব একটা ভুল কিছু নেই। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২৮৬ রান করে নিজেদের গড়া সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছিল প্রায়। গতবার ৭৪টি আইপিএল ম্যাচে ৪১ বার ২০০ রানের উপর স্কোর উঠেছিল। এবারও ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। আপাতত ১১টি ম্যাচ খেলা হয়েছে। যার মধ্যে ১০ বারই দুশোর উপর রান তুলেছে একাধিক টিম। আর এই ইস্যুতে এবার সরাসরি বিসিসিআইয়ের কাছে আর্জি জানালেন শার্দুল ঠাকুর। তাঁর দাবি, দর্শক-উপভোগের কথা মাথায় রেখে বড় রানের পিচ বানানো বন্ধ হোক, তুলে নেওয়া হোক ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার মাঠে নামানোর নিয়মও। শার্দুল বলেন, ''এটা আমার কথা নয়। এটা বোলারদের চাহিদা। তাদের অনেকেই মুখ ফুটে একথা বলতে পারে না। অথবা মিডিয়ার সামনে পিচ কন্ডিশন নিয়ে কিছু বলার সুযোগ পায় না। কিন্তু বোলাররা এখন শুধুমাত্র একটি বিষয় চাইছেন- এমন পিচ বানানো হোক, যেখানে কোনও খেলাই একতরফা হয়ে না যায়, সবকিছুর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং ব্যাটসম্যান ও বোলার-সবাই সমান সুযোগ লাভ করে।'' ভারতের অলরাউন্ডার গোটা ইস্যুতে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার খেলানোর নিয়মও তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই নিয়মে আসলে বেশিরভাগ টিম অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান খেলানোর সুযোগ পাচ্ছে। এতে বিনোদন বাড়ছে। কিন্তু ক্রিকেট তার স্বাভাবিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। মত শার্দুলের। এখন দেখার বোর্ড এ ব্যাপারে কতটা চিন্তা করে।

স্কালোনির কাছে হারলেই চাকরি যায় ব্রাজিল কোচদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনার সঙ্গে লিওনেল স্কালোনির বর্তমান চুক্তি ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নিতে কারও কারও ভয়ও লাগতে পারে। না, মানে স্কালোনির মুখোমুখি হয়ে হারের পরই তো চাকরি চলে যায় ব্রাজিলের কোচদের, সে জন্য কথাটা বলা। দরিভাল জুনিয়র এ বিষয়ে সর্বশেষ উদাহরণ। এর পালন করেন স্কালোনি। ২০১৮ সালের নভেম্বরে আর্জেন্টিনায় স্কালোনি-অধ্যায় শুরুর পর থেকে যদি হিসাব করা হয়, এ পর্যন্ত তিনজন কোচ পাল্টাল ব্রাজিল। ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে ব্রাজিল বাদ পড়ার পর কোচের দায়িত্ব ছাড়েন তিতে। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন রামন মেনেজেস। ৩ ম্যাচ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। মরক্কো ও সেনেগালের কাছে হারায় টানা তিন হারের শেষটি। উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছিল ব্রাজিল। উরুগুয়ের কাছে হেরেছিল ২২ বছর পর, কলম্বিয়ার কাছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথম হার এবং আর্জেন্টিনার কাছে হারটি ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ব্রাজিলের প্রথম হার। এরপর আর দিনিজকে রাখেনি ব্রাজিল। অর্থাৎ দিনিজের ছাঁটাই হওয়ার পেছনেও প্রভাবক ছিল স্কালোনির দলের জয়। কোচদের ভাষায় কৌশল। স্কালোনির কৌশলের

ব্রাজিল কোচ ফার্নান্দে দিনিজও ছাঁটাই হন আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর।

আর্জেন্টিনার বর্তমান বিশ্বকাপজয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি।

আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর চাকরি হারান ব্রাজিল কোচ দরিভালও।

আগে একই ঘটনার শিকার হয়েছেন ফার্নান্দো দিনিজও। সর্বশেষ ঘটনাটি সবার আগে জানানো যাক। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত মঙ্গলবার বুয়েনস আইরেসে আর্জেন্টিনার কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হয় ব্রাজিল। এই হারের পর ব্রাজিল কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন দরিভাল। স্কালোনির কৌশলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি দরিভালের ব্রাজিল। কোনো 'প্ল্যান বি' ছিল না তাঁর। সে ম্যাচে ডাগআউটে দরিভালকে বেশ অসহায়ই লেগেছে। তাঁকে ছাঁটাই করে এখন নতুন কোচ খুঁজছে ব্রাজিল। স্কালোনি আর্জেন্টিনা দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন ২০১৮ সালের নভেম্বরে। এর আগে সে বছর বিশ্বকাপের পর কিছুদিন আর্জেন্টিনার অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্বও মেনেজেসকে সরিয়ে ফার্নান্দো দিনিজের কাঁধে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব তুলে দেয় ব্রাজিল। এর মাঝে স্থায়ী কোচ খোঁজাও চালিয়ে যায় ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। দিনিজ ৬ ম্যাচে ব্রাজিলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ছিলেন। ২ জয়ের পাশাপাশি ৩ হার ও ১ ড্র এনে দেন। ২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার বিপক্ষে ৫-১ গোলে জয়ের ম্যাচে ব্রাজিলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে অভিষেক দিনিজের। মাঝে এক মাস টিকে থাকার পর সে বছরের ২২ নভেম্বর মারাকানায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্কালোনির আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হারে দিনিজের ব্রাজিল। সেটা ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দিনিজের অধীন ব্রাজিলের কাছে মার খেয়ে টিকতে পারেননি দিনিজ। আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর তাঁকে সরিয়ে দরিভালকে স্থায়ী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় সিবিএফ। দরিভালও তো টিকতে পারলেন না এবং সেটাও স্কালোনির কাছে হারের পরই নিশ্চিত হলো। সেই হারের ক্ষতের গভীরতাও কম নয়-বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের সবচেয়ে বাজে হার। তাহলে হিসাবটা দাঁড়াল এমন-স্কালোনির আর্জেন্টিনার কাছে দিনিজের হারটি ছিল ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের প্রথম। আর দরিভালের হারটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের সবচেয়ে বাজে। এরপর চাকরি চলে যাওয়ায় স্কালোনিকে মনে মনে অভিশাপ দিতেই পারেন দিনিজ ও দরিভাল!

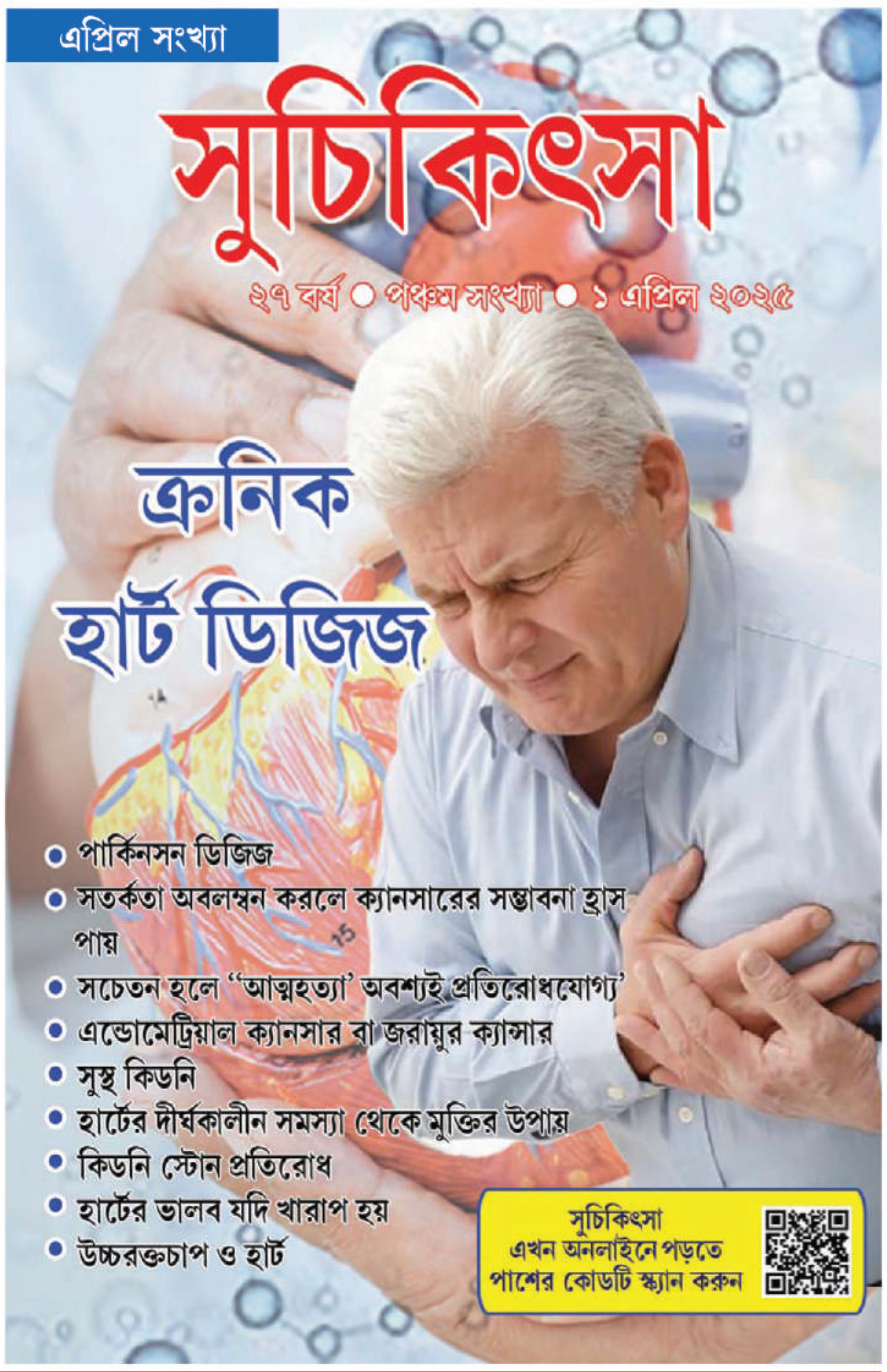

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com